চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 159 Friday, 10 May, 2024 ✳ ২৯ বর্ষ, ১৫৯ সংখ্যা ✳ ২৭ বৈশাখ, ১৪৩১, শুক্রবার, ১০ মে, ২০২৪ ✳ আজ ৮ পাতা ✳ মূল্য- ৩ টাকা

শ্রীরামপুরে দিল্লি রোডের উপর পথ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু টোটোচালকসহ ৩ জনের। একটি যাত্রীবোঝাই টোটোকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে একটি লরি। ...*বিস্তারিত পাতা ৩*

ভগবানপুরে বিজেপির মিছিলের আগে বোমা ছোড়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সৌমেন্দু অধিকারীর রোড-শোর অদূরে রাস্তায় বোমা ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। ...*বিস্তারিত পাতা ৫*

স্বমহিমায় দিলীপ ঘোষ। এবার আর রাজ্য সরকার নয়। নিশানায় কিন্তু পুলিশ। বর্ধমানের চা চক্রে একেবারে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতেই আক্রমণাত্মক তিনি। ...*বিস্তারিত পাতা ৭*

এ বার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে দল পরিবর্তন করতে বললেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ওয়াসিম আক্রম। ...*বিস্তারিত পাতা ৮*

অনুসন্ধান বন্ধ করুন! শ্লীলতাহানির বিষয়ে মুখ্যসচিবকে চিঠি রাজ্যপালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মেঃ শ্লীলতাহানির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর বিবৃতি দিয়ে রাজ্যপাল বোস রাজভবনের স্থায়ী, অস্থায়ী কর্মীদের জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে পুলিশ কোনও রকম তথ্য চাইলে তা না দিতে। তাঁর যুক্তি, সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি পদক্ষেপ করা যায় না। কিন্তু ইতিমধ্যেই লালবাজারের তরফে এই ইস্যুতে তদন্ত করা হচ্ছে। যা নিয়ে অখুশি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেই প্রেক্ষিতে এবার রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আট সদস্যের সিট গঠন করেছে লালবাজার। রাজভবনের ওসির কাছে সেদিনের ঘটনার ভিডিও ফুটেজ চেয়েছে পুলিশ। সূত্রের খবর, মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়ে অনুসন্ধান বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। তাঁর বক্তব্য, সংবিধানের ৩৬১ ধারা অনুযায়ী রাজ্যপালের রক্ষাকবচ রয়েছে। সেক্ষেত্রে পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে যে অনুসন্ধান চালাচ্ছে তা বেআইনি বলে মনে করছেন তিনি। এদিকে পুলিশ যে সিসিটিভি ফুটেজ চেয়েছে তাও রাজভবন দেবে না বলে জানিয়েছে। যদিও সাধারণ মানুষকে সেই ফুটেজ দেখাতে উদ্যোগ নিয়েছেন রাজ্যপাল বোস। বুধবার রাজভবনের এক্স হ্যান্ডেলে একটি বিবৃতি পোস্ট করা হয়। তাতে বলা হয়, 'সচ কা সামনা' নামে এক কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন রাজ্যপাল বোস। সেখানে ই-মেল আইডি ও ফোন নম্বর জানিয়েছেন তিনি। প্রথম ১০০ জন আবেদনকারীকে রাজভবনের ভিতরের সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হবে বৃহস্পতিবার। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও নাগরিক ওই সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে পারবেন। তবে পারবেন না 'রাজনীতিবিদ' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পুলিশ। শুরু থেকেই অবশ্য শ্লীলতাহানির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে রাজ্যপাল দাবি করেছেন,

তাঁকে অপদস্থ করতে চক্রান্ত করা হচ্ছে। সেইমতো ফুটেজ বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে এল। রাজভবন থেকে দেখানো হয়, অভিযোগকারিণী মহিলা কোন সময় থেকে কোন সময়ে রাজভবনে ছিলেন। রাজভবনের তরফে যে ফুটেজ প্রকাশ্যে আনা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ৫.৩২ নাগাদ পুলিশ আউট পোস্টে ঢুকছেন ওই মহিলা। প্রায় ৮ মিনিট ওখানেই থাকেন তিনি। তারপর ৫.৪০-এ আউট পোস্ট থেকে বেরিয়ে রাজভবনের ওসির রুমে যান তিনি। কথা বলেন পুলিশ এবং অন্যান্য মহিলা পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে। ১ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের এই ফুটেজে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অভিযোগকারিনী মহিলাকে মোট দু'বার দেখা গিয়েছে। তবে এই সিসিটিভি ফুটেজে রাজভবনে ভিতরের অংশ বা রাজ্যপালকে দেখা যায়নি। বৃহস্পতিবার দু'টি ফুটেজ প্রকাশ্যে এনেছে রাজভবন। মেন গেট ও নর্থ গেটের ক্যামেরার ছবি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। মোট তিনটি ধাপে ফুটেজ দেখিয়েছেন রাজভবন কর্তৃপক্ষ। প্রথম ফুটেজের সময় বিকেল ৫.৩১ মিনিট থেকে ৫.৪২ মিনিট পর্যন্ত। দ্বিতীয় ফুটেজের সময় ৫.৩২ মিনিট থেকে ৬.৩২ মিনিট পর্যন্ত। তৃতীয় ফুটেজটি ৬.৩২ মিনিট থেকে ৬.৪১ মিনিট পর্যন্ত। দেখা গেছে, সেখানে উপস্থিত রয়েছে বিশাল সংখ্যক পুলিশ। কারণ সেদিনই রাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসার কথা ছিল। তৃণমূল দাবি করেছিল, রাজ্যপাল ওই মহিলাকে দুবার শ্লীলতাহানি করেছিলেন। সেই প্রেক্ষিতে সিসিটিভি ফুটেজ সামনে আনার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। কিন্তু রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পুলিশকে এই ফুটেজ দেখানো হবে না। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন রাজ্যপাল। তাঁর মন্তব্য ছিল, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নোংরা রাজনীতি করছেন। আমি যতই রাজনীতির উর্ধ্বে থাকতে চাই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ততই রাজনীতিতে টেনে আনছেন।'' তবে বিবৃতি দিয়ে তিনি স্পষ্ট করে দেন, রাজ্যপাল বেশ কিছু বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। যেখানে কোনও আদালতের কাছে তাঁরা জবাবদিহি করেন না। পদে থাকাকালীন কোনও রাজ্যের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ফৌজদারি প্রক্রিয়া চালানো যায় না।

টেটের ৩৯২৯ পদে কীভাবে নিয়োগ, জানাল আদালত

নয়াদিল্লি, ৯ মেঃ ২০১৪ সালের টেটের ভিত্তিতে রাজ্য দু'দফায় নিয়োগ করলেও ৩৯২৯টি পদে কোনও নিয়োগ করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল। এ বিষয়ে কলকাতা হইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের দেওয়া নির্দেশ খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে শীর্ষ

আদালত এও জানিয়েছে, আগামীদিনে তৈরি হওয়া শূন্যপদের সঙ্গে ওই ৩৯২৯টি পদ যুক্ত করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হৃষীকেশ রায় এবং বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের বেঞ্চ। শীর্ষ আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালের টেটের ভিত্তিতে রাজ্য ২০১৬ এবং ২০২০ সালে নিয়োগ করে। ২০২০ সালে ১৬,৫০০ শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তার মধ্যে ৩৯২৯টি পদ খালি রয়ে যায়। পরে এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। ওই মামলায় হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, মামলাকারীদের মধ্যে থেকে মেধার ভিত্তিতে ৩৯২৯টি পদে নিয়োগ করতে হবে। নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যান ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণেরা। তবে ডিভিশন বেঞ্চ মামলাকারীদের আর্জি খারিজ করে দেন। এরপরই সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ২০১৭-র টেট উত্তীর্ণেরা। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, ভবিষ্যতের শূন্যপদের সঙ্গে ওই ৩৯২৯ পদটি যুক্ত করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। সেখানে আবেদন করতে পারবেন ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণরাও।

'খুন হতে পারে' শোনার পর ঘর থেকে বেরতে ভয় পাচ্ছেন কর্মীরা, দেবের বিরুদ্ধে থানায় গেল বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মেঃ ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারীর বিরুদ্ধে কেশপুর থানায় অভিযোগ জানাল বিজেপি। দেবের করা মন্তব্য নিয়ে আতঙ্কিত বিজেপি কর্মীরা। যার জেরে নাকি তাঁরা ভয়ে বাড়ি থেকে বেরতে পারছেন না। সেই কারণে তদন্ত চেয়ে থানায় গিয়েছে এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব। উল্লেখ্য, বুধবার দেব বলেছেন, ''আমাদের কাছে যা খবর এসেছে, এখন পর্যন্ত বিজেপির যিনি প্রার্থী এবং বিজেপি দল যেভাবে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্র জেতার জন্য লেগে পড়ে রয়েছে। আমাদের কাছে খবর রয়েছে কেশপুরে তারা কোনও একটা ষড়যন্ত্র করে নিজেদের লোককে মেরে তার দোষ আমাদের লোককে দিয়ে এবং একটা অশান্তি সৃষ্টি করে ভোট করানোর চেষ্টা করবে।'' এখানেই শেষ নয়, তিনি আরও বলেছিলেন ১০ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে। বড় ষড়যন্ত্র করার প্ল্যান করেছে বিজেপি। এরপরই আজ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক তন্ময় ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, আগামী ২৫ মে লোকসভায় ভোট রয়েছে। এই মন্তব্যের পরে কোনও বিজেপি কর্মী ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে সাহস পাচ্ছে না। যদি এর মধ্যে কেশপুর বিধানসভায় কোনও বিজেপি কর্মী মারা যান তাহলে ব্যাপক গন্ডগোল এবং আইন শৃঙ্খলার অবনতি হবে। সেই কারণে তাঁরা চাইছেন দ্রুত এই বিষয়ে তদন্ত করে দেখা হোক এবং ভোট যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে হয় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। সেইসঙ্গে বলা হয়েছে, দেব যা মন্তব্য করেছে তা রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য গুজব ছড়ানো হয়ে থেকে সেক্ষেত্রে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করুক। এবং এই অভিযোগপত্রটি যাতে এফআইআর হিসেবে গ্রহণ করা হয় সেই আবেদনও করা হয়েছে বিজেপি-র পক্ষ থেকে।

'সন্দেশখালির বেলুনে আলপিন ফুটে গেছে'

বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের একটি ভিডিও নিয়েও বিস্ফোরক অভিযোগ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৯ মেঃ চতুর্থ দফা ভোটের আগে বীরভূমে নির্বাচনী প্রচারে। বৃহস্পতিবারের সভামঞ্চ থেকে একের পর এক বিজেপিকে নিশানা করে তুমুল কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''যাঁরা বাংলাকে কালিমালিপ্ত করতে চেয়েছিল তাঁদের স্বরূপ সামনে চলে এসেছে। আমি নবজোয়ারে থাকার সময়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি রামপুরহাট লোকসভায় আগে মিটিং করেছি। যারা বাংলাকে পরিকল্পিতভাবে মান সম্মান, মর্যাদা ছিনিয়ে কলুষিত করতে চেয়েছিল তাদের চেহারা সামনে চলে এসেছে।'' অভিষেকের অভিযোগ, ''রাস্তা, আবাস, জলের টাকা সব গায়ের জোরে বন্ধ করে রেখেছিল। যারা আপনার ছাদ, ঘর, রাস্তা, কল, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করতে চায়, তাদের কি এক ছটাক জায়গা ছেড়ে দেওয়া উচিত? সত্যি বিজেপি বলেছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ হয়ে যাবে? বিজেপি জিতলে তো বন্ধ হবে? যতদিন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার থাকবে, যতদিন শতাব্দী রায় সাংসদ থাকবেন ততদিন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থাকবে।'' সন্দেশখালি প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, ''সন্দেশখালির বেলুনে আলপিন ফুটে গেছে। কলুষিত করার চক্রান্ত সামনে চলে এসেছে। গঙ্গাধর কয়াল বলছেন নির্যাতন, ধর্ষণ হয়নি। কয়েকটা ভোটের জন্য বিজেপি দেশের কাছে বাংলাকে অসম্মান করেছে। রেখা পাত্রর একটা ভিডিও এসেছে সামনে। তিনি বলছেন, যে বিজেপি যাদের রাষ্ট্রপতির কাছে নিয়ে গিয়েছে তারা আসল নয়।'' একইসঙ্গে এসএসসি দুর্নীতি মামলার প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, ''এসএসসি নিয়ে বলেছিল এমন বোম ফেলব যে তৃণমূল বেসামাল হয়ে যাবে। চাকরি খাওয়ার চক্রান্তে সুপ্রিম কোর্ট আলপিন ফুটিয়ে দিয়েছে। এদের বাড়া ভাতে কার্যত ছাই দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। হাইকোর্টের আদেশের ওপর সম্পূর্ণ স্থগিতাদেশ দিয়েছে দেশের সুপ্রিম কোর্ট। আমরা এখনও মনে করি দেশের বিচার ব্যবস্থা কিছু মেরুদণ্ড সোজা রাখা ব্যক্তির জন্য বেঁচে আছে।'' বিজেপির প্রার্থীর নাম না করে অভিষেক বলেন, ''যারা ২০২১ সালে শীতলকুচি করে। যে ঘটনায় পাঁচ জন তরতাজা মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। যার নেতৃত্বে হয়েছিল তাকেই এখান থেকে প্রার্থী করতে চেয়েছিল। শীতলকুচির হত্যার নায়ককে এরা পুরস্কার দিয়ে প্রার্থী করেছিল। ইসি সেই পদ বাতিল করেছিল। যিনি বিজেপির ডামি ক্যান্ডিডেট ছিলেন তিনি এখন এখানে প্রার্থী হলেন।'' অভিষেকের বীরভুমবাসীর কাছে আবেদন, যারা পেটের ভাত কেড়েছে তাদের চেয়ার কাড়তে হবে। আগামী ১৩ তারিখের ভোটে কেন্দ্রে উন্নয়ন মূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত করবেন। তৃণমূলের হাত শক্তিশালী করা মানে, ইন্ডিয়া জোটের হাত শক্তিশালী করা। কয়েকটা ভোটের জন্য নিজের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করেছে। সন্দেশখালি পরিকল্পিত করে করা হয়েছে। এর জবাব দিতে হবে। বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজেও ভোটের লাইনে দাঁড়াতে হবে। রামপুরহাট বিধানসভা থেকে এবার যেন এই লোকসভার মধ্যে সবথেকে বেশি ভোট আসে তৃণমূলের ভোটবাক্সে। বিধায়ক আশিষদা আছেন, পুরসভার চেয়ারম্যান আছেন, তাঁদের বলছি, এবার সবথেকে বেশি ভোট পেতে হবে। তীব্র কটাক্ষ করে অভিষেকের মন্তব্য, ''নয় লক্ষ এক হাজার ১৩৭ জনকে বীরভূম জেলায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়া হয়। বিজেপি প্রচারে আসলে জিজ্ঞাসা করবেন আপনাদের নেত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করতে বলেছিল তা নিয়ে আপনাদের অবস্থান কী? আর সন্দেশখালি নিয়ে গঙ্গাধর কয়াল আর রেখা পাত্র যা বলেছে তা নিয়ে আপনাদের অবস্থান কী?''

সন্দেশখালির বিজেপি নেত্রীকে থানায় তলব, স্টিং টোটকায় আরও চাপে পড়ল গেরুয়া

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ৯ মেঃ সন্দেশখালিকাণ্ডে এবার সম্পূর্ণ উলটো দিকে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এমনটাই মনে করা হচ্ছে। মহিলাদের একাংশই দাবি করছেন তাদের ভুল বুঝিয়ে সাদা কাগজে সই করিয়ে ধর্ষণের মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করিয়েছিল। এদিকে সেই অভিযোগ তুলতে গেলে ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক বিজেপি নেত্রীর বিরুদ্ধে। এবার সেই বিজেপি নেত্রী পিয়ালি দাস ওরফে মাম্পিকে এবার ডেকে পাঠাল সন্দেশখালি থানার পুলিশ। তিন দিনের মধ্যে তাকে সন্দেশখালি থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে বলে খবর। সন্দেশখালির ঘটনাকে ঘিরে কিছুদিন আগে পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল বিজেপি কার্যত কোণঠাসা করে ফেলছে তৃণমূলকে। গ্রেফতার করা হয়েছে শেখ শাহজাহানকে। বাংলার প্রচারে এসে বার বার সন্দেশখালি ইস্যুতে সুর চড়াতে শুরু করেন খোদ নরেন্দ্র মোদি। তার মধ্যে গঙ্গা দিয়ে প্রচুর জল বয়ে গিয়েছে এমনটা নয়। তবে এসবের মধ্যেই সামনে এল স্টিং ভিডিয়ো। আর তারপরই আচমকাই হাওয়া ঘুরতে শুরু করে। এখানেই শেষ নয়, বুধবার এক মহিলা অভিযোগ করেন তাকে ভুল বুঝিয়ে সাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়ে ধর্ষণের মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করানো হচ্ছে। এমনকী সেই অভিযোগ তুলে নিতে যাচ্ছেন এটা জানাজানি হওয়ার পরেই ওই বিজেপি নেত্রী মাম্পি তাকে ভয় দেখান বলে অভিযোগ ওঠে। এরপরই পুলিশ ওই বিজেপি নেত্রীকে থানায় ডেকে পাঠান বলে খবর। তবে সব মিলিয়ে এই সন্দেশখালিকাণ্ড যেন ভোটের আগে সব কিছুকে কেমন ওলটপালট করে দিয়েছে।

বহরমপুরের আইসিকে সরালো কমিশন, অধীর চৌধুরির অভিযোগের পরই পদক্ষেপ

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৯ মেঃ বহরমপুরের আইসি বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। তাঁর অভিযোগের পরই আইসিকে উদয়শঙ্কর ঘোষকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। ভোটের আগে ফের এর পুলিশ আধিকারিককে সরিয়ে দিল কমিশন। তবে কী কারণে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল তার ব্যাখ্যা করেনি পুলিশ। অবিলম্বে তাঁর জায়গা অন্য পুলিশকর্মীর নাম পাঠাতে রাজ্যেকে বলেছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের থেকে প্রাপ্ত 'মেমো'র ভিত্তিতেই বহরমপুরের আইসি-কে সরানো হল বলে রাজ্যকে চিঠি বলা হয়েছে। আইসি অন্যত্র বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁকে ভোটের কাজে ব্যবহার করা যাবে না বলে কোনও নির্দেশিকা দেয়নি কমিশন। অধীরের অভিযোগ ছিল, প্রচারের কাজে বাধা দিচ্ছিলেন আইসি উদয়শঙ্কর ঘোষ। কংগ্রেস নেতা নিলয়ের প্রামাণিক দাবি, সালারে প্রচার করার নিয়ে প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া থাকলেও তৃণমূল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে। কংগ্রেসের বক্তব্য, পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, অস্থায়ী মঞ্চে বক্তব্য রাখতে না পেরে গাড়ি থেকে ভাষণ দেন অধীর। কান্দিতে সভা করার অনুমতি দেয়নি বলে পুলিশের অভিযোগ। সেই অভিযোগ পাওয়ার পরই কমিশন তাঁকে সরিয়ে দেয়। ১৩ মে বহরমপুরে ভোট। তার আগে আইসির বিরুদ্ধে কমিশনের এই পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ। এর আগে মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি শ্রী মুকেশকে সরিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন। ভোটের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কোনও পদে আইপিএস শ্রী মুকেশকে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে তারা। মুর্শিদাবাদের ডিআইজির বিরুদ্ধে বার বার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী। ভোট ঘোষণার পর থেকে একাধিক পুলিশ আধিকারিক সরিয়েছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীপ কুমারকে সরিয়ে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। তৃণমূল বিধায়ক লাভলি মৈত্রের স্বামী সৌম রায়কেও সরিয়ে দেওয়া হয়।

বামেদের মিছিল থেকে তৃণমূলকে 'চোর' স্লোগান, মনোনয়ন ঘিরে ধস্তাধস্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মেঃ প্রার্থীদের নিয়ে মিছিল করে মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছিল দুই পক্ষ। কিন্তু মুখোমুখি হয়ে গেল তৃণমূল-সিপিএম। ব্যস, তাতেই উত্তেজনা ছড়াল কলকাতার আলিপুর এলাকায়। বামেদের মিছিল থেকে তৃণমূল সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে 'চোর' স্লোগান দেওয়া হল। পাল্টা স্লোগান দেয় তৃণমূলও। ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় এই কারণে। ৫ বাম প্রার্থীকে নিয়ে মিছিল করে মনোনয়ন জমা দিতে আসেন দক্ষিণ কলকাতার বাম প্রার্থী সায়রা শাহ হালিম। অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী মালা রায়েরও মনোনয়ন জমা দেওয়ার কথা। সেই প্রেক্ষিতেই মুখোমুখি চলে আসে বাম ও তৃণমূলের মিছিল। তাতেই উত্তেজনা ছড়ায় প্রবলভাবে। হাজরা থেকে মিছিল করে বাম প্রার্থীরা আলিপুরের গোপালনগর এসেছিল। দক্ষিণ কলকাতার বাম প্রার্থী সার্ভে বিল্ডিংয়ে ঢুকলেই অশান্তি শুরু হয়। এলাকায় থাকা পুলিশবাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্যত হিমসিম খেয়েছে। আধঘণ্টারও বেশি সময় ধরে হাজরা মোড় থেকে গোপালনগর এলাকার পরিস্থিতি উত্তেজক ছিল। তবে পুলিশ অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়ে যাওয়ায় মনে করা হচ্ছিল পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে পুলিশের। কিন্তু সিপিএম-তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে দুরত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয় তারা। তুমুল উত্তেজনার বাম এবং তৃণমূল প্রার্থী দুজনেই মনোনয়ন দাখিল করেন। তবে তৃণমূলের দাবি, মানুষ তাঁদের প্রতি আস্থা রাখে না এটা বুঝতে পেরেই সিপিএম এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে। তাঁদের পরাজয় যে নিশ্চিত এটা তাঁরা মানতে পারছে না। অন্যদিকে, সিপিএম-এর অভিযোগ, পুলিশ দলদাস হয়ে গেছে। সব ব্যবস্থা তৃণমূলের জন্য করা হয়েছে। এদিকে তাঁদের প্রার্থীকেই আটকে দেওয়া হয়। শারীরিক হেনস্তার অভিযোগও তোলা হয়েছে পুলিশের বিরুদ্ধে।

'১৫ আগস্ট থেকেই ৩০ লাখ চাকরি,' বিরাট বার্তা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৯ মেঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বৃহস্পতিবার বলেছেন যে ভারত সরকার ১৫ আগস্টের মধ্যে বিভিন্ন সরকারী বিভাগে ৩০ লক্ষ শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া শুরু করবে। একটি ভিডিও বার্তায় কংগ্রেস সাংসদ দেশের যুবসমাজের কাছে আবেদন করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন যে আগামী ৪-৫ দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নজর ঘোরানোর চেষ্টা করবেন

কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন যে নির্বাচন তাঁর হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন না এবং এখন ৪-৫ দিনের জন্য আপনাদের নজর ঘোরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সে কোনো না কোনো নাটক করবেই। কিন্তু আপনার মনোযোগ অন্যদিকে সরানো উচিত নয়। বেকারত্ব একটি বড় ইস্যু নরেন্দ্র মোদি ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তা মিথ্যা ছিল। উনি নোট বাতিল, ভুল জিএসটি এনেছেন, আদানির মতো মানুষের সেবা করেছেন। ''আমরা ভারতী ভরসা আনছি। ইন্ডিয়া ব্লক ৪ জুন সরকার গঠন করবে এবং ১৫ ই আগস্টের মধ্যে ৩০ লক্ষ শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হবে। জয় হিন্দ, নমস্কার।'' বলেছেন রাহুল গান্ধি।

হাওয়া ঘুরছে সন্দেশখালিতে? নয়া হাতিয়ার নিয়ে ময়দানে শশী পাঁজা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মেঃ সন্দেশখালি নিয়ে স্টিং ভিডিয়ো কার্যত ভোটের মাঝে নাড়িয়ে দিয়েছে বাংলার রাজনীতির আঙিনাকে। সেই ভিডিয়োতে বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালকে বলতে শোনা গিয়েছিল যে কার্যত এই যে ধর্ষণের অভিযোগ তা অনেকটাই সাজানো। এমনকী শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গও তিনি তোলেন। তবে সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি এই ভিডিয়োটা তৃণমূলের ষড়যন্ত্র। তবে সেই ভিডিয়োকে ঘিরে এবার মুখ খুললেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ''যবে থেকে এই স্টিং ভিডিয়োটি এসেছে তবে থেকে সন্দেশখালিতে যে মা বোনেরা থাকেন, বাংলার মহিলাদের যে অপমান করা হয়েছে, যেভাবে ধর্ষণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু সেটা অসত্য। আসলে ধর্ষণ নিয়েও বিজেপি নোংরা রাজনীতি করে। মহিলাদের আমরা দোষ দেব না। জমি নিয়ে আমাদের কিছু সমস্যা ছিল। মহিলারা বলেছেন। সেটা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটে যেত। তারা এটাও জানতেন না যে যেটা লেখানো হচ্ছে তাদের সঙ্গে বিজেপির যোগাযোগ রয়েছে। এদের সঙ্গে বিজেপির নেতাদের যোগাযোগ রয়েছে। তারাই লিখিয়ে নিল। এই

ভিডিয়ো সামনে এল। তারা বলল তাদের কাছ থেকে মিথ্যে করে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারা সন্দেশখালি থানায় যেতে শুরু করল। পুলিশকে গিয়ে বলল আমাদের উপর ধর্ষণ হয়েছে বলে যেটা বলা হচ্ছে সেটা ঠিক নয়। আমরা এটা প্রত্যাহার করে নিতে চাই। বিজেপির নেতারা হুমকি দিচ্ছে তোমাদের খুন করে দেব। কাল বাঁকুড়ায় একটি মিটিং চলছিল। সেখানে শুভেন্দু অধিকারী গিয়েছিলেন। স্থানীয় মহিলারা সন্দেশখালির কথা বলেছিলেন। আর তখনই মহিলাদের গালি দেন শুভেন্দু। মহিলাদের উপর ধর্ষণ হয়েছে বলে যে মিথ্যা কথা লেখানো হয়েছিল তা অপরাধ। সেই সঙ্গেই এখন মহিলাদের গালি দেওয়া সেটাও ঠিক নয়। বাংলার মহিলাদের যেভাবে অপমান করা হচ্ছে সেটা মানা যায় না।'' রাজনৈতির পর্যবেক্ষকদের মতে, ভোটের ঠিক মাঝপথে সন্দেশখালি ইস্যু কার্যত বিজেপির কাছে গলার কাঁটা হয়ে গেল। ইদানিং বিভিন্ন সভা থেকে সন্দেশখালি ইস্যুতে আর সুর চড়াতে চাইছে না বিজেপি। কার্যত সন্দেশখালি ইস্যু এভাবে বিজেপির কাছেই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে সেটাও বুঝতে পারেননি বিজেপি নেতৃত্ব। ইতিমধ্যেই এক মহিলা অভিযোগ তুলেছেন ভুল বুঝিয়ে সাদা কাগজে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ধর্ষণের যে অভিযোগ করা হচ্ছে সেটা পুরো মিথ্যে।

৪০ ঘণ্টার দুঃসাহসিক অভিযানে ৩ জঙ্গিকে খতম করল নিরাপত্তা বাহিনী

শ্রীনগর, ৯ মেঃ ৪০ ঘণ্টা ধরে একটানা অভিযান। লাগাতার গুলির লড়াই। উপত্যকায় অবশেষে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। খতম করা হল তিন জঙ্গিকে। সেনা বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার রাত থেকে জম্মু-কাশ্মীরের কুলগামে যে এনকাউন্টার অভিযান চলছিল, তা আজ সকালে শেষ হয়েছে। মোট ৩ জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে। এদের মধ্যে এনআইএ-র মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় থাকা জঙ্গি রয়েছে, যিনি লস্কর-ই-তৈবার কমান্ডার ছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, ৭ মে থেকে কুলগামে শুরু হওয়া সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে ভারতীয় সেনার চিনার কর্পস ও পুলিশের যৌথ অভিযান প্রায় ৪০ ঘণ্টা পর শেষ হয়েছে। ৩ জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়েই সোমবার রাতে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামের রেওয়ানি পাভিন এলাকায় অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী। টানা ৪০ ঘণ্টা ধরে চলা অভিযানে লস্কর-ই-তৈবার শাখা সংগঠন দ্য রেসিস্টেন্স ফ্রন্টের কম্যান্ডার বাসিত আহমেদ দরকে নিকেশ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই এনআইএ-র মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে বাসিতের নাম ছিল। উপত্যকায় সেনা ও সাধারণ নাগরিকদের হত্যায় জড়িত ছিল বাসিত। বাসিত ছাড়াও মোমিন গুলজার ও ফহিম আহমেদ বাবা নামক দুই জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে ১৮টি হত্যার মামলা রয়েছে।

ওয়েস্ট নাইলের জেরে সতর্কতা জারি কেরলে

কোঝিকোড়, ৯ মে ঃ ওয়েস্ট নাইল জ্বর নিয়ে সতর্কবার্তা জারি হয়েছে কেরলে। এই ভাইরাসের সংক্রমণ দ্রুত ছড়াচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। কেরলের মলপ্পুরম, কোঝিকোড় ও ত্রিশূরে এই জ্বরের প্রকোপ দেখা গেছে।সংক্রমণের এই বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্য করে কেরলের স্বাস্থ্য দফতর সতর্কতা জারি করেছে। রাজ্যের স্বাস্থমন্ত্রী বীনা জর্জ বলেছেন, ‘ মশাবাহিত রোগ ছড়াচ্ছে। সংক্রমণ যাতে আর না বাড়ে তার জন্য মশা নিয়ন্ত্রণে বিবিধ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।’’উল্লেখ্য, সাধারণত কিউলেক্স মশা থেকে এই ভাইরাস মানুষের শরীরে ছড়ায়। পাখির দেহ থেকে মশার মাধ্যমে এই ভাইরাস ঢোকে মানুষের শরীরে। আফ্রিকা, ইউরোপ, নর্থ আমেরিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব সবথেকে বেশি।

বৃহস্পতিবারে কমলো সোনা-রুপোর দাম

কলকাতা, ৯ মে ঃ অক্ষয় তৃতীয়ার আগে কিছুটা সস্তা হলো সোনা-রুপো। বৃহস্পতিবার একসঙ্গেই কিছুটা কমলো সোনা ও রুপোর দর।জানা গেছে, ২২ ক্যারেটের ১ গ্রাম সোনার দাম এদিন রয়েছে ৬৬২৪ টাকা। ২২ ক্যারেটের ১০ গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ৬৬ হাজার ২৪০ টাকা। বুধবারের তুলনায় ১০ টাকা কমেছে দাম। ২৪ ক্যারেটের ১ গ্রাম সোনার দাম এদিন রয়েছে ৭২২৬ টাকা। ১০ গ্রাম সোনা কিনতে খরচ পড়বে ৭২ হাজার ২৬০ টাকা, বুধবারের তুলনায় ১০ টাকা কম। ১৮ ক্যারেটের সোনার দামও কমেছে বৃহস্পতিবার। ১ গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ৫৪১৯ টাকা। ১০ গ্রাম সোনার দাম পড়বে ৫৪ হাজার ১৯০ টাকা। এক্ষেত্রেও বুধবারের তুলনায় ১০ টাকা দাম কমেছে।সোনার পাশাপাশি রুপোর দামও কমেছে বৃহস্পতিবার। এদিন ১০০ গ্রাম রুপোর দাম রয়েছে ৮৪৯০ টাকা। ১ কেজি রুপোর দাম ৮৪ হাজার ৯০০ টাকা, যা গতকালের তুলনায় ১০০ টাকা কম।

অক্ষয় তৃতীয়ায় খুলছে কেদারনাথের দরজা, সাজানো হচ্ছে ফুল দিয়ে

দেহরাদুন, ৯ মেঃ৬ মাস টানা বন্ধ থাকার পর শুক্রবার খুলতে চলেছে কেদারনাথ মন্দির।শীতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল চারধামের পথ। বন্ধ হয়েছিল কেদারনাথ ধামেরও দরজা। সাধারণত, আবহাওয়ার উপর ভিত্তি করে নভেম্বরের মধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয় ভারতের অন্যতম জ্যোতির্লিঙ্গের মন্দির। নিয়ম অনুযায়ী অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকেই ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হয় কেদারনাথ মঃিদরের প্রধান দরজা।প্রতিবছর প্রথা মেনে কেদারনাথের পঞ্চমুখী মূর্তিকে দোলায় নিয়ে বহন করে উখিমঠ থেকে গুপ্তকাশীর বিশ্বনাথ মঃিদরে পৌঁছানোর পর সেখানেই রাতে পুজো করে রাত্রিযাপন করা হয়। ৭ মে পঞ্চমুখী দোলার পথ চলা শুরু হয়েছিল গুপ্তকাশীর বিশ্বনাথ মন্দির থেকে। এরপর গৌরীকুন্ড থেকে শুরু হয়ে গৌরীদেবী মন্দির থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যের সময় কেদারনাথ ধামে পৌঁছাবে পঞ্চমুখী মূর্তি। শুক্রবার সকাল ৭টার সময় দর্শনার্থীদের জন্য কেদারনাথ ধামের দরজা খুলে দেওয়া হবে।শ্রী বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির সভাপতি অজেন্দ্র অজয়

ইসরায়েলে অস্ত্রের চালান স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র, জানালেন লয়েড অস্টিন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ফিলিস্তিনের রাফায় ব। ধরনের স্থল অভিযান শুরুর মুখে ইসরায়েলে প্রাণঘাতী অস্ত্রের চালান স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এ কথা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন। গতকাল বুধবার মার্কিন কংগ্রেসের উপকমিটির সামনে তিনি এ কথা বলেন।গাজার সর্বদক্ষিণের শহর রাফায় ইসরায়েল বড় ধরনের স্থল অভিযান শুরু করতে চলেছে-এমন উদ্বেগের জের ধরে গত সপ্তাহে দেশটিতে অস্ত্রের একটি চালান স্থগিত করে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রশাসনের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বরাতে এ খবর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পায়।সংবাদমাধ্যমগুলো জানায়, জাহাজে করে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত করা ওই চালানে ১ কোটি ৮০ লাখ ২ হাজার পাউন্ড ও ১৭ লাখ ৫০০ পাউন্ড ওজনের বোমা ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে বিবিসির মিডিয়া পার্টনার সিবিএস নিউজকে এ তথ্য জানান ওই মার্কিন কর্মকর্তা। ওই কর্মকর্তা বলেন, রাফায় বেসামরিক লোকজনের মানবিক চাহিদা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ ‘ বিবেচনায়’ নেয়নি ইসরায়েল।এ বিষয়ে গতকাল লয়েড অস্টিন মার্কিন আইনপ্রণেতাদের বলেন, ‘ অবস্থান পরিস্কার। বেসামরিক মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে রাফায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান চালানো ঠিক হবে না।’লয়েড অস্টিন আরও বলেন, কীভাবে স্থগিত হওয়া অস্ত্রের ওই চালানটি এগিয়ে নেওয়া হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।সেই সঙ্গে ইসরায়েল সরকারের প্রতি মার্কিন প্রশাসনের সমর্থন থাকার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন লয়েড অস্টিন। ইসরায়েলি বাহিনীর অব্যাহত হামলার কারণে গাজার উত্তর ও মধ্যাঞ্চল থেকে পালিয়ে ১০ লাখের মতো ফিলিস্তিনি রাফায় আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে তাঁবু টানিয়ে গাদাগাদি করে অবস্থান করছেন তাঁরা।

রাষ্ট্রপতির কাছে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা কারা? সংশয় পদ্মপ্রার্থী রেখার! প্রকাশ্যে সন্দেশখালির নয়া ভিডিয়ো

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আবারও ভাইরাল হল একটি ভিডিয়ো। আর সেই ভিডিয়োয় আবার দেখা যাচ্ছে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রকে। তকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতির কাছে যে সকল আন্দোলনকারীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁদের পরিচয় নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থীকে। একই অভিযোগ সন্দেশখালির অপর আন্দোলনকারী মাম্পি দাসেরও। তবে ভিডিয়োটি কবে এবং কোথায় তোলা, তা স্পষ্ট নয়।ভিডিয়োর শুরুতেই রেখার পাশে দাঁড়ানো মাম্পিকে বলতে শোনা যাচ্ছে, রাষ্ট্রপতি ম্যাডামের কাছে সন্দেশখালির কিছু নির্যাতিতাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তা হলে আমরা কারা? পাশে দাঁড়ানো আর এক মহিলার সংযোজন, আমরা তো সন্দেশখালির আন্দোলনকারী বা নির্যাতিতা। আমরা সবাই তো গিয়েছিলাম প্রধানমন্ত্রী বা পিএম স্যারের সঙ্গে দেখা করতে। তা হলে আমাদেরকে ছাড়া রাষ্ট্রপতি ম্যাডামের কাছে কারা গেল? আমরা তা হলে কারা?এই ভিডিয়োতেই বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তথা সন্দেশখালি আন্দোলনের অন্যতম ‘ রেখা বলছেন, আমরা নির্যাতিতা মেয়েরা সন্দেশখালিতেই পড়ে রয়েছি। তা হলে আমাদের মুখ হয়ে কারা গিয়েছে (রাষ্ট্রপতি ভবনে), এটা তো জানার প্রয়োজন রয়েছে। আর ওখানে যে রাষ্ট্রপতি ম্যাডামের কাছে গিয়েছে, আমাদের কিছু জানিয়েছে? আমরা তো নির্যাতিতা, আমরাই আন্দোলনের মেন (প্রধান) মুখ।তবে কাদের ‘ সাজিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে কেবল সংশয়ই নয়, ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনাও উস্কে দিয়েছেন রেখারা। দাবি করেছেন যে, ‘ নির্যাতিতাদের দিল্লি নিয়ে যাওয়ার নেপথ্যে বিজেপি নেতা অনুপ দাসের হাত রয়েছে। এই অনুপ আবার শাহজাহান শেখের ‘ অধুনা জেলবন্দি শিবপ্রসাদ হাজরা ওরফে শিবুর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা করে মাসোহারা নিতেন বলে ভিডিয়োয় অভিযোগ করেছেন মাম্পি। রাষ্ট্রপতি ভবনে যাওয়া এক অভিযোগকারিণী ‘ লোক’ কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন রেখা-মাম্পিরা। ভাইরাল ভিডিয়োটিতে মাম্পি বলছেন, খবর পেয়েছি যে অনুপ দাস নিয়ে গিয়েছেন। অনুপ দাস তো ভিতরে ভিতরে শিবু হাজরার কাছ থেকে মাস গেলে ১০ হাজার টাকা করে পয়সা নিত। খবর আছে ওঁর সঙ্গে পদ্মা মণ্ডলও গিয়েছেন। তা হলে কি এটা বুঝব যে, পদ্মা মণ্ডল টিএমসির লোক? উপরে উপরে বিজেপি করে? বিজেপির একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, অনুপ এক সময় বিজেপি করলেও পরে তাঁকে দল থেকে ‘ করে দেওয়া হয়’।নতুন এই ভাইরাল ভিডিয়ো নিয়ে মুখ খুলেছে বিজেপি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, যে অনুপ দাসের কথা বলা হচ্ছে, তাঁকে আমি চিনি। উনি দীর্ঘ দিনের বিজেপি কর্মী। সন্দেশখালির আন্দোলনে কোনও রাজনৈতিক দল ছিল না বলে দাবি করে শমীকের সংযোজন, যাঁরা (ভিডিয়োয়) এই বক্তব্য রাখলেন, তাঁরা এই আন্দোলনের মধ্যে নতুন এসেছেন। রেখা পাত্রও নতুন এসেছেন। ছোট ছোট দ্বীপে মহিলারা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন করেছিলেন। এর মধ্যে কোনও বিজেপি, তৃণমূল, সিপিএম ছিল না। ভবিষ্যতেও এই আন্দোলন হবে। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা বর্ধমান দুর্গাপুরের পদ্মপ্রার্থী দিলীপ ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেন, কে জানে যে, যাঁদের সামনে আনা হয়েছে, তাঁরাই নির্যাতিতা? যাঁরা প্রকাশ্যে মুখ খুলছে না, তাঁরা কি নির্যাতিতা নয়? তাঁরা রাষ্ট্রপতির সামনে মুখ খুলেছেন। এখানে খোলেননি। সন্দেশখালিতে পাড়ায় পাড়ায় নির্যাতিতা রয়েছেন।নতুন ভাইরাল ভিডিয়ো নিয়ে বিজেপিকে তোপ দেগে তৃণমূল মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেন, রাজ্য সরকার এবং তৃণমূলকে বদনাম করার জন্য সন্দেশখালির চিত্রনাট্য সাজানো হয়েছিল। মহিলাদের সম্ভ্রমকে ভোট বৈতরণী পার করতে ব্যবহার করেছিল বিজেপি। সেই মুখোশ খুলে গিয়েছে। আরও বেআব্রু হচ্ছে। সন্দেশখালির তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বলেন, পুরোটাই নাটক ছিল। কখনও রেখা পাত্র, কখনও অন্য মহিলাদের নিয়ে গিয়ে বলানো হয়েছে আমরা নির্যাতিতা। বিজেপি এই ষড়যন্ত্রটা করে সন্দেশখালির মহিলাদের অপমান করেছে। সিপিএম অবশ্য বিজেপি এবং তৃণমূলকে দু’পক্ষই একই বন্ধনীতে রেখে আক্রমণ শানিয়েছে। সংেদশখালির প্রাক্তন বাম বিধায়ক তথা এ বারে বসিরহাটের প্রার্থী নিরাপদ সর্দার বলেন, আন্দোলন বাস্তবসম্মত ছিল। ওখানে জমি লুট হয়েছে, ১০০ দিনের কাজের টাকা লুট হয়েছে। মা-বোনেরা এর প্রতিবাদ করলে তাঁদের উপরে অত্যাচার হয়েছে। তাই তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তৃণমূল আর বিজেপি মিলে এই আন্দোলনটাকে ভাঙল।গত ১৫ মার্চ সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন সন্দেশখালির ১১ জন ‘ এঁদের মধ্যে ছিলেন পাঁচ জন মহিলা এবং ছ’জন পুরুষ। শাহজাহান এবং তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদীর কাছে প্রতিকার চান ওই ১১ জন। রাষ্ট্রপতি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। এমনকি, দুঃখপ্রকাশও করেন। অন্য দিকে, গত ৬ মার্চ বারাসতে জনসভা করার পর সন্দেশখালির ‘ মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ভিডিয়োয় রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নির্যাতিতাদের দেখা করার প্রসঙ্গটি ওঠায় কেউ কেউ মনে করছেন ভিডিয়োটি ওই সময়েই তোলা হয়ে থাকতে পারে। ওই সময় বসিরহাটের পদ্মপ্রার্থী হিসাবে রেখার নামও ঘোষণা করেনি বিজেপি।সন্দেশখালির প্রথম ভাইরাল ভিডিয়োয় বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালকে বলতে শোনা গিয়েছে যে, সন্দেশখালিতে টাকার বিনিময়ে ধর্ষণের ‘ অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে। বসিরহাট আসনে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রও দু’হাজার টাকার বিনিময়ে ধর্ষণের ‘ অভিযোগ দায়ের করেছিলেন বলে দাবি করেছিলেন ওই পদ্মনেতা। বিজেপি অবশ্য সব অভিযোগ অস্বীকার করে ওই ভিডিয়োকে সাজানো এবং বিকৃত বলেছে। গঙ্গাধরও কণ্ঠস্বর বিকৃতির অভিযোগ তুলেছেন। এই নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই সন্দেশখালির এক মহিলার বক্তব্যের ভিডিয়ো বুধবার প্রকাশ্যে আসে। সেই ভিডিয়োয় মহিলার দাবি, তাঁকেও ধর্ষণ করা হয়েছে বলে মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল থানায়। না জানিয়ে সাদা কাগজে সই করানো হয়েছিল। এক সপ্তাহ পর তিনি সবটা জানতে পারেন। মহিলার আরও দাবি, পরে যখন তিনি মামলা তুলতে চান, তাঁকে ‘ দেওয়া হয়। ভিডিয়োয় অভিযোগকারিণীর দাবি, এ সবের নেপথ্যে ছিলেন মাম্পি দাস এবং পিয়ালি দাস।

স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি নীচে কলকাতার তাপমাত্রা,বড় দুর্যোগে সতর্ক করলেন আবহাওয়া দফতর

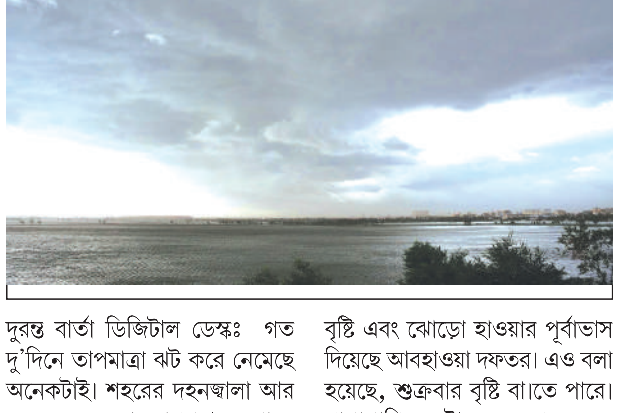

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গত দু’দিনে তাপমাত্রা ঝট করে নেমেছে অনেকটাই। শহরের দহনজ্বালা আর অনুভূত হচ্ছে না। তাপপ্রবাহের গালে যেন পড়েছে সপাটে ‘ কিন্তু এই পরিস্থিতি কতদিন? কত দিন চলবে বৃষ্টি? আলিপুর আবহাওয়া দফতর শোনাচ্ছে আশার খবর। ঘূর্ণাবর্ত-অক্ষরেখার দৌলতে আরও বৃষ্টির আশা। বৈশাখে আর তাপপ্রবাহ ফেরার ভয় নেই। বলছেন আবহাওয়াবিদরাই।পূর্বাভাস অনুযায়ী গত সোম এবং গত মঙ্গলবার ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে কলকাতা সহ একাধিক জেলায়। আগামী শনিবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি বহাল থাকার কথা। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এও বলা হয়েছে, শুক্রবার বৃষ্টি বা।তে পারে। পাশাপাশি ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ওইদিনই কালবৈশাখীর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার সার্বিকভাবে তাপমাত্রা অনেক কম রাজ্যের একাধিক জেলায়। এতদিন যেখানে ৪০ ডিগ্রি বা তার ওপর তাপমাত্রা দেখা যাচ্ছিল, তা এদিন কমে আসে অন্তত ৪-৫ ডিগ্রি। বেশিরভাগ জেলায় গত তাপমাত্রা ৩৪-৩৫ ডিগ্রির মধ্যে ছিল। কলকাতায় সর্বাধিক তাপমাত্রা ছিল ৩০-৩৩ ডিগ্রির ভিতর। বুধবার রোদের তেজ তুলনামূলক কম ছিল। দু-একটি

বর্ধমান থানার আইসিকে ’হুমকি’ দিলীপ ঘোষের

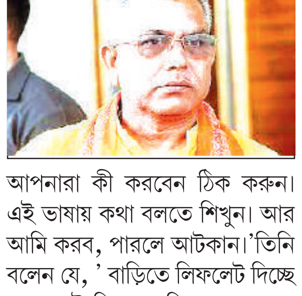

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বুধবারই তাঁর পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল বর্ধমানে। পুলিশের তরফে জানানো হয়, এই পদযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়নি। পুলিশের সঙ্গে দিলীপ ঘোষের ধস্তাধস্তিও শুরু হয়। এই ঘটনার পর শুধুমাত্র রাত্রিটুকুর অবকাশ। তারপরেই বর্ধমান থানার আইসি-র বিরুদ্ধে কটুবাক্যের ফোয়ারা ছোটালেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর চেনা বাক্য বর্ষণে পুলিশের প্রতি ’হুমকি হুমকি’ ভাবের গন্ধ পাচ্ছে অভিজ্ঞ মহল।দিলীপের মন্তব্য, ’ওর বাপের জমিদারি নাকি! (এরপর পা ধুলো বালি থেকে ঢেকে রাখার পরিধান যোগ্য জিনিস দিয়ে কেরামতি দেখানোর জন্য বিশেষ শব্দ প্রয়োগ)। কাপড় খুলে দেব চৌরাস্তায় নিয়ে এসে। দিলীপ ঘোষ পাঁচ বছর এখানে থাকবে, ঘর থেকে বের হতে দেব না ওকে। লোক পাঠাও, তুমি নিজে যাও, দেবেন কিনা? চমকিয়ে কথা বল। পুলিশ কি ভদ্রলোক নাকি? ছোটলোকদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলতে হয় পুলিশের সঙ্গে সেভাবে কথা বলবে। সব কটা তোলাবাজ,যত দাগি, পুলিশ সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল আজ পশ্চিমবাংলায়।’দিলীপ উবাচে সংযোজন, ’নিজেরা কোনওদিন নিয়ম মানে না। আমি কেন নিয়ম মানব? দরকার পড়লে তুমি আজ থানায় যাও বা ফোন কর, দিলীপদা বলেছে আজ যা প্রোগ্রাম আছে তা দিলীপদা বাতিল করবে না। আপনারা কী করবেন ঠিক করুন। এই ভাষায় কথা বলতে শিখুন। আর আমি করব, পারলে আটকান।’তিনি বলেন যে, ’ বাড়িতে লিফলেট দিচ্ছে আর আই সি এসে জিজ্ঞেস করছে, পারমিশন নিয়েছেন? ... . জমিদারি! তার পারমিশন নিতে হবে লোকের বাড়িতে গেলে। আমি বাজারে বেরিয়ে দোকানদারের সঙ্গে কথা বলবো তার পারমিশন নিতে হবে?’এই BJP প্রার্থী আরও বলেন, ’আইসি কত বড় চামচা হয়েছে দেখছি, কী করে সারা জীবন চাকরি করে দেখি। আইসিকে রাস্তায় আটকাব লোক দিয়ে। রাস্তায় বেরোলেই ওকে আটকাব। গাড়ি থেকে বের করে ওর কাপড় খুলব। দিলীপ ঘোষকে ও চেনে না এখনও....। ভাবছে এক মাস দেড় মাস পরে দিলীপ ঘোষ চলে যাবে। দিলীপ ঘোষ পাঁচ বছর থাকবে। রাস্তায় জুতোপেটা করব। আমি ভদ্র আছি বলে ভাববে যা ইচ্ছে তাই করে নেবে। ’বর্ধমানের নীলপুর বটতলা এলাকায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের নিয়ে চা চক্র করেন দিলীপ ঘোষ। সেখানেই বর্ধমান থানার আইসি-কে নিয়ে এই মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ।

রানা প্রতাপের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নরেন্দ্র মোদীর

কলকাতা, ৯ মে, ঃমহারাণা প্রতাপ বা প্রতাপ সিং (মে ৯, ১৫৪০ - জানয়ারি ১৯, ১৫৯৭) মেবারের শিশোদিয়া রাজবংশের একজন হিন্দু রাজপুত রাজা ছিলেন। তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ভারত মাতার মহান পুত্র মহারানা প্রতাপের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।প্রসঙ্গত, মেবার উত্তর পশ্চিম ভারতের একটি প্রদেশ, বর্তমানে এই প্রদেশ রাজস্থান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। রাণা প্রতাপ ছিলেন রাজপুতদের বীরত্ব ও দৃঢ় সংকল্পের প্রতীক। বহু বছর ধরে তিনি মুঘল সম্রাট আকবরের সঙ্গে লড়াই করেন। মেবারের এই বীর পুত্র ১৫৪০ সালের ৯ মে কুম্ভলগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মহারানা উদয় সিং দ্বিতীয় ও মাতা জযবন্তা বাঈ। মহারানা প্রতাপ তাঁর গুরু আচার্য রাঘবেন্দ্রর কাছে শিক্ষালাভ করেন। মহারানা প্রতাপের পিতামহ মহারানা সংগ্রাম সিং মুঘল সম্রাট বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বীরগতি প্রাপ্ত হন।

আগামী বছরেই ‘ শেষ উচ্চমাধ্যমিক, কবে থেকে শুরু পরীক্ষা ?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আগামী বছরেই শেষ হবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। কারণ তার পরের বছর থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে শুরু হবে সেমেস্টার। বছরে দু’বার হবে পরীক্ষা। যার একটি হবে সেপ্টেম্বরে এবং অপরটি মার্চ মাসে। নম্বরের ক্ষেত্রেও থাকবে ভাগ। তবে শেষবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা কবে, কখন শুরু হবে পরীক্ষা, রেজাল্ট প্রকাশের দিন আরও একবার মনে করাল সংসদ।শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবছর ২৯ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা শেষের দিন সাংবাদিক বৈঠক করার সময় জানিয়েছিলেন, আগামী বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দিন। সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জিব ভট্টাচার্য। সেই পুরনো রুটিনই আরও একবার ঝালিয়ে নেওয়া হল এই বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশে। রুটিনটি হল যথাক্রমে,৩ মার্চ ২০২৫ - প্রথম ভাষা ।৪ মার্চ ২০২৫- ভোকেশনাল বিষয় ।৫ মার্চ ২০২৫ - দ্বিতীয় ভাষা ।৬ মার্চ ২০২৫- অর্থনীতি ।৭ মার্চ ২০২৫- পদার্থবিদ্যা, নিউট্রেশন, এডুকেশন, অ্যাকাউন্টান্সি৮ মার্চ ২০২৫- কম্পিউটার সায়েন্স, মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, আর্টিফিশিয়াল ইংে টলিজেন্স, ডেটা সায়েন্স, পরিবেশবিদ্যা, হেলথ অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন, মিউজিক, ভিজুয়াল আর্টস ।১০ মার্চ ২০২৫- কমার্শিয়াল ল , ফিলোসফি ও সোশিয়োলজি ।১১ মার্চ ২০২৫- রসায়ন বিদ্যা, জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন, সংস্কৃত, পার্শি, আরবি ও ফ্রেঞ্চ ।১৩ মার্চ ২০২৫- অংক, সাইকোলজি, অ্যানথ্রোপলজি, ইতিহাস, এগ্রোনমি ।১৭ মার্চ ২০২৫- বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, বিজনেস স্টাডিজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ।১৮ মার্চ ২০২৫ - স্ট্যাটিস্টিক্স, ভূগোল, কস্ট অ্যান্ড ট্যাক্সিং, হোম ম্যানেজমেন্ট ।এই বছর পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ৯টা ৪৫ থেকে এবং শেষ হয়েছিল ১টার সময় । তবে আগামী বছর পরীক্ষা শুরু হবে ১০ থেকে এবং শেষ হবে ১টা ১৫ নাগাদ।

ম্যারেজ হলের সামনে পরিত্যক্ত ব্যাগ!ব্যাগ ঘিরে ধুন্ধুমার তৃণমূল-বিজেপি কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দুর্গাপুরে ম্যারেজ হলের কাছে পরিত্যক্ত ব্যাগ ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ভোটের আবহে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছে দুর্গাপুরে। ঘটনাকে ঘিরে তুমুল বচসা বেঁধে গেছে স্থানীয় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে। সকাল থেকেই উত্তেজনা এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বম্ব স্কোয়াড, পুলিশ।টনাচক্রে ওই ম্যারেজ হলটি স্থানীয় বিজেপি নেত্রী মনীষা শিকদারের । তিনি দুর্গাপুর নগর নিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্ত পল্লি এলাকায় গেরুয়া শিবিরের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সহ-সভানেত্রী । এই ঘটনা তৃণমূলের ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ।গত বুধবার সন্ধ্যা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত সেই ম্যারেজ হলের সামনে পরিত্যক্ত ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা যায় । আর সেই ব্যাগকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল দুর্গাপুর মাম।। বাজার সুকান্তপল্লী এলাকায় । ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসে নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ । ঘটনাস্থলে চলে আসেন দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই ।এলাকায় এক বিজেপি নেতার দাবি, এই এলাকার বহু মানুষ বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন । সেই সময় দুর্গাপুরে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আর মুখ্যমন্ত্রী যাওয়ার আগে পুলিশকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন বিজেপি নেতা-নেত্রীদেরকে চমকানোর জন্য । এই ব্যাগ রাখাটা একটা ষড়যন্ত্র ।আশপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষ ওই ব্যাগ রহস্য দেখতে বিজেপি নেত্রীর ম্যারেজ হলের সামনে জড়ো হন । আপাতত পুলিশ ওই এলাকাটিকে ঘিরে রেখেছে । এলাকায় কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না । খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকে । এই প্রসঙ্গে নেত্রী মনীষা শিকদার বলেন, কাল সন্ধ্যায় ম্যারেজ হলে এসে দেখলাম একটি ব্যাগ পড়ে আছে । পুলিশ এসেছে । বম্ব স্কোয়াড এসেছে । অনেক রাত পর্যন্ত প্রক্রিয়া চলেছে । তাঁরা বলে গেলেন, ৯৯ শতাংশ ওই ব্যাগে কিছু নেই । তবে ১ শতাংশ নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওই ব্যাগটিকে খোলা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে । আমি বিজেপির পদাধিকারী । তাই তৃণমূল ভয় পেয়ে গিয়েছে ।পুলিশের তরফে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে কে বা কারা ওই ব্যাগটি ওখানে রেখে গেল । বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত বম্ব স্কোয়াড না আসার কারণে পরিত্যক্ত সেই ব্যাগটি পড়ে থাকে একই জায়গায় । পুলিশ ওই এলাকাটি ঘিরে রাখা হয়েছে ।

বাংলাদেশে এক্সপ্রেস ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত, রেল যোগাযোগ ব্যাহত হলেও হতাহতের খবর নেই

ঢাকা, ৯ মে, ঃফের দুর্ঘটনা বাংলাদেশ রেলে। কয়েকদিন আগেই গাজীপুরে দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ৫টি বগি লাইনচ্যুত হয়। সেই ঘটনার রেশ কাটার আগেই আরও একটি ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়। এর জেরে ঢাকার সঙ্গে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার মুলাডুলিতে বুড়িমারি এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এর ফলে ঢাকার সঙ্গে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রেল যোগাযোগ বন্ধ হলেও কেউ হতাহত হয়নি বলে জানান পশ্চিমাঞ্চল পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ের ম্যানেজার শাহ সুফি নুর মোহাম্মদ।রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, নীলফামারীর বুড়িমারি থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল যাত্রীবাহী হন্টারসিটি বু।মিারি এক্সপ্রেস। রাত ৩টা নাগাদ ওই দুর্ঘটনা হয়। মুলাডুলি স্টেশন থেকে দু কিলোমিটার দূরে পৌঁছানোর পর যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। তার পরেই ঢাকার সাথে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রেল যোগাযোগ বন্ধ থাকে।লাইনচ্যুত বগিটি উদ্ধার করে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করার কাজও দ্রুত শুরু হয়। শাহ সুফি নুর মোহাম্মদ জানান, ঈশ্বরদী থেকে রিলিফ ট্রেন নিয়ে আসা হয়। প্রায় ৫ ঘণ্টার চেষ্টার পরে, ট্রেনের ওই বগিটি উদ্ধার করা হয়।সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ৮টার দিকে রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়। তবে ওই লাইনে ঠিক মতন ট্রেন চলাচল শুরু হতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে বলেও জানান আধিকারিকরা।

লাহোর বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন কাউন্টারে আগুন, হজের বিমানে বিলম্ব

লাহোর, ৯ মে ঃ আগুন লাগল পাকিস্তানের লাহোর বিমানবন্দরের অভিবাসন (ইমিগ্রেশন) কাউন্টারে। বৃহস্পতিবার লাহোরের আল্লামা ইকবাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন কাউন্টারের সিলিংয়ে শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লাগে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিমানবন্দরের ডিপার্চার লাউঞ্জে আগুন লাগে এবং কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ঘন ধোঁয়ার কারণে বিমান ওঠানামা ও ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া কিছুটা বাধা পায়।অগ্নিকাণ্ডের জেরে, লাহোর থেকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত প্রথম হজ বিমানটি বিলম্বিত হয়, এছাড়াও আরও ৭টি আন্তর্জাতিক বিমানও বিলম্বিত হয়েছে। আগুন নিভে যাওয়ার পর অভ্যন্তরীণ কাউন্টার থেকে হজযাত্রীদের অভিবাসন প্রক্রিয়া আবার শুরু হয়।

৩ জঙ্গিকে নিকেশ নিরাপত্তা বাহিনীর

শ্রীনগর, ৯ মে ঃ৪০ ঘণ্টা একটানা অভিযান। লাগাতার গুলির লড়াই। উপত্যকায় অবশেষে বড় সাফল্য নিরাপত্তা বাহিনীর। খতম করা হল তিন জঙ্গিকে।ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, কুলগামে শুরু হওয়া সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে ভারতীয় সেনার চিনার কর্পস ও পুলিশের যৌথ অভিযান প্রায় ৪০ ঘণ্টা পর শেষ হয়েছে। ৩ জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।জানা

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১০ মে মার্ট ঃবৃহঃ বার, ২৭ বৈশাখ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৭ বৈশাখঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৬ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৭ বৈশাখ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৭ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩
পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১
পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২
পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১
পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩
পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১
পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১
পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২
পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৮শতকরা এবং ৪৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বৃহঃবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১০মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃঅস্বস্তি আপনার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে কিন্তু আপনার কোনো বন্ধু এর থেকে বেরনোর জন্য আপনাকে অসম্ভব সাহায্য করবে।
বৃষভ রাশিঃস্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যাপারে নিজেকে অবহেলা না করার জন্য সতর্ক থাকুন।
মিথুন রাশিঃআপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। আপনার স্ত্রীর সাথে একসাথে, আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং আপনার ভবিষ্যতের জন্য আপনার সম্পদের পরিকল্পনা করতে পারেন। শুভ দিন হবে।
কর্কট রাশিঃযদি আপনি যথেষ্ট বিশ্রাম না নেন তাহলে আপনার অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ এবং অতিরিক্ত বিশ্রামের প্রয়োজন হবে। **সিংহ রাশিঃ**ঘরে কাজ করার সময় বিশেষ যত্ন নিন। ঘরের কাজের জিনিসগুলির যে কোন অসাবধান ব্যবহার আপনাকে কিছু সমস্যায় ফেলতে পারে। শুভ রং লালহবে
কন্যারাশিঃউচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চায় লেগে থাকুন।
তুলারাশিঃযেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ নিরুসাহ বিশ্বাসের অভাব লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং ঈর্ষা। সংসারে শান্তি হবে।
ধনু রাশিঃ আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। আপনার বাসস্থান সংক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক হবে না। ।
মকর রাশিঃকিছু উত্তেজনা এবং মতপার্থক্য আপনাকে খিটখিটে এবং অশান্ত করতে পারে।
কুম্ভ রাশিঃআজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। সংসারে শান্তি
মীন রাশিঃএই সময়টি আধ্যাত্মিকতার সাহায্য নেওয়ার জন্য উপযুক্ত যেহেতু আপনার মানসির চাপ প্রতিহত করার পক্ষে এটি অন্যতম সেরা বিকল্প। ধ্যান এবং যোগ আপনার মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি করবে। জরুরি

দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে উচ্চ মাধ্যমিকে ৯৫.৮ শতাংশ নম্বর পেল রুবিনা খাতুন

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ৯ মে ঃ দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে উচ্চ মাধ্যমিকে ৯৫.৮ শতাংশ নম্বর পাওয়া রুবিনা ভবিষ্যতে ভূগোলের শিক্ষিকা হতে চায় । রুবিনা খাতুন,উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদের বরুনহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। এবছরের উচ্চ মাধ্যমিকে ৫০০ র মধ্যে ৪৭৯ নম্বর পেয়েছে রুবিনা।ভূগোলে তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৯। নুন আনতে পান্তা ফুরানো সংসারে , সম্বল বলতে একটি আটচালা ঘর ও একটি পা ভ্যান। অভাব নিত্যসঙ্গী হওয়ায়,প্রাথমিক শিক্ষার পর পড়াশুনার ইচ্ছা থাকলেও আর পা।শুনা করার সুযোগ পাননি রুবিনার বাবা রব্বানী সরদার। নিজের জীবনে পড়াশুনার সুযোগ না হলেও নিজের মেয়ের শিক্ষা কে পরিপূর্ণতা দিতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন রুবিনার বাবা। এ কাজে যোগ্য সহযোগিতা করেছেন রুবিনার মা শাকিলা বিবি ও। বিড়ি বেঁধে সংসারের ব্যায় ভার থেকে মেয়ের পড়াশুনার খরচের কিছুটা জোগাড় করেছেন তিনি। সংসারের ব্যায় বার, নিজের পড়াশুনার খরচ চালাতে পড়াশুনার সময় বাদে অন্য সময়ে মায়ের সঙ্গে বিড়ি বাঁধার কাজ করে রুবিনাও। বাবা মায়ের কষ্টের যোগ্য প্রতিদান দিয়ে ভুগোলের শিক্ষিকা হওয়ার স্বপ্ন দেখা রুবিনা, তাই বলছে ইচ্ছা থাকলে সবই হয়।আগামীর পরীক্ষার্থদের জন্য রুবিনা বলে, নিজেকে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে, আর লক্ষটা ঠিক রাখতে হবে যে বাবা মায়ের মুখ রাখতে হবে। তার কথায়, কেউ যখন অনেক কিছু এক্সপেক্ট করে কারো কাছে,তার নিজেরই ইচ্ছা থাকা চাই সেগুলো পুরন করার, জেদ থাকাটা

দরকার সঙ্গে গাইডেন্স টা জরুরী।রুবিনার মা, সাকিলা বিবি জানান, নবম শ্রেণী থেকে মেয়ের পড়াশুনার জন্য তার বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গৃহশিক্ষকরা সবরকমের সহযোগিতা করেছেন। ছোট বেলা থেকেই পড়াশুনায় মেধাবী ছিলো মেয়ে, ফাঁকা সময়ে বিড়ি বাঁধার কাজ করতো ও সংসারের কাজে হাত লাগাতো রুবিনা। মেয়ের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগিতার আবেদন জানান রুবিনার বাবা রব্বানি সরদার। রুবিনার গৃহশিক্ষক তাপস রায় জানান-ও ছোট থেকে খুব মেধাবী, আর্থিক অবস্থা খুব ভালো নয়।আমরা সবাই রুবিনার পাশে আছি। উচ্চ শিক্ষার জন্য সব রকম সাহায্য করবো। রবিনার সাফল্যে খুশি তার পরিবার পরিজন সহ বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা সহ এলাকার মানুষ সকলেই। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তার সঙ্গে দেখা করে তাকে বাহবা জানিয়ছেন অনেকেই। রুবিনার কথায়, আমি ভালো ফল প্রত্যাশা করেছিলাম, আমার এই ফলাফলে আমি যতটা খুশি,আমার বাবা মা তার থেকেও বেশী খুশি। আগামী দিনে শিক্ষিকা হয়ে বাবা মায়ের অবলম্বন হয়ে উঠতে চায় হাসনাবাদের রুবিনা খাতুন।।

শ্রীরামপুরে বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মৃত চার,পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ভেঙে গুড়িয়ে যাওয়া একটা টোটো। তার মধ্যে দলা পাকিয়ে গিয়েছে চার-চারটে শরীর। রক্তে ভাসছে রাস্তা। একটা শরীর এমন ভাবেই থেঁতলে গিয়েছে, যে টোটোর সঙ্গে কার্যত মিশে গিয়েছে। সাতসকালে ভয়ঙ্কর দৃশ্যে শিউরে উঠেছে গোটা এলাকা। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের। জানা গিয়েছে, স্ত্রী লক্ষ্মী সিংহ (৪০), বড় মেয়ে ঋতিকা সিংহ (১৬) এবং ছোট মেয়ে নিধি সিংহকে নিয়ে যাচ্ছিলেন হৃষীকেশ সিংহ (৪২)। দুর্ঘটনায় একমাত্র নিধির প্রাণ বেঁচেছে। ৯ বছরের নিধিকে শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে ভর্তি করানো হলেও তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করানো হচ্ছে। বাকি সকলেরই মৃত্যু হয়েছে। প্রাণ বাঁচেনি টোটোচালক শেখ হাসমত আলিরও। স্থানীয় সূত্রে খবর, দিল্লি রোড ধরে যাত্রী নিয়ে শ্রীরামপুরের দিক থেকে কোন্নগরের দিকে যাচ্ছিল একটি টোটো। শ্রীরামপুরের বাঙ্গিহাটিতে পিছন থেকে একটি লরি ধাক্কা মারে টোটোয়। লরির ধাক্কার অভিঘাতে টোটোটি তীব্র গতিতে সামনে এগিয়ে গিয়ে ধাক্কা মারে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য একটি লরিতে। দুই লরির চাপে পিষে যায় মধ্যে থাকা টোটো। নিধি সিংহ নামে ৯ বছরের একটি শিশুকে উদ্ধার করে শ্রীরামপুরের

ওয়ালশ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাকিদের সকলেরই মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, বাবা, মা ও দিদির সঙ্গে কোন্নগর যাচ্ছিল নিধি। ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে আসেন চন্দননগর পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। স্থানীয়েরা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, দিল্লি রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যস্ত মহাসড়কে পুলিশি নজরদারি কম। সেই সুযোগেই রমরমিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে বেপরোয়া যান চলাচল। চন্দননগর পুলিশের শ্রীরামপুরের ডিসি অর্ণব বিশ্বাস ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। তিনি জানিয়েছেন, আগেও এই জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। চন্দননগর পুলিশের এডিসিপি (ট্রাফিক) দেবাশিস সরকার জানান, পুলিশ দিল্লি রোডে যান চলাচলের উপর আরও বেশি করে নজর রাখবে। দিল্লি রোড চার লেনের হওয়ার পর তাতে ধীর গতির যান অর্থাৎ রিকশা, টোটো, সাইকেল চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু টোটোচালকরা তার প্রতিবাদে পথ অবরোধ করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, এর ফলে পরবর্তী কালে আবার যে কে সেই হয়ে যায় পরিস্থিতি। ব্যস্ত রাস্তায় ধীর গতির যান চলাচল বন্ধ করা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, তারই মাসুল গুনলেন টোটোর যাত্রীরা।

একই দিনে জনসভা মোদী ও মমতার, সাজ সাজ রব ব্যারাকপুরে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৯ মে ঃ ব্যারাকপুরে রবিবার একই দিনে জনসভা করতে আসছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই দুই সমাবেশের আগেই সাজ সাজ রব ব্যারাকপুর লোকসভায়। রবিবার সকাল ১১টায় জগদ্দলে জনসভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংহর হয়ে প্রচার সভা করবেন তিনি। আর সেই সভার পরে দুপুর ২ টোয় মুখ্যমন্ত্রী সভা করবেন নোয়াপাড়া বিধানসভার অন্তর্গত পলতার শান্তিনগর মাঠে। ব্যারাকপুর লোকসভায় ভোটের আগে শেষ রবিবারে প্রচারে ঝড় তুলতে চাইছে সব পক্ষই। তাই পরিকল্পনামাফিক প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর জনসভার কৌশল নিয়েছে দুই রাজনৈতিক শিবির। তবে প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র জগদ্দলেই জনসভা করবেন। আর রবিবার নোয়াপাড়ার পর মুখ্যমন্ত্রী সোমবার দিনও সভা করবেন ব্যারাকপুর লোকসভা এলাকায়। সেটি হবে আমডাঙা বিধানসভা এলাকায়। প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুর লোকসভার অধীন আমডাঙা সংখ্যালঘু ভোটের আধিক্যের কারণেই তৃণমূলের কাছে অনেক বেশি নিরাপদ। আর বিজেপি প্রার্থী অর্জুনের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত ভাটপাড়া লাগোয়া জগদ্দলেও তাঁর প্রভাব রয়েছে। তাই ব্যারাকপুর লোকসভা আসনে দুই রাজনৈতিক শিবিরের কাছেই সম্মানের বিষয়। কারণ, ২০১৯ সালে বিজেপির হয়ে জিতলেও ২০২২ সালের মে মাসে দলবদল করে অর্জুন নিজের পুরনো দল তৃণমূলে ফিরে যান। কিন্তু ১০ মার্চ ব্রিগেড সমাবেশ থেকে তৃণমূলের যে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করা হয়েছিল তাতে নাম ছিল না অর্জুনের। বদলে ওই আসনে প্রার্থী করা হয় নৈহাটির বিধায়ক তথা সেচমন্ত্রী পার্থকে। তার পর আবারও বিজেপিতে ফিরে গিয়ে ব্যারাকপুরে পদ্মশিবিরের প্রার্থী হয়েছেন অর্জুন। তাই ২০১৯ সালে দীনেশ ত্রিবেদীর সঙ্গে অর্জুনের লড়াইয়ের চেয়ে পার্থের সঙ্গে তাঁর লড়াই আরও আকর্ষণীয় হতে চলেছে বলেই মত ব্যারাকপুরবাসীর। আগামী ২০ মে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। এই লোকসভা আসনটি ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি, অন্য দিকে উত্তর ২৪ পরগনা শিল্পাঞ্চলে ফের জোড়াফুল ফোটাতে মরিয়া তৃণমূল। সেই আবহেই বিজেপি তৃণমূল দু'পক্ষই নিজ নিজ ভোটব্যাঙ্কে শান দিতে ভোটের আগের শেষ রবিবারটিকে ব্যবহার করতে চাইছে।

আবার প্যারাগ্লাইডিং পরিষেবা চালু হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মে ঃ এডভেঞ্চার পর্যটনকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষনীয় করে তুলতে গোর্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসন সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে সাত বছর পরে রাজ্যের শৈলশহর দার্জিলিং এ আবার প্যারাগ্লাইডিং পরিষেবা চালু করেছে। সেন্ট পলস স্কুল থেকে লেবং পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটার অংশে ভোর পাঁচটা থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত এই পরিষেবা চালু থাকবে বলে জিটিএ র তরফে জানানো হয়েছে। এইজন্যে একজনের খরচ পড়বে সাড়ে তিন হাজার টাকা। জিটিএ র অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম এর আহ্বায়ক দাওয়া শেরপা জানিয়েছেন আগামীদিনে কার্শিয়াং এও এই পরিষেবা চালু করার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে।

৩৬০০ কোটি টাকা প্যাসেঞ্জার রেভেন্যু বাবদ পূর্ব রেলে আয় হয়েছে

কলকাতা, ৯ মে ঃ প্রায় ৩৬০০ কোটি টাকা প্যাসেঞ্জার রেভেন্যু বাবদ পূর্ব রেলে আয় হয়েছে ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে, যা সর্বকালীন রেকর্ড। পূর্বরেলের এই প্যাসেঞ্জার রেভেন্যু গতবছরের তুলনায় প্রায় ৯ বৃদ্ধি পেয়েছে। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শহরতলীর মানুষজন পূর্বরেলের উপর ভরসা রেখেছেন এবং রেলের মাধ্যমেই তারা যাতায়াত করেন। ৬৩৬ কোটি টাকা পূর্ব রেল রোজগার করেছে শুধুমাত্র সাবার্বান প্যাসেঞ্জার সার্ভিস বাবদ। শহর ও শহরতলীর মানুষজন পূর্ব রেলের উপর অগাধ আস্থা রাখেন, এটাই তার প্রমাণ। এবার আসা যাক প্যাসেঞ্জারের সংখ্যার ক্ষেত্রে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে পূর্ব রেলওয়ের মাধ্যমে প্রায় ১১৫১ মিলিয়ন প্যাসেঞ্জার যাত্রা করেছে - তার মধ্যে সাবার্বান যাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৯৬৫ মিলিয়ন যারা শহরতলী থেকে কলকাতায় নিয়মিত যাতায়াত করেন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে পূর্ব রেলের উপর মানুষের সম্পূর্ণ আস্থা এবং ভরসা আছে। নন-সাবার্বান যাত্রীসংখ্যার ক্ষেত্রেও এক বিপুল বৃদ্ধি হয়েছে যা প্রায় গত বছরের তুলনায় ৯ । ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে পূর্ব রেলওয়ে প্রায় ১৮৬ মিলিয়ন নন-সাবার্বান যাত্রী নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। আরও একটি ট্রেন্ড যা এইবছর এপ্রিল মাসে দেখা গেছে যে, প্রবল দাবদাহের্ কারণে স্কুল কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কিছু কর্মস্থল বন্ধ থাকা সত্ত্বেও এবছর এপ্রিল মাসে প্যাসেঞ্জের রেভেন্যু বাবদ পূর্ব রেলের প্রচুর রোজগার হয়েছে। শুধুমাত্র এই এপ্রিল মাসে প্রায় ১০৭৩ কোটি টাকা আয় করেছে পূর্ব রেল যা একটি উল্লেখযোগ্য রেকর্ড এবং একটি মাইলস্টোন।

ওয়েব কাস্টিং-র উপর গুরুত্ব দিয়েছে কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মে ঃ গত তিন দফা ভোটের মতো চতুর্থ দফার ভোট পর্ব শান্তিপূর্ণ করতে ওয়েব কাস্টিং এর উপর গুরুত্ব দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার নীতেশ বেয়াসের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য পদাধিকারীদের সঙ্গে আজ মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এর জরুরী বৈঠক হয়। বৈঠকে ওয়েব কাস্টিং ছাড়াও বাহিনী মোতায়েন নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রে জানা গেছে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এর দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন চতুর্থ দফার জন্য রাজ্যে বর্তমানে যথেষ্ঠ সংখ্যক বাহিনী রয়েছে। এদিকে আগামী চতুর্থ দফার ভোটে হতে চলেছে বহরমপুর কৃষ্ণনগর রানাঘাট বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান দুর্গাপুর আসানসোল বোলপুর এবং বীরভূম। অতীত নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে এবার কমিশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বোলপুর। এজন্য এই কেন্দ্রের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নিতে চলেছে কমিশন বলে জানা গেছে। সাধারণত যেসব জায়গায় ভোটকে কেন্দ্র করে অশান্তির আশঙ্কা থাকে সেখানকার মুখগুলোকে ক্রিটিকাল বা অশান্তি প্রবণ ভূত বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। চতুর্থ দফয়েবুথের সংখ্যা পনেরো হাজার ৫০৭। তার মধ্যে ক্রিটিকাল বুথের সংখ্যা তিন হাজার ৬৪৭ । বোলপুরে এই সংখ্যা ৬৫৯।

প্রফেসর ডাক্তার প্রনব কুমার ভট্টাচার্যকে পুরস্কৃত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মে ঃ ২০২৪ এপ্রিলে নিউ দিল্লীর ফ্রেন্ডশিপ ফোরাম, প্রফেসর ডাক্তার প্রনব কুমার ভট্টাচার্যকে পুরস্কৃত করলেন অনারারিভারত এক্সেলেন্স পুরস্কার-২০২৪ এবং অনারারি লিডিং এডুকেশনিষ্ট অফ ইন্ডিয়া-২০২৪ পুরস্কারে। সম্প্রতি ২২ এপ্রিল, ২০২৪ এ প্রফেসর ডাক্তার প্রণব কুমার ভট্টাচার্যকে নিউ দিল্লীর ফ্রেন্ডশিপ ফোরাম অফ ইন্ডিয়া নিউ দিল্লীতে,প্যাথলজি,মেডিসিন, অস্ট্রোনোমি, স্পেস সায়েন্স, থিওরেটিকাল ফিজিক্স, এবং সমাজে উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে ওনার অসামান্য ও অনবদ্য অবদানের জন্য,ওনার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ওনাকে অনারারি ভারত এক্সেলেন্স পুরস্কার ২০২৪ এবং অনারারী লিডিং এডুকেশনিষ্ট অফ ইন্ডিয়া ২০২৪ পুরস্কৃত করলেন। এর আগেও প্রফ ডাক্তার প্রনব কুমার ভট্টাচার্য ১৭ টি ভারতীয় বা আন্তর্জাতিক একাডেমিক অর্গানাইজেশন থেকে তাদের লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার , ২২ টি ভারতীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন । ভূষিত হয়েছেন নিউ দিল্লীর রেকর্ড ওনারের বিশ্ব শ্রেনীর গবেষক পুরস্কার সম্মানে ২০২৩।

মেট্রো রেলওয়ের জিএম-র উপস্থিতিতে সমস্ত প্রধান বিভাগীয় প্রধানের সাথে একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক

কলকাতা, ৯ মে ঃ আজ অর্থাৎ ০৯.০৫.২০২৪ তারিখে, শ্রী ব্রজ মোহন অগ্রবাল, মহাপরিচালক (নিরাপত্তা) রেলওয়ে বোর্ড, গ্রীন লাইনের এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত এবং ব্লু লাইনের মহানায়ক উত্তম কুমার প্রসারিত এসপ্ল্যানেড পরিদর্শন করেছেন।এই পরিদর্শনের আগে, তিনি মেট্রো রেল ভবনে মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডির উপস্থিতিতে মেট্রো রেলের সমস্ত প্রধান বিভাগীয় প্রধানের সাথে একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক করেন। কলকাতা মেট্রোতে স্বাগত জানিয়ে ডিজি (নিরাপত্তা) শ্রী রেড্ডি এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে মেট্রো রেলে গৃহীত বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। শ্রী আগরওয়াল নতুন এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন থেকে হাওড়া মযদান স্টেশন পর্যন্ত এবং মোটরম্যানের ক্যাবে তার ফুটপ্লেট পরিদর্শন শুরু করেছিলেন। তিনি এন্ট্রি এবং এক্সিট গেটস, এএফসি-পিসি গেটস, টিকিট সিস্টেম, এসকেলেটর, লিফট, সাইনেজ বোর্ড, প্ল্যাটফর্ম, ফায়ার ডিটেকশন এবং সাপ্রেশন সিস্টেম এবং অন্যান্য যাত্রী সুবিধা, স্টেশন কন্ট্রোল রুম, নতুন এসপ্ল্যানেড এবং গ্রীন লাইন ২ এর মধ্যে যাত্রী বিনিময় ব্যবস্থাও পরিদর্শন করেছেন। এর পরে, তিনি এসপ্ল্যানেড থেকে

হাওড়া মেট্রো স্টেশনের সিগন্যালিং সিস্টেম পরিদর্শন করেন। ট্র্যাক বরাবর প্রসারিত. এই পরিদর্শনের সময়, মেট্রো রেলের পাশাপাশি কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেডের (কেএমআরসিএল) উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকরা তাঁর সাথে ছিলেন। ডিজি (নিরাপত্তা) এসপ্ল্যানেড স্টেশনে ব্লু লাইন এবং মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশন পর্যন্ত ব্লু লাইনের ফুটপ্লেট পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময়, তিনি ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ, পয়েন্ট , যাত্রীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির দিকে মনোনিবেশ করেন। শ্রী আগরওয়াল, পরিদর্শনের পরে, কলকাতা মেট্রোতে গৃহীত সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখে তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

বৈশাখ মাসে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার পূন্য তিথিতে অন্নপূর্ণা মন্দিরের রথযাত্রা

দুরন্ত বার্তা, চন্দননগর, ৯ মে ঃ বৈশাখ মাসে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার পূন্য তিথিতে অন্নপূর্ণা মন্দিরের রথযাত্রা প্রথা মেনে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন এখানে রথযাত্রা হয় বৈশাখে। আষাঢ় মাসে নয়। তেলিণী পাড়া বাবুর বাজারের কাছে অবস্থিত সুপ্রাচীন বিখ্যাত অন্নপূর্ণা মন্দির। অনুষ্ঠিত হয়। মহা ধুমধাম এর সঙ্গে প্রতি বছরই তেলিনী পাড়ায় এই রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রাচীন অন্নপূর্ণা মন্দিরটি তেলিণী পাড়ার জমিদার বংশের প্রয়াত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১২০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আনুমানিক প্রায় ৩০০ কুড়ি বছরের পুরনো অন্নপূর্ণা মন্দিরের একটি ইতিহাস রয়েছে। মন্দিরটি তৈরি হয়েছে রথের আদলে। আর রথের বয়স ২২৮ বছর। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই রথযাত্রায় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি থাকে না। তার পরিবর্তে অষ্টধাতুর অন্নপূর্ণা ও শিবের মূর্তি থাকে। মূর্তিগুলি সম্পূর্ণ পিতলের তৈরি। মূর্তির উচ্চতা ২৪ ফুট। এই পরিবারের বংশধর ট্রাস্টি বোর্ডের যুগ্ম সম্পাদক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, অক্ষয় তৃতীয়ার সকালে মন্দির থেকে এক মাইল দূরে ভিক্টোরিয়া জুট মিল এর কাছে গড়ের ঘাটে রথ নিয়ে যাওয়া হয়। আবার বিকেলে রথ ফিরে আসে অন্নপূর্ণা এই অক্ষয় তৃতীয়াতে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই জমিদার বংশের পরিবাররা ওই দিন সকলেই হাজির হয়। প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (বালা), এ প্রসঙ্গে জানান এই রথযাত্রা উপলক্ষে

শরিকি পরিবার ও ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে পুজো পার্বণ সারা হয়। এবারে অক্ষয় তৃতীয়া রথযাত্রা পালার দায়িত্বে আছেন কলকাতা ভবানীপুরের সত্যদর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে মন্দিরে পালা পড়ে ৬, ১২, ১৮ ও ৩৬ বছর অন্তর। এই কমিটির সদস্য অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন সারা দেশের মধ্যে একমাত্র এখানে এবং উত্তরপ্রদেশের কাশিতে প্রচুর মানুষের ঢল নামে। বিভিন্ন নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে মন্দিরে রথ পৌঁছালে তাল পাখার বাতাস করতে করতে মা অন্নপূর্ণা কে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সকলে সমাবেত ভাবে ছড়ার গান করেন। মন্দিরের সামনের মাঠে মেলা বসে। এক কথায় এই অকাল রথযাত্রার আনন্দে মেতে ওঠে তেলীনি পাড়ার বাসিন্দারা।

সাংবাদিক জগন্নাথের সাহসিকতায় প্রাণে বাঁচলো ডুবন্ত দুই নাবালিকা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ মে ঃ জগন্নাথ সামন্ত। পেশায় বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক। তাঁরই সাহসিকতায় গঙ্গায় ডুবন্ত দুই নাবালিকার প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। বুধবার দুপুরে বালির রবীন্দ্র ভবন গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নেমেছিলেন বহু মানুষ। দুই নাবালিকাও স্নান করতে এসেছিল গঙ্গায়। তাদের মধ্যে একজন সাঁতার জানত। আচমকাই এরা জলের স্রোতে ঘাট থেকে বেশ কিছুটা দূরে ভেসে চলে যায়। একে অপরকে বাঁচাতে গিয়ে দুই নাবালিকাই আচমকা ডুবে যাচ্ছিল। ঘাটে বহু লোক থাকলেও কেউ সেদিকে লক্ষ্য করেননি। সাংবাদিক জগন্নাথ বাবু ওই ঘাটে স্নান করতে এসে ওই ঘটনা দেখে দ্রুত সাঁতার কেটে সেখানে চলে যান। এবং দু'জনের হাত ধরে ধীরে ধীরে দুই নাবালকাকেই গঙ্গার পাড়ে নিয়ে আসেন। প্রাণে বেঁচে যান দুই নাবালিকা। এদের পরিবারের লোকজনও ধন্যবাদ জানান জগন্নাথকে। জগন্নাথ বলেন, মানুষ বিপদে পড়লে সবসময়ই পাশে গিয়ে দাঁড়াই। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দু'জনকে দুর্ঘটনার হাত থেকে উদ্ধার করতে পেরে ভালো লাগছে।

হাওড়ায় জালিয়াতি হওয়া লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার করলো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ মে ঃ লক্ষাধিক টাকার জালিয়াতির ঘটনা ঘটলো এবার হাওড়ায়। খোয়া যাওয়া টাকা উদ্ধার করলো হাওড়ার সাইবার থানার পুলিশ। গত ৪ঠা মে তারিখে হাওড়া নিবাসী ললিত কুমার ঝাঁওয়ার ফোন মারফত টাকা জালিয়াতির শিকার হন। প্রতারকরা অজানা ফোন নং থেকে কল করে ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড সক্রিয় করার জন্য প্রথমে ললিত বাবুকে অবৈধ অ্যাপ ডাউনলোড করান এবং পরবর্তীতে ওনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতায় প্রতারকের দল। পুরো বিষয়টি ললিত বাবু সাইবার থানার পুলিশকে জানান। এই জালিয়াতির অর্থের পরিমান ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। এই অভিযোগের ভিত্তিতে হাওড়া সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ তদন্তে নামে। পুলিশ সূত্রের খবর, পুরো বিষয়টির তত্ত্বাবধানে ছিলেন সাইবার ক্রাইম থানার দক্ষ পুলিশ টিম। পুলিশ তদন্তে নেমে বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধান করে, টেকনিক্যাল ইনপুট ও সরকারি পোর্টালকে কাজে লাগিয়ে তৎপরতার সাথে সমস্যার সমাধান করে। এই বিপুল পরিমাণ টাকা প্রতারকদের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। উদ্ধার হওয়া সম্পূর্ণ টাকা ললিত বাবুর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে মধ্য হাওড়ার বিভিন্ন ওয়ার্ডেও পথসভার আয়োজন করা হয়। বক্তব্য রাখেন মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা দিশানী ঘোষ-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বঙ্গ জীবনে শ্রীরাম 'প্রবন্ধ ও বাগ্মিতা প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার প্রদান

কলকাতা, ৯ মে ঃ বঙ্গ জীবনে শ্রীরাম 'প্রবন্ধ ও বাগ্মিতা প্রতিযোগিতায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকারী এবং বিশেষ পুরস্কার পুরস্কৃত করা হয় আই সি সি আর প্রেক্ষাগৃহে গত ৮ ই মার্চ ২৫ শে বৈশাখের সন্ধ্যায়। আয়োজনে স্কোপ-কলকাতা ও বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদ এবং সহায়তায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ সংস্কৃতি মন্ত্রক ভারত সরকার। এছাড়া বঙ্গ-জীবনে শ্রীরাম শশাঙ্ক থেকে রবীন্দ্রনাথ শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় এই অনুষ্ঠানে।উপস্থিত ছিলেন প্রফেসার রাধারমন চক্রবর্তী, ডঃ স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ, পন্ডিত জগন্নাথ দাশগুপ্ত, শ্রী অধীর রায়, অধ্যাপক ডক্টর রাকেশ দাস বিদুষী মহুয়া মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা । সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন শ্রী প্রবীর ভট্টাচার্য্য। ছবি সুবল সাহা।

পাণ্ডুয়া বোমা বিস্ফোরণে কিশোর মৃত্যুর ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, পান্ডুয়া হুগলি, ৯ মে ঃ পাণ্ডুয়া বোমা বিস্ফোরণে কিশোর মৃত্যুর ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বিহার থেকে দেবাশিস সরকার নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে খুন, ষড়যন্ত্র, প্রতারণা-সহ একাধিক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। এর আগে ওই বিস্ফোরণেই আহত এক কিশোরের মা রীতা মণ্ডল সরকারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই বর্তমান স্বামী দেবাশিসকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন দেবাশিস বিহারের মুঙ্গেরে থাকেন। প্রাক্তনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর মাস চারেক আগে রীতা বিয়ে করেন দেবাশিসকে। ঘটনার দিন অর্থা গত ৬ মে রীতা পাণ্ডুয়ায় তাঁর বাবার বা।তে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন দেবাশিস কোথায় ছিলেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার পর রীতার প্রাক্তন স্বামী সুখদেব বল্লভ অভিযোগ দায়ের করেন, তাঁর ছেলেকে খুনের উদ্দেশ্যেই নেতাজি পল্লিতে বোমা রাখা হয়েছিল। আর সেই ঘটনায় রীতা ও তাঁর বর্তমানে স্বামী জড়িত। অভিযোগের ভিত্তিতে রীতাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেবাশিসকে গ্রেফতার করে। পুকুরপাড়ে বোমা রাখা ছিল। আর বোমা বল ভেবে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণ হয়। আর তাতে মৃত্যু হয় মামার বাড়ি বেড়াতে আসা পাল্লা রোডের কিশোর রাজ বিশ্বাসের।

ভিড়ে ঠাসা লোকাল ট্রেনে করে মনোনয়ন জমা দিতে গেলেন জয়নগর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৯ মে ঃ লোকাল ট্রেনে ভোটারদের সাথে জনসংযোগ কর্মসূচি পালনের মধ্যে দিয়ে মনোনয়ন জমা করতে আলিপুর জেলাশাসকের দপ্তরে গেলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ অশোক কান্ডারী। বৃহস্পতিবার সকাল ৮.৩০ এর লোকাল ট্রেন ধরে জয়নগর মজিলপুর স্টেশন থেকে আলিপুরে মনোনয়ন জমা দিতে গেলেন বিজেপি প্রার্থী অশোক কান্ডারী।এদিন তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর বাবা, মা,জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উপল নস্কর সহ একাধিক পদাধিকারী ও কর্মী সমর্থকেরা।আর

কয়েকদিন পর ১ লা জুন জয়নগর কেন্দ্রের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।শুরু হয়েছে মনোনয়ন জমা নেওয়ার কাজ।আর এখন পুরোদমে নেমে পড়েছে। সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা।এদিন সকালে ডাঃ অশোক কান্ডারী জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে দোকানদার,খরিদ্দার ও ট্রেন যাত্রীদের সাথে কথা বলেন,তাদের সাথে কুশল বিনিময় করেন, সাধারন মানুষের সমস্যা শোনেন।আর তাঁর পরে সকাল ৮৩০ মিনিট নাগাদ জয়নগর মজিলপুর স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেন ধরে অতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যেই বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে গেলেন। এদিন তিনি ভি। ঠাসা ট্রেনে ট্রেন যাত্রীদের সাথে কথা বলেন। তাদের সমস্যা শোনেন।এদিন নিত্যযাত্রীরা প্রার্থীকে সামনে পেয়ে তাদের সমস্যা তুলে ধরলেন এবং জয়ের শুভকামনা জানালেন।এদিন ডাঃ অশোক কান্ডারী বলেন,আমি সাধারণ মানুষ।তাই সাধারণ মানুষের পাশে থেকে এই লড়াই চালিয়ে যেতে চাই।তাই তো সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে লোকাল ট্রেনে মনোনয়ন জমা দিতে গেলাম।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৬০ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৭ বৈশাখ, ১৪৩১

হামাসের যুদ্ধবিরতি অমান্য

স্যাম পিত্রোদা বোঝাতে চেয়েছিলেন বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারত হচ্ছে ঐক্যের দেশ। সেই দেশের বহু ভাষাভাষী লোকের বসবাস। তবুও সবাই এক সঙ্গে কথা বলে, এক সঙ্গে চলাফরা করে। আক সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল এই কথাকে পরিস্ফুটিত করে বলতে না পারার অপরাধে স্যাম পিত্রোদাকে সরে যেতে হল। স্যাম পিত্রোদা কিছুদিন আগে আমেরিকার ধাঁচে উত্তারাধিকার কর চাপানোর কথা বলে কংগ্রেসের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। আর আবারে গাত্রবর্ণ মন্তব্য কংগ্রেসকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে দিলেন। এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি আসরে নেমে পড়েছেন। গান্ধি পরিবারের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত স্যাম পিত্রোদা বলেছেন যে ভারতের পূর্ব দিকে লোকেরা চিনের সঙ্গে এবং পশ্চিম ভারতের লোকেদের সঙ্গে আরবদের সাদৃশ্য রয়েছে। উত্তর ভারতের লোকেরা সম্ভবত সাদা চামড়ার লোকেদের সঙ্গে এবং দক্ষিণ ভারতের লোকেদের সঙ্গে আফ্রিকার মানুষের মিল রয়েছে। যদিও সেটা কোনও বিষয় নয়। সবাই সঙ্গে মিল মিশ রয়েছে। সকলেই পরস্পরের ভাই এবং বোন। এত বিভেদ থাকা সত্ত্বেও আমরা সবার সঙ্গে মিলে মিশে বসবাস করছি। কোথাও কোনও রকম গণ্ডগোল নেই। এদিকে প্রাধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন যে বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে যেভাবে ভারতবাসীর গায়ের রং এবং জাতিগত উদাহরণ টেনে নিয়ে এসেছে স্যাম পিত্রেদা তাতে সকলেই অপমানিত বোধ করছে। একটি জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে স্যাম পিত্রোদার কথায় তিনি ক্রুদ্ধ। আমাকে যত খুশি অপমান করুক আমি তা সহ্য করে নেব। কিন্তু দেশবাসীদের অপমানিত করবে তা সহ্য করবো না। শাহজাদার তাত্ত্বিক গুরু আজকে দেশের মানুষের চামড়ার রং নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে মানুষের বৌদ্ধিক ক্ষমতা কোনওভাবেই তার গায়ের রং দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কৃষ্ণের গায়ের রং দিয়ে তার বিচার করি না। তাকে আমরা ভগবান বলে পূজা করে থাকি। এই ধরনের নিন্দনীয় মন্তব্যের জন্য রাহুল গান্ধিকে এর জবাব দিতে হবে। কংগ্রেস কেন দৌপ্রদী মুর্মুকে পরাস্ত করতে উছে পড়ে গেলে ছিল তার উত্তর এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে করে অনেকেই। ভারতের রাজনীতিতে এখনও জনজাতির প্রভাব প্রতিপত্তি নেই। আসলে কংগ্রেসের নেতারা চামড়া দেখে সব বিচার করে বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছেন বিজেপি দলের নেতারা। সেই কারণে স্যাম পিত্রোদার মন্তব্যে তারা ঝড় তুলতে শুরু করে দিয়েছেন। যারা কালো চামড়ার লোক তারা আফ্রিকার লোক । আর যারা সাদা চামড়ার লোক তারা আরব দুনিয়ার লোক। এই ধরনের কথা বলার মধ্যে বর্ণবেদ্বেষ, জাতি বিদ্বেষ তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে। এটা কোনও ভারতবাসীর কাম্য নয়। এই রকমভাবে অন্য দেশের নাগরিকদের গায়ের রং নিয়ে ভারতবাসীর সঙ্গে তুলনা করে দেখার মধ্যে বিশাল ধরনের ভুল ব্যাখ্যা নিহিত রয়েছে। এদিকে দক্ষিণ ভারতের বাসবাসকারীদের চামড়ার রংয়ের প্রসঙ্গ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। ডিএম কে নেতা এম কে স্ট্যালিন কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে কিনা সেই প্রশ্নও এখন উঠে আসতে শুরু করে দিয়েছে। আসামের হেমন্তবিশ্ব শর্মা বলেছেন যে আমাকে দেখতে একজন আসমিয়ার মতো ।

তাইওয়ান দখলে চিন

চিন যে কোনও সময়ে তাইওয়ান দখল করে নিতে পারে বলে মনে করছে তাইওয়ানের প্রশাসন। যেভাবে হংকংয়ের ওপরে চিন জোর খাটাতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ব্রিটেন পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছে। চিন কাউকে বেশি পাত্তা দিচ্ছে না। চিন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে হংকংয়ের ব্যাপারে তারা যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেটাই ঠিক। ব্রিটেন চিনের আভ্যন্তরীন বিষয়ে অহেতুক মাথা গলাচ্ছে। এদিকে তাইওয়ান সফরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন আমেরিকার স্বাস্থ্য সচিব। তাঁর কাছে তাইওয়ান প্রশাসন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে যে চিন তাদের ওপরে অধিকার ফলাচ্ছে। তাইওয়ান চিনের সঙ্গে নেই। কিন্তু বরাবরই চিন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তাইওয়ান তাদের একটি অংশ। কিন্তু তাইওয়ানবাসীরা কোনও সময়ে স্বীকার করে না তারা চিনের অংশ। এমনকী তিব্বতের জনগণ নিজেদের চিনের নাগরিক বলে স্বীকার করে না। চিন জোর করে এই সব অঞ্চল দখল করে রেখেছে। চিনের শাসনের কাছে এরা কোনও সময়ে মাথা নত করতে চায় না। কিন্তু চিন যেভাবে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তার ফলে তাইওয়ান এখন ভয় পেতে শুরু করেছে। তাইওয়ান যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। আমেরিকার ওপরে ভর করে তাইওয়ান টিঁকে রয়েছে। কিন্তু চিন যেভাবে তাইওয়ানের ঘাড়ের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আশঙ্কা প্রকাশ করছে তাইওয়ান যে কোনও সময়ে চিন তাদের জমি দখল করে নিতে পারে। লাগাতার দখল করার হুমকি দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে হংকংয়ের মতো পরিণতি হতে পারে তাইওয়ানেরও। মার্কিন স্বাস্থ্য সচিব অ্যালেক্স আজারের কাছে এই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন তাইওয়ানর বিদেশ মন্ত্রী জোসেফ উ। যার জেরে আরও একবার প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি চিনের আগ্রাসী নীতির দিকে সরাসরি আঙুল উঠল। চিনের চোখ রাঙানির শিকার হচ্ছে তাইওয়ান। চিন চাইছে তার প্রতিবেশী দেশগুলো তাদের তাবেদার হয়ে থাকুক। দক্ষিণ পূর্ব দেশগুলোর ওপরে আধিপত্য বিস্তার করতে চায় চিন। চিন বুঝতে পেরেছে আগামী দিনে গোটা ইউরোপ এবং আমেরিকা তার বিরুদ্ধে থাকবে। সেখানে ব্যবসা করার একেবারে মুশকিল। সেই কারণে চিন এখন গোটা এশিয়ার ওপরে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেন, মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে ফিরে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। নরেনকে জয় করার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি মা থাকেন। মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় কর। সেই পথ ধরে এগিয়ে চললে জয় করা সম্ভব। তার উপায় বের করতে হবে। সেই পথটা তিনি দেখান। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের হচ্ছে শক্তির উৎস। শক্তির ভাণ্ডার। মা হচ্ছেন মহাশক্তি। বিদ্যাদায়িনী।

আমেরিকা স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনাপতি জর্জ ওয়াশিংটনের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল বউবাজারের গুলেদানন্দজিবাবার

রবীন্দ্র কুমার শীল

বউবাজারের গুলেদানন্দজিকে এবারে আমরা পরিস্কার করে বলে দিলাম যে দাদা, এবারে আপনার গুল দেওয়ার মাত্রাটা এতো বেশি হয়ে যাচ্ছে যে তা স্বদেশের সীমানা অতিক্রম করে একেবারে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত। এবারে একটু রেহাই দাও। কে কার কথা শোনে। চায়ের সঙ্গে ফোঁকটে একটি টোস্ট বিস্কুটে দাঁতে কামড় দিয়ে গুলেদানন্দজিবাবা বলেই চলছেন, ‘‘তোরা তো আমার লেখা ইতিহাসের বইটা পড়লি না। তার ফলে অনেক অজানা তথ্য থেকে বাদ পড়ে গেল। স্কুলের ইতিহাস পড়ে শুধু আলেকজান্ডার এবং বাবরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলি। তার বাইরে যে আর একটি ইতিহাস আমি সকলের অজান্তে তৈরি করে ফেলেছি সেটার খবর তোরা রাখলি না এবং আমার ইতিহাস পাঠ করলি না। কেবল সকাল বেলায় এসে সংবাদপত্র পড়তে শুরু করে দিলি কর্কশ গলায়। না যায় সংবাদ শোনা, না যায় স্পষ্ট করে বোঝা। এমন কাঁসর ঘন্টা মার্কা গলার স্বর তোদের। এর চেয়ে পঞ্চাননতলার ঠাকুরের মন্দিরের কাঁসর ঘন্টা বাজনা আর বেশি মধুর এবং আরও বেশি সুরেলা। তোদের গলায় যে কেন ভগবান সুর দেয়নি তা বোঝা গেল না। তোদের জ্বালায় পাড়ায় একটি কাকপক্ষীও টিঁকে থাকতে পারে না। তোদের দেখলে পাড়ার কুকুরগুলিও পর্যন্ত ভয়ে সিঁটকে থাকে তা জানিস কি? তাই বলছি, আমি যা বলছি তা মন দিয়ে শোন। অদূর ভবিষ্যতে সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে। চাকরি ইন্টারভিউতে দেখবি আমার গল্প বলা থেকে প্রশ্ন আসতে শুরু করেছে। আর আমার গল্পগুলি যদি মগজে ঢুকিয়ে রাখিস তাহলে সঠিক উত্তর দিয়ে চাকরি পেতে পারিস। সরকারি চাকরি বুঝলি। যে সে চাকরি নয়। একেবারে সরকারি চাকরি। কি আর করা যাবে চুপ করে বসে গুলেদানন্দজি বাবার কথা শোনা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই বুঝতে পারলাম। গুলেদানন্দবাবাজি বলতে শুরু করে দিলেন, জানিস তোরা কি জর্জ ওয়াশিংটনের নাম শুনেছিস? জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন বলেই আমেরিকা স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেই আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করে। আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ হয়েছিল অস্ত্র দিয়ে। সেই কারণে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আনার জন্য রাসবিহারী এবং সুভাষ বোস অস্ত্র ধরেছিলেন। সেটা জর্জ ওয়াশিংটনের প্রদর্শিত পথ ধরেই তাঁরা এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আনার ক্ষেত্রে। সেই অমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন শুরু হল তখন আমি আমেরিকাতে। সেই সময়ে জর্জ ওয়াশিংটনের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। কানে কানে মন্ত্র দিতে শুরু করেছিলাম যে ব্রিটিশ শক্তিকে অস্ত্র দিয়ে পরাস্ত না করতে পারলে তারা আমেরিকা ছেড়ে চলে যাবে না। আমেরিকায় শুরু হয়ে গেল স্বাধীনতার যুদ্ধ। জর্জ ওয়াশিংটন সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমি অবশ্য তাঁর পার্শ্বচর ছিলাম। আমার কাজ ছিল জর্জ ওয়াশিংটনকে নিরাপত্তা দেওয়ার। তিনি আমেরিকা যুদ্ধে সেনাপতি। তাঁর তো বড়ি গার্ড থাকবে। আমিই ছিলাম তাঁর প্রধান বডি গার্ড। আমাকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। তখন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই সময়ে রাতের বেলায় একজন গুপ্তচর জর্জ ওয়াশিংটনের শিবিরে প্রবেশ করেছিল তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। আমি তক্ষনাৎ দেখতে পেয়ে পিছনে থেকে লাফ দিয়ে বন্দুক চালিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ গুপ্তচর কপোকাৎ। আমার সাহস দেখে জর্জ ওয়াশিংটন আমাদের সাবাস তো বললেনই পাশাপাশি তিনি আমাকে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা হিসাবে গ্রহণ করে নিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধটা পরিচালিত হয়েছিল আমার পরামর্শে । এটা কম বড় কথা নয়। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯ এপ্রিল ১৭৭৫ সালে। সমাপ্ত হল ৩ সেপ্টেম্বর ১৭৮৩ সালে। ৭ বছর ১০ মাস ২ সপ্তাহ ও ৪ দিন ধরে যুদ্ধ হয়েছিল। তারপরে প্যারিস চুক্তির মধ্যে গিয়ে আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করে। আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা দিল ৪ জুলাই ১৭৭৬ সালে।

আমেরিকার যুদ্ধ যখন চলছিল তখনকার ভয়ঙ্কর দিনের কথা আমার মনে পড়লে এখনও গা শিহরিত হতে থাকে। ফরাসি বিপ্লব আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যার ফলে আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ করতেই ফরাসির দেশের জনগণ আমেরিকাকে ‘স্টাচু অব লিবার্টি’ মূর্তিটি ২৮ অক্টোবর ১৮৮৬ সালে পুরস্কার হিসাবে দান করলো। এখনও পর্যন্ত সেই ‘স্টাচু অব লিবার্টি’ আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। হাতে স্বাধীনতার মশালবাহী একটি নারী মূর্তি আর তার বাম হতে রয়েছে আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের ঘোষিত দিন ও সাল। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য। বিশ্ব স্বাধীনতা প্রতীক হিসাবে এই মূর্তিকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেদিন ‘স্টাচু অব লিবার্টি’ জাহাজে করে এসে আমেরিকার নিউ ইর্য়ক বন্দরে এসে উপস্থিত হল সেই সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত। আমাকে দিয়ে ‘লিবার্টি অব স্টাচু মূর্তি’টি উদ্বাধন করার কথা আলোচনা হচ্ছিল। আমি এই মূর্তি উদ্বোধন করতে একেবারে নারাজ। সেই কারণে আমাকে দিয়ে উদ্বোধন না করালেও মূল অনুষ্ঠানের দিন বিশেষ অতিথি করে আমন্ত্রণপত্র দেওয়া হয। তবে সেই আমন্ত্রণপত্রটা হারিয়ে গেছে। জাহাজে করে যখন আমেরিকা থেকে ভারতের মাটিতে এসে পা রাখলাম তখন ভুল করে জাহাজের মধ্যেই আমন্ত্রণপত্রটাকে ফেলে রেখে নেমে পড়ি খিদিরপুর ডকে। মনে হচ্ছিল ব্যাগের মধ্যে রয়েছে আমন্ত্রণপত্রটা। কিন্তু বাড়িতে এসে দেখি সেটা নেই। বুঝতে পারলাম যে সেই পত্রটাকে জাহাজের মধ্যেও ফেলে রেখে এসেছি। আর উদ্ধার করা গেল না। এটা থাকলে তোদের দেখাতে পারতাম যে আমি একজন আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা হিসাবে কাজ করে গিয়েছি তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে। আমি তিনটে বিপ্লবের সঙ্গেও জড়িত ছিলাম বলে জানান দিলেন গুলেদানন্দজিবাব। সেই সব ইতিহাসের কথা তোরা বলতে গেলে জানিসই না। আমার অংশ গ্রহণের কথা তোরা জানবি কি করে বল? তখন তোদের এই ধরনীতে আবির্ভাবই হয়নি। আমি তখন একাই সব দিকে লাঠি ঘুরিয়ে চলতে শুরু করেছি। ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, চিন বিপ্লব - এই তিনটি বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। তবে কোথাও আমার নাম প্রকাশ করতে দিইনি। আর আমার আসল নামটা জানবে কি করে? আমি তখন ছদ্মনাম ব্যবহার করতাম। তখন সবাই আমাকে ছদ্মনামে চেনে। আমেরিকাতে আমি ছিল জর্জ নিউ ইর্য়ক। রাশিয়া বিপ্লবের সময়ে আমার নাম ছিল সেন্ট মস্কো এবং চিনের বিপ্লবের সময়ে ‘মহান বেজিং’ বলে পরিচিত ছিলাম। আর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে আমার নামটাই ছিল একেবারে উহ্য। কেউই তখন আমার আসল জানতো না। সবাই আমাকে ‘শুনছেন দাদা’ বলে ডাকতো। এমনকী আমি যে বউবাজারে থাকি সেটাও পর্যন্ত জানতো না লোকেরা। একেবারে রাসবিহারী বোসের মতো ছদ্মবেশ ধারন করে চলতাম প্রতিটা মুহূর্ত। কাউকে তিনি বিশ্বাস করতাম না। ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে যখন গুলেদানন্দজি জড়িত হয়ে পড়েন তখন তিনি অবশ্য কলকাতার বউবাজারে থাকতেন না। কলকাতার বউবাজার তখন তৈরি হয়নি। তিনি তখন কোথায় থাকতেন সে সম্পর্কে নিরব ভূমিকা পালন করেন। জিজ্ঞাসা করলেই গুলেদানন্দজি বলেন, তোরা না সব সময়ে কোনও কথার বাগড়া দিবিই। একটা খোঁচা তুলে সেটাকে পণ্ড করে দেওয়ার চেষ্টা করবি। এটাই হচ্ছে তোদের দোষ। তোরা নিজেরাও কিছু করবি না আর কাউকে কিছু করতেও দিবি না। ফরাসি বিপ্লব শুরু হয়েছিল ৫ মে, ১৭৮৯ সালে। আর সমাপ্ত ৯ নভেম্বর ১৭৯৯ সালে। তখন গিলোটিন শব্দটা খুব চালু হয়ে গিয়েছিল। কথা কথায় তোকে গিলোটিন করে দেবো লোকেরা বলে। বেশি রংবাজি দেখাবি না বুঝলি। বেশি বাড়াবাড়ি করলেই ধরে গিলোটিন করে দেবে। মানে ‘ঘ্যাচাং ফু’। এই ‘ঘ্যাচাং ফু’ ফুল শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর ‘সোনার কেল্লা’ ছবিতে। এই কথা বলেই বেশ খানিকটা থেমে গেলেন গুলেদানন্দজি বাবা। তিনি এবারে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে তারকের দোকান থেকে এক কাপ চা খেয়ে গায়ের জামাটকে ঠিক করে নিয়ে বলতে শুরু করে দিলেন যে রুশ বিপ্লরের সময়ে তিনি কলকাতার বউবাজারে ছিলেন। তখন সালটা হচ্ছে ১৯১৭ সাল। ১৯২৩ সালে সমাপ্ত হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। ব্রিটিশরা তখন ভারতের ওপরে কড়া নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছিল যাতে করে রুশ বিপ্লবের প্রভাব ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ওপরে এসে না পড়ে। বিপ্লবী অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে গিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) বালেশ্বর যুদ্ধ সমাপ্ত। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে বাঘা যতীন হাসপাতালে মারা গেলেন। রাসবিহারী বোসের দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হল। তার ফলে তিনি ভারত ত্যাগ করে গোপনে জাপানে গিয়ে উপস্থত হলেন ৫ জুন ১৯১৫ সালে। শোনা গেল এই রাসবিহারী বোসকেও ভারত ত্যাগের সুপরামর্শ দিয়েছিলেন গুলেদানন্দজিবাবা। সেই সব কথায় এখন আর আসছি না। তার কারণ গুলেদানন্দবাবাজি কত বড় বিপ্লবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন সেটাই প্রচার করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যপথ থেকে আমরা কাউকে বঞ্চিত করতে চাই না। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পরই চিনের বিপ্লবী শুরু হয়েছিল। সেই বিপ্লবেই গুলেদানন্দজিবাবা যোগদান করেন। চিনের চেরাম্যান মাও সেতুং এর নেতৃত্বে চিনের বিপ্লবী শুরু হয়েছিল ১ অক্টোবর ১৯৪৯ সালে। চিনের বিপ্লবী ছিল শ্রমিক বিপ্লব। আর রাশিয়ার বিপ্লব ছিল কৃষক বিপ্লব। সেই কারণে সমাজতান্ত্রিক দুই বিপ্লবের চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। বিশ্বের দুই বড় সমাজতান্ত্রিক নেতা। রাশিয়ার লেনিন আর চিনের মাও সেতুং। তবে আজকে রাশিয়া এবং চিনের বিপ্লবী চিন্তা থেকে দূরে সরে গিয়েছে। এই দুটো দেশ এখন সমাজতন্ত্র থেকে সরে গিয়ে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেছে। তার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন। রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে একবার দেখা করেন গুলেদানন্দজিবাবা। তিনি তো পরিস্কার করে পুতিনকে বলেছিলেন, এখন যুদ্ধের সময় নয়। চিনের প্রেসিডেন্ট শিং জিনপিং গুলেদানন্দজিবাবার কথা শুনে তাইওয়ান আক্রমণ করেননি। তিনি শুধু হুমকি দেখালেন। চিন তাদের কয়েকটি ক্ষেপনাস্ত্র তাইওয়ান সীমান্তে পরীক্ষা নিরীক্ষা করল মাত্র। তারপর আর উচ্চবাচ্য নেই। পুতিন এখনও গোঁ ধরে বসে রয়েছে ক্রেমলিনে। সেখান থেকে তিনি বের হচ্ছেন না। যুদ্ধের শেষ দেখে ছাড়বেন বলে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, যদি স্বাধীনতা সংগ্রামী গুলেদানন্দজিবাবা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী হন তাহলে তিনি আর ভোট প্রার্থী হবেন না। এটাই সর্ব শেষ সংবাদ বলে গুলেদানন্দজিবাবা এখনকার মতো সংবাদ সম্প্রচার বন্ধ রাখলেন।

বাংলার লোক সংস্কৃতিতে ঘেটু পুজোয় গ্রাম বাংলার চিত্র পরিস্ফুটিত রূপ

বিশেষ প্রতিবেদক

বিলুপ্ত ঘেটুগান ও জলসুখা গ্রাম বৎসর তিনেক আগেও জলসুখা গ্রামটি ছিলো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বর্ষায় নৌকা, হেমন্তে পায়ে হাঁটা।। হবিগঞ্জ জিলার আজমিরীগঞ্জ সন্নিকট কুশিয়ারার তীরে এই গ্রাম। পুরো গ্রামজুড়ে জমিদারদের ইমারতের ধ্বংসস্তুপ। তেরো ঘর জমিদারের বসত ছিলো এই গ্রামে। এ জন্য পরিচিত জমিদারদের গ্রাম বলে ।বর্ষায় আছড়ে পড়ে হাওরে ঢেউ। প্রভুত উন্নতি হয়েছে যোগাযোগের। এখন গ্রামের বাজারের মাঝ বরাবর পাকা রাস্তা। দোর গোরায় যায় গাড়ি। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় সংস্কৃতিতে বর্তমানে হতশ্রী অতীতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের তুলনায়। ভাটি অঞ্চলের হাওরবেষ্টিত জনপদের সব বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান এই জলসুখা গ্রামে। এক ফসলি মাঠ । ধান ওঠে বৈশাখে। এর পর অগ্রহায়ণ পর্যন্ত কর্মহীন অখণ্ড অবসর। সময় কাটতো গান আর বাজনায়। জারি, সারি, কীর্তন, বাউল, কবি গান। বিশেষ রীতির এই সঙ্গীতধারার প্রবর্তন হয় এই গ্রামের এক বৈষ্ণব আখড়াকে কেন্দ্র করে। আখড়াটির স্থাপনা আনুমানিক চারিশত বৎসর পূর্বে। স্থানীয়ভাবে পরিচিত গোপীনাথ জিউর আখড়া নামে। শত বৎসরের অযত্ন অবহেলার স্বাক্ষর নিয়ে ভক্ত, অনুসারী বিহীন আখড়াটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের এক প্রান্তে। তবে মেলা একটা বসে এই আখড়াকে কেন্দ্র করে বৎসরে একবার যা চলে আসছে শত শত বছর ধরে। কথায় ছিলো এক সময়, ‘কানু বিনে গীত নাই’। এই ঘেটুগানেরও উপজীব্য ছিলো কানু তথা শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিনী কন্যা শ্রীরাধিকার মিলনাকাংক্ষা, বিরহ। কৃষ্ণ বিরহে কাতরা গোপবালার হৃদয় বিদারক ভাব ভঙ্গিমা প্রকাশই ছিল ঘেটু গান। মূলত রাধা-কৃষ্ণের সাঙ্গিতিক উপাসনার মাধ্যম হিসাবেই প্রচলন হয় এর। গোপিনী চরিত্রে অভিনয় করতো অল্প বয়সী কিশোরেরা।

শুরুতে ছিলো মন্দির কেন্দ্রিক। কিন্তু ক্রমে ঘেটুগানের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের তরুণদের মধ্যে। শুধুমাত্র এই ভাটি অঞ্চলেই প্রচলিত ছিলো অনন্য বৈশিষ্ট্যের এই ঘেটু গান। গ্রামে গ্রামে গঠন হয় সৌখিন ও পেশাদার ঘেটু দল। কালক্রমে ঘেটু দল গঠন করতে শুরু করে সৌখিন মুসলিমরাও। সুশ্রী চেহারার কিশোর তরুণেরা জনপ্রয়ে হয়ে মর্যাদা পেতে থাকে ঘেটু তারকার। ভাটি অঞ্চলে এই ঘেটু প্রীতি রূপ পায় উন্মাদনায়। সুশ্রী চেহারার কিশোরদের খরিদ করে নিয়ে আসা হতো পিতামাতার কাছ হতে। এর জন্য দলিল দস্তাবেজ করা হতো রীতিমতো। আসরের খরচ যোগাতে ছেলেপিলেরা গোপনে বিক্রি করতো গোলার ধান আর গোয়ালার গরু। বাসাবাড়ি হতে উধাও হয়ে পড়তো ঘটিবাটি, মায়ের অলঙ্কার। অবিবাহিত কিশোর, তরুণ এবং কিছু বিত্তবানদের সার্বক্ষণিক মাতামাতি ছিলো ঘেটু গান নিয়ে। একে কেন্দ্র করে জন্ম নেয় বিশেষ ‘ধর্ম নিরপেক্ষ’ সংস্কৃতির। দুই সম্প্রদায়ের ঘেটু দল প্রতিযোগিতার সময় বাছ বিচার, বিধি নিষেধ থাকত না খাওয়া দাওয়ার ।জনপ্রিয় অনেক ঘেটুদের অঞ্চল জুড়ে খ্যাতি ছিলো তারকার মতো। নিলামে পর্যন্ত বিক্রি হতো তারকা ঘেটুর বাঁশী। ঘেটুগানের খবর পেলে মা বাবা মুরুব্বীরা তাই ঠ্যাঙ্গাতে আসতো লাঠি নিয়ে। ধরা পড়লে শাস্তি দেয়া হতো পঞ্চায়েতে নাকে খত দিয়ে। এই গানের আসরের আয়োজন হতো তাই গোপনে গভীর রাতে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এ সম্পর্কিত তাঁর স্মৃতি উল্লেখ করেন আত্মজীবনীতে। রক্ষণশীল অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন মরমী কবি হাসন রাজার দৌহিত্র জনাব আজরফ। কড়া ছিলেন তাঁর পিতা। সাহস করেননি স্বকর্ণে শোনার ও স্বচক্ষে দেখার। শুনে এসেছেন শুধু ফিসফিস এরওর মুখ হতে। একদিন পিতা সিলেটে গিয়েছিলেন মামলার কাজে। এই সুযোগে তাদের পুকুরে স্নান করাতে আনা হয় অদ্ভুত দর্শন দুই কিশোরকে। মেয়েদের মতো লম্বা চুল, হাতে অলঙ্কার, মেয়েদের মতো চলা ফেরা, কথা বলা কৌতুহলী হয়ে জানতে পারেন এরাই হচ্ছে ঘেটু। লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো অনেকদিন ‘চুরি চুপকে’। ঘেটু গান দেখার কখনো সুযোগ হয়নি। ক্রমে প্রসার ঘটে যাত্রা পালার। এখানেও নারী চরিত্রে অংশ নিত পুরুষরাই। যাত্রার প্রসারে ক্রমে বিলুপ্তি ঘটে ঘেটু গানের । ঘেটু গান প্রায় অবলুপ্ত হলেও এখনো নমুনা হিসাবে বিশেষ বিশেষ পালা পার্বণের অনুষ্ঠানাদিতে তা পেশ করা হয়। বিলুপ্ত এই ঘেটু গান ভুলেই গিয়েছিলো সবাই। একে সর্বজনসমক্ষে নিয়ে আসেন এদেশের জনপ্রিয়তম কথা সাহিত্যিক নাট্যকার ও সৌখিন চলচ্চিত্র নির্মাতা হুমায়ুন আহমদ। এই ঘেটুগান এবং ঘেটুগান কেন্দ্রিক ভাটি অঞ্চলের জীবনধারাকে উপজীব্য করে তিনি নির্মান করেন চলচ্চিত্র ‘ঘেটুপুত্র কমলা’। ছবিটি মুক্তি পায় ২০১২ সালে, একই বৎসর তাঁর মৃত্যুবরণের পূর্বে তাঁর নির্মিত সর্বশেষ ছবি। যাক, ঘেটু গান বিলুপ্ত হলেও বিলুপ্ত হয়নি ঘেটুগানের উৎপত্তিস্থল জলসুখার সেই বৈষ্ণব আখড়া। নিম্নভূমির খাড়া পাড় ঘেষা স্তুপে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে শত শত বৎসরের প্রাচীন এক ‘জোড়া স্থাপনা’। শতশত বছর ধরে হাওরের আছড়ে পরা ঢেউকে প্রতিরোধ করে আশাতীতরূপে টিকে আছে মাটির এই ভিত। মধ্য যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন অনেকটা গম্বুজাকৃতি দুটি স্থাপনা। পেছনেরটি সমাধি স্মারক। ভেতরে আছে সমাধি। স্থাপনা দুটো আগে পিছে,পাশাপাশি নয় । ভেতরে কোন বিগ্রহ নেই । অনুমান হয় এটিও জগন্মোহনী সম্প্রদায়ের আখড়া। এই সম্প্রদায়ের মাঝে মুর্তিপূজার প্রচলন নেই, তাই বিগ্রহ নেই, একই কারণে এই স্থাপনা মন্দির নয়,আখড়া । এই গ্রামে এই বৈষ্ণব আখড়া স্থাপন হয়েছিলো আনুমানিক চারশত বৎসর পূর্বে। আখড়ার মোহান্ত জানান, এই আখড়ার ভূমি দান করেন বানিয়াচংএর জমিদার জগন্মোহিনী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুসারী রামকৃষ্ণ গোঁসাঈ (১৬৫৩ সালে মৃত্যু বরণ করেন) প্রথমে এই জলসুখারই অদূরে বিথঙ্গল গ্রামে (আট মাইল) স্থাপন করেন বিথঙ্গল আখড়া । এর পর সিলেট ময়মনসিংহ ভাটি অঞ্চলে একেএকে স্থাপন করেন ৩৬০ টি আখড়া। এই ৩৬০ টি আখড়ার একটি হয়ে থাকবে জলসুখার এই আখড়া।

সম্পাদক সমীপেষু,

কবি’র বেতারে কবিতা পাঠ

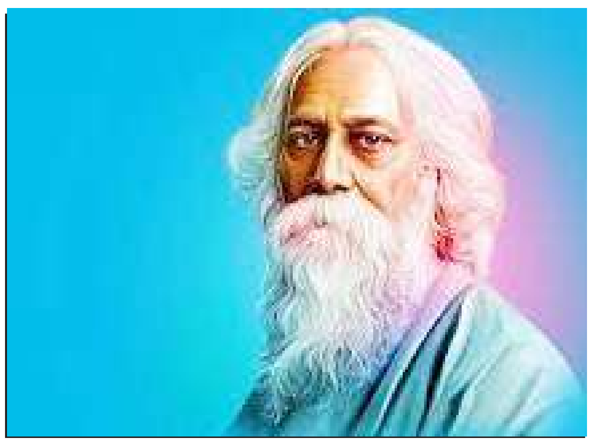

প্রবোধকুমার সান্যালের লেখায় প্রথম গৌরীপুর প্রাসাদের নাম পাই। ১৩৪৫ সন, মানে ইংরাজীর ১৯৩৮ এ এই বাড়ি থেকেই আকাশবাণীর মাধ্যমে কিভাবে তিনি জন্মদিন কবিতাটি পাঠ করেছিলেন তার বিশদ বর্ণনা পাই সে লেখায়- সেই দিনকার সেই ২৫শে বৈশাখের সন্ধ্যায় তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি নবরচিত কবিতা বেতারযোগে পাঠ করবেন, সেজন্য কলকাতার বেতার কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ কলকাতা-কালিম্পঙের মধ্যে টেলিফোনের বন্দোবস্ত করেছিলেন। কালিম্পঙে টেলিফোন ছিল না, এই উপলক্ষ্যে তার প্রথম উদ্বোধন। সেজন্য পাহাড়ে-পাহাড়ে টেলিফোনের খুঁটি বসানো এবং তার খাটানো হয়েছে গত কয়েকদিন থেকে। টেলিফোনের কর্তৃপক্ষ এজন্য প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন। কবি তাঁর ঘরের আসনে ব’সে টেলিফোনে কবিতা পাঠ করবেন এবং বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁর কণ্ঠস্বরটি ধ’রে নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ব্রডকাস্ট করবেন, এই ছিল ব্যবস্থা। কয়েকজন বেতার-বিশেষজ্ঞ এসেছেন এখানে এই উপলক্ষ্যে। তাঁদের মধ্যে ভারতীয় বেতার কেন্দ্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা স্বনামখ্যাত স্বর্গত নৃপেন্দ্র মজুমদার ছিলেন অন্যতম। মহাকবি মাঝে মাঝে একবার ভীষণ শব্দে গলা ঝাড়া দেন, একথা সকলেরই মনে আছে। কিন্তু আজ কাব্য পাঠকালে সেই আওয়াজটির দাপটে সূক্ষ্ম যন্ত্রটা বিদীর্ণ হয়ে যাবে কিনা, এই আশঙ্কাটা ছিল রথীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকের মনে। সেজন্য উদ্বেগও ছিল। মাঝখানে নৃপেনবাবু একবার আমাকে বললেন, ঠিক ওই চেয়ারে বসে যন্ত্রে মুখ রেখে কলকাতাকে একবার ডাকুন তো? আপনার গলায় যদি না ফাটে তবে আর ভয় নেই! কেঁপে উঠলুম। ওটা যে কবির আসন! কিন্তু নৃপেন্দ্রবাবুর ফরমাশ শুনতেই হোলো। নধর মখমল বসানো চেয়ারে ব’সে কয়েকবার ডাকলুম, হ্যালো.... ক্যালকাটা......হ্যালো......? কলকাতা থেকে তৎক্ষণাৎ জবাব এলো-‘ও-কে।’ বোধহয় সন্ধ্যা সাতটা কিংবা আটটা। একটা বুঝি বেল্ বাজলো। কবি উঠে গিয়ে বসলেন যন্ত্রের সামনে। আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালুম। বাইরে ‘আমাদের পাশেই রয়েছে রেডিয়ো যন্ত্র, কলকাতা ঘুরে কবির কণ্ঠ ফিরে আসবে এই যন্ত্রে, সেই আমাদের রোমাঞ্চ পুলক। কবি মাত্র পনেরো মিনিট কাল তাঁর কবিতা পাঠ করবেন। বাইরে থেকে আমরা কাচের দরজা বন্ধ ক’রে দিলুম। শব্দ না ঢোকে। একটি আলোর নিশানা পেয়ে কবির দীর্ঘ দীপ্ত কণ্ঠের মৃচ্ছন। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো নবরচিত কবিতায়- ‘আজ মম জন্মদিন’। -- **কনকতলা সেন।**

নদীতে জল নেই বন্ধ সেচ, মাথায় হাত কৃষকদের! নতুন বাঁধের দাবি

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৯ মে ঃ জলের অভাবে চাষবাস বন্ধ হতে বসেছে আত্রেয়ী নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে। বন্ধ হয়ে গেছে বেশ কিছু 'আরএলআই' বা 'রিভার লিফট ইরিগেশন' মেশিন। যার ফলে, সমস্যায় পড়েছেন বালুরঘাট ব্লকের চকভৃগু, জলঘর, ফতেপুর, গঙ্গাসাগর, ময়ামারি-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষকরা। কৃষকরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, পরিস্থিতি এরকম চলতে থাকলে জলের অভাবে আগামী দিনে গ্রীষ্মকালে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাষ বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ শুখা মরশুমে সেচের জলের একমাত্র উৎস আত্রেয়ী নদী। কিন্তু বছর দু'য়েক ধরে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন বিস্তীর্ণ নদীর কোথাও এক হাঁটু জল, কোথাও চড়া পড়ে গেছে। স্নানের জলেরও অভাব দেখা দিয়েছে নদীতে। বালুরঘাট শহরের চক ভবানী এলাকায় স্বল্প উচ্চতার একটি বাঁধ নির্মাণ করেছে রাজ্য সরকার। যেখানে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে আপার স্ট্রিমে। কৃষকদের অভিযোগ, এই বাঁধ নির্মাণের পর থেকেই আত্রেয়ী নদীর জলের স্রোত কমে গেছে। কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় জল পাচ্ছেন না কৃষকরা। তাঁদের দাবি, হয় বাঁধ খুলে দেওয়া হোক, নতুবা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে বেশ কিছু ভেতরে ফতেপুর এলাকায় আরও একটি স্বল্প উচ্চতার বাঁধ নির্মাণ করা হোক। অবশ্য কৃষকদের এই দাবি কতটা মানা সম্ভব, তা এখনও স্পষ্ট নয় প্রশাসনের কাছে। প্রয়োজন পড়লে প্রস্তাব পাঠানো হবে, এমনই খবর জেলা প্রশাসন সূত্রের। বালুরঘাট ব্লকের চকভৃগু ও জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা আত্রেয়ী নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। এবং এই এলাকাটি কৃষিপ্রধান। আত্রেয়ী নদী ও তার সংলগ্ন বিভিন্ন খাঁড়ির জল দিয়ে সারা বছর চাষবাস হয়, কিন্তু যতদিন যাচ্ছে জলের পরিমাণ কমছে। খাঁড়িতে জল ধরে রাখার কোনও ব্যবস্থা নেই। বর্ষার সময় খাঁড়িতে জল আসে। বর্ষা শেষ হলে জল চলে যায়। আত্রেয়ী নদীতে বাংলাদেশের বাঁধের ফলে দীর্ঘদিন জলকষ্টে ভুগেছে কুমারগঞ্জ ও বালুরঘাট ব্লকের কৃষকরা। পরবর্তী সময়ে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেয় বালুরঘাটে একটি স্বল্প উচ্চতার বাঁধ নির্মাণ করা হবে আত্রেয়ী নদীতে। সেই বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এখন বালুরঘাট, মাহিনগর, পরানপুর, পতিরাম থেকে কুমারগঞ্জের কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু নীচের দিকে প্রায় ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার নদী-এলাকায় জলের স্রোত একেবারেই কমে গেছে। যেটুকু জমা জল আছে, সেই জল দিয়ে কোনওরকমে চাষের কাজ চলছে। কিন্তু বৃষ্টি যদি না নামে তাহলে সেই জল কত দিন জমা থাকবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে কৃষকদের মধ্যে। নদীর উপর স্বল্প উচ্চতার বাঁধ দেওয়ার ফলে নীচের দিকে আর জলস্রোত সেভাবে নেই। কৃষকদের প্রয়োজনীয় জল থেকে শুরু করে বালুরঘাট শহরের পানীয় জলের সরবরাহ সর্বই এই নদীর জলের উপরই নির্ভরশীল। যে কারণে কৃষকদের মধ্যে থেকে দাবি উঠেছে, নতুন আরেকটি বাঁধ নির্মাণ করা হোক ফতেপুর এলাকায়। যার ফলে খাঁড়িতে যেমন সারা বছর জল থাকবে তেমনই বালুরঘাট শহর-সহ দুটি পঞ্চায়েত এলাকার বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতেও জলের সমস্যা হবে না। জেলাশাসক জানিয়েছেন, বিভিন্ন মহল থেকেই নতুন বাঁধের প্রস্তাব এসেছে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরকে খোঁজ-খবর করতে বলাও হয়েছে। তবে, নদীর জল শুকিয়ে যাওয়ার কারণ অবশ্য ওই বাঁধ নয়। গত প্রায় ১০ দিনে তাপপ্রবাহের কারণে জল কমে গিয়েছিল। গোটা জেলাতেই এক ছবি। তবে, ভবিষ্যতে যদি এই সমস্যা চলতেই থাকে তাহলে নতুন করে বাঁধের কথা ভাবা যেতেই পারে।

৩ টি পাথর বোঝাই ট্রাক্টর আটক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ মে ঃ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জগন্নাথপুরে অভিযান চালায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর সেখানে তিনটি বালি পাথর বোঝাই ট্রাক্টর আটক করে পুলিশ। এবং চালকদের কাছে বৈধ কাগজপত্র দেখাতে বলা হয় কিন্তু চালকরা কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় অবৈধ বালি পাথর বোঝাই ট্রাক্টর তিনটি আটক ও তিনজন চালকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। ধৃতদের নাম এমডি জাবর আলি (৩৫) এমডি মুবারক (২৩) এমডি ইয়াসিম(২৬)। বৃহস্পতিবার ধৃত তিনজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে বিধাননগর থানার পুলিশ। অন্যদিকে, গতকাল রাতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ঘোষপুকুর এলাকা থেকে তিনটি পাথর বোঝাই ওভারলোডিং ডাম্পার আটক করে। চালকদের কাছ থেকে বৈধ কাগজ দেখতে চাওয়া হলে। দেখাতে না পারায় অবশেষে তিনটি ডাম্পার চালককে গ্রেফতার করে পুলিশ এবং পাথর বোঝাই ডাম্পার গাড়িগুলি নিয়ে আসা হয় ফাঁসিদেওয়া থানায়। ধৃতরা হলো (১) অরবিন্দ মিন্স ৪৯,(২) মোহাম্মদ বিকি ৩০,(৩) মোঃ খোরশেদ ৩৯। তবে কিকরে রাতের অন্ধকারে অবৈধভাবে ওভারলোডিং পাথর গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

বীরভূমে বিস্ফোরণে জখম ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৯ মে ঃ আবারও ভোট বঙ্গে বোমা বিস্ফোরণ। বোমা ফেটে গুরুতর আহত ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্র। ঘটনাটি বীরভূমের নলহাটি থানার কলিঠা গ্রামের বাগানপাড়ায়। জখম ছাত্রের নাম শামিম রেজা। তাকে উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চতুর্থ দফায় ভোট রয়েছে বীরভূমে। তার আগেই বোমা বিস্ফোরণে ছাত্র আহত হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, স্কুল ছুটি। তাই বাড়ির বাইরেই খেলছিল শামিম। আচমকাই বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। শব্দ শুনতে পেয়ে ছুটে আসেন পরিবারের সদস্যরা। আসেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। দেখা যায়, শামিম রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির সামনে পড়ে রয়েছে। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি রয়েছে শামিম। পরিবারের দাবি, তিনটি চকলেট বোম একসঙ্গে বেঁধে ফাটানোর সময় এই বিপত্তি। তাতেই জখম হয়েছে শামিম। দুদিন আগেই পাণ্ডুয়ায় ক্রিকেট খেলতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় এক কিশোরের। আহত হয় আরও দুই কিশোর। এই ঘটনাতেও রাজনৈতিক কারণ সেভাবে খুঁজে পায়নি পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ আহত এক কিশোরের মাকেই গ্রেফতার করেছে। মুর্শিদাবাদেও বোমা বিস্ফোরণে আহত হয় এক কিশোর। বারবার এই ধরনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়াচ্ছে। রক্তাক্ত হচ্ছে শৈশব।

জলকষ্টের সম্মুখীন হতে চলেছে শিলিগুড়ি শহর, সংকট দেখা দেবে পানীয় জলের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ মে ঃ জলকষ্টের সম্মুখীন হতে চলেছে শিলিগুড়ি শহর! তিস্তার বাঁধ সংস্কার সহ ফুলবাড়িস্থিত পানীয় জল উত্তোলন কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকা থেকে পলি সরানোর কাজ চলাকালীন শহর শিলিগুড়িতে সংকট দেখা দেবে পানীয় জলের। সেক্ষেত্রে পুনিগমের তরফে আগাম সতর্কতা জারি করা হয়েছে। চালু করা হয়েভহে কন্ট্রোল রুম। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন খোদ পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। তিনি জানান, পরিস্থিতি মোকাবিলায় সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কোথাও যেন পানীয় জলের সমস্যা দেখা না দেয় সেক্ষেত্রে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যদিও আশঙ্কায় রয়েছেন শহরবাসী। বেশ কয়েক বছর যাব শহরে জলকষ্ট অব্যাহতই রয়েছে। বেশকিছু ওয়ার্ডে জলের ট্যাঙ্ক পাঠানো আছে। এবার ফের প্রায় একমাসের জন্য জল সমস্যায় পড়তে চলেছে শহরবাসী। প্রসঙ্গত সিকিমের হড়পাবানের জেরে তিস্তা নদীর বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে পলি মাটিও জমে গিয়েছে নদী সহ লিঙ্ক ক্যানালে। তাই বর্ষার আগেই বাঁধ মেরামতের পাশাপাশি পলিও পরিষ্কার করা হবে। স্বাভাবিকভাবেই পানীয় জল সরবরাহের জন্য তিস্তা থেকে জল তোলা সম্ভব নয় এই পরিস্থিতিতে। ইতিমধ্যে এই কাজ করার জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও সেচ দফতর একটি নকশা তৈরি করে নিয়েছে। শুরু হতে চলেছে কাজ। তবে শহরাবাসীর সমস্যার কথা মাথায় রেখে পর্যাপ্ত জলের ট্যাঙ্ক ও পাউচের ব্যবস্থা করছে পুরনিগম। পাশাপাশি ৬ কোটি ৯ লক্ষ টাকা দিয়ে যে জলাশয় বানানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তার কাজও একমাসের মধ্যে শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য পানীয় জল সংকট মেটানো। মেয়র গৌতম দেব জানিয়েছেন, জলের সমস্যার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী শহরবাসীর কাছে। কিন্তু আমরা রাস্তায় থাকব কোথাও জলের অভাব হবে না। আমরা ট্যাঙ্ক, পাউচ পাঠিয়ে দেবো। তবে জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও সেচ দফতর কাজ শেষ করতে একমাস সময় চাইলেও আমরা বলেছি ২০ দিনের মধ্যেই কাজ শেষ করতে হবে। এদিকে আমরা জলাশয়ের কাজের অগ্রগতিও দেখতে যাব।

নিজের গ্রামে ভোটের প্রচারে জামালপুরের ব্লক সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৯ মে ঃ নিজের গ্রামে লোকসভা ভোটের প্রচার সারলেন জামালপুরের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান। বৃহস্পতিবার বিকালে জামালপুরের বত্রিশবিঘা গ্রামে দলীয় প্রার্থী ডাঃ শর্মিলা সরকারের হয় ভোটের প্রচার করেন তিনি। তার সাথে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, জেলা পরিষদের সদস্য কল্পনা সাঁতরা, জামালপুর ১ অঞ্চল প্রধান ডলি নন্দী সহ অন্যান্যরা। এই পথসভায় ভিড় জমান গ্রামের মানুষজন। মেহেমুদ খান বলেন, তার গ্রামে তৃণমূল জিতছে এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এখানে অন্য দল কোনোদিনই জেতেনি। গোটা ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল তিনি প্রচারে চষে বেড়াচ্ছেন, দলীয় প্রার্থীর প্রচার চালাচ্ছেন। মানুষের সাথে কথা বলছেন। মেহেমুদ খানকে তার ব্লকে তৃণমূলের ফলের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী দেখায় তাকে। তিনি বলেন, ২০ থেকে ২৫ হাজার ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী ডাঃ শর্মিলা সরকার তার ব্লকে লিড দেবেন, এই নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারন এখানে মা-মাটি- মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাদের দলের তরুন নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে মানুষের আস্থা রয়েছে। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প পৌঁছায়নি এমন কোন পরিবার জামালপুরে সাধারনত দেখতে পাওয়া যাবে না বললেই চলে। তাছাড়া ব্লকের মানুষের আপদে বিপদে তারা সবসময়ই পাশে থাকেন। তাই মানুষ এখানে তৃণমূলকেই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন জামালপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মেহেমুদ খান।

বিজেপির মিছিলের আগে বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ, তপ্ত অধিকারী গড়

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৯ মে ঃ ভগবানপুরে বিজেপির মিছিলের আগে বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ভগবানপুর দুই ব্লকের আড়গোয়াল থেকে ইটাবেড়িয়া যাওয়ার সময় সৌমেন্দু অধিকারীর রোড শো-র অদূরে রাস্তায় বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ ওঠে। তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে বলেই অভিযোগ পদ্ম শিবিরের। এলাকা যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। রাস্তায় বিজেপির কর্মী সমর্থকরা কাঠ ফেলে অবরোধ করেন। যদিও সব ঘটনা অস্বীকার করেছে তৃণমূল। জানা যাচ্ছে, ভগবানপুর বিধানসভা এলাকা ও পটাশপুর থানা এলাকায় বোমাবাজির ঘটনাটি ঘটেছে। বিজেপি প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারীর রোড শো যাওয়ার আগেই বোম ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ প্রার্থীর। সৌমেন্দুর গাড়ি বেশ কিছুটা দূরে একটু ফাঁকা দেখেই বোমা ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। আচমকা বোমের আওয়াজে মিছিলে থাকা কর্মী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পরে ক্ষোভে তৃণমূল ও পুলিশকে এর জন্য দায়ী করে রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে পথ অবরোধ করে। সৌমেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, আসলে তৃণমূল ভয় পেয়েই এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। ভোটের মুখে বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরি করছে। নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে এর জন্য পদক্ষেপ করা উচিত। অন্যদিকে, তৃণমূল এর দায় অস্বীকার করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের প্রার্থী, ব্লক সভাপতির তরফে এর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চা-বাগান থেকে উদ্ধার বিশাল কিং কোবরা, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ৯ মে ঃ আবার কিং কোবরা! সেই চা-বাগানে! মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা-বাগান থেকে বিশাল এক কিং কোবরা উদ্ধার হল। শ্রমিকেরা কাজে যাওয়ার সময়ে চা-বাগানের ২৫ নাম্বার সেকশনে এই কিং কোবরাটিকে দেখতে পান। দেখতে পেয়ে চা-বাগান কর্তৃপক্ষকে খবর দেন তাঁরা। এরপর চালসার সর্পপ্রেমী দিবস রাই এসে কিং কোবরাটিকে উদ্ধার করে বস্তাবন্দি করেন। জানা গেছে, প্রায় ১৩ ফুট লম্বা এটি। দিবস রাই পরে এটিকে চাপড়ামাড়ি জঙ্গলে ছেড়ে দেন। এর আগেও চা-বাগান থেকে উদ্ধার হয়েছে বিশালাকার কিং কোবরা। এ ধরনের ঘটনা এখানে প্রায়ই ঘটে। এর আগের বার এর চেয়েও বড় কিং কোবরা ধরা পড়েছিল। সেবার মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের বড়দিঘি চা-বাগানের টিলাবাড়ি ডিভিশন থেকে প্রায় ১৪ ফুটের কিং কোবরাটি উদ্ধার করা হয়েছিল। সেদিন বাগানের ৩৪ সেকশনে কাজ করার সময় শ্রমিকেরা ওই কিং কোবরাটিকে দেখতে পেয়েছিলেন। চা-বাগানের এক শ্রমিক বলেছিলেন, আমরা যখন চা-বাগানে কাজ করছিলাম, তখন চা-বাগানের মধ্যে এত বড় সাপ দেখে খুব ভয় পাই। সঙ্গে সঙ্গে বাগানের ম্যানেজারকে খবর দেওয়া হয়। সেকশনের কাজও বন্ধ হয়ে যায় বেশ কিছুক্ষণের জন্য। সেবারও চালসার সর্পপ্রেমী যুবক এই দিবস রাইকে-ই খবর দেওয়া হয়েছিল। দিবস এসে কিং কোবরাটিকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এরও আগে এই টিলাবাড়ি ডিভিশন চা-বাগান থেকেই উদ্ধার করা হয়েছিল আরও এক কিং কোবরা। পাওয়া গিয়েছিল একটি চা- বাগানে। বাগানটির পাশেই ছিল গরুমারা জঙ্গল।

ফুলবাড়ির সাহুডাঙ্গি বৈদ্যুতিক শ্মশান ঘাট খানি শিলিগুড়ি- জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে শিলিগুড়ি পুর নিগম কর্তৃত্ব গ্রহণ করবার পূর্বে সরজমিনে পরিদর্শন।

'খুব শীঘ্রই বাজারে ছাড়া হবে...' ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা অভিজিতের, নিজের সঙ্গে জুড়লেন সৌমেন্দুকেও

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ৯ মে ঃ ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করছেন তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। ভুয়ো ভিডিয়ো তৈরি করে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হতে পারে, এমন আশঙ্কা থেকে আচমকাই সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বসলেন বিজেপি প্রার্থী। সেখানে তাঁর দাবি, শুধু তিনিই নন, ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন শুভেন্দু অধিকারীর ভাই তথা কাঁথির বিজেপি প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারী। তাঁর আশঙ্কা এবার নির্বাচনে দেদার ভোট লুট হতে চলেছে তমলুকে। অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, সন্দেশখালি নিয়ে যেমন জাল ভিডিও তৈরি করা হয়েছে, সেরকম জাল ভিডিয়ো কাঁথি ও তমলুকের প্রার্থীদের সম্পর্কে তৈরি করা হচ্ছে। অর্থাৎ, কাঁথির প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারী ও তমলুকের প্রার্থী আমি। আমাদের বিরুদ্ধে এরকম জাল ভিডিয়ো তৈরি করা হচ্ছে। সম্ভবত তা খুব শীঘ্রই বাজারে ছাড়া হবে, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। কেউ গুরুত্ব দেবেন না। আমরা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেব। কিছু এলাকায় তৃণমূল ১০০ শতাংশ ভোট করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।' এখানেই শেষ নয়, হলদিয়ার বিভিন্ন কারখানার ঠিকা শ্রমিকদের মুচলেকা দেওয়াচ্ছে তৃণমূল, এই অভিযোগও করেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা বিভিন্ন কলকারখানার ঠিকা শ্রমিকদের বলছেন যে যে এলাকায় থাকেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সভাপতি কিংবা অঞ্চল সভাপতির কাছ থেকে এই মর্মে চিঠি আনতে হবে, তিনি তৃণমূল কংগ্রেস করেন এবং তৃণমূলের হয়ে নির্বাচনী কার্যকলাপ করছেন। ইতিমধ্যেই বিজেপির তরফে নির্বাচন কমিশনে এই নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে। প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ করার বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়।

চুরি যাওয়া ১০৪ বস্তা চাল সহ দুজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ মে ঃ চুরি যাওয়া ১০৪ বস্তা চাল সহ দুজনকে গ্রেফতার করল বানারহাট থানার পুলিশ। জানা গেছে, গত ৭ মে বানারহাট থানার অন্তর্গত তেলিপাড়া এলাকার এক ব্যবসায়ীর চালের গোডাউন থেকে চুরি হয় প্রায় ১০৪ বস্তা চাল। এরপর ওই ব্যবসায়ী পুলিশের দারস্থ হয়। ঘটনার তদন্ত নেমে বানারহাট থানার পুলিশ ওই এলাকায় তল্লাশি চালায়, পাশাপাশি খতিয়ে দেখে সিসিটিভি ফুটেজ। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে একটি মালবাহী ছোট গাড়িকে সনাক্ত করে পুলিশ। গাড়ি মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে গাড়িটি তিনি ভাড়া দিয়েছিলেন। সেই গাড়ির জিপিএস ট্র্যাক করে পুলিশ চুরি যাওয়া চালের বস্তার সন্ধান পায়। সেই সাথে ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা ঘটনার স্বীকার করে নেয়। এরপর তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম অমিত দত্ত এবং সুমন লাল মিন্স। তাদের একজনের বাড়ি মালবাজার ও অপরজনের বাড়ি ডিমডিমা চা বাগানে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে খোঁচা দিয়ে শান্তনুর সমর্থনে ব্যানার ঘিরে তোলপাড়

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ৯ মে ঃ গত বিধানসভা নির্বাচনের পরেই বাংলায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। এবারের রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে অর্থের পরিমাণও বাড়ান হয়েছে। এমনকী লোকসভা ভোটে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে আয়োজিত প্রত্যেক নির্বাচনী সভা থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবার সেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রসঙ্গ টেনে বিশেষ ব্যানার দেখা গেল হরিণঘাটায়। পোস্টারে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরকে ভোট দেওয়ার আবেদন। কোনও জায়গায় হরিণঘাটা আট নম্বর ওয়ার্ড, আবার কোথাও কল্যাণী শহর বিজেপির নামে এই পোস্টারগুলি ছড়িয়ে পড়েছে। পোস্টারের ভাষাকে 'অশালীন' বলে মন্তব্য করেছে তৃণমূল। রাজ্যের লোকসভা নির্বাচনে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পকে অন্যতম 'ইউএসপি' হিসাবে দাবি করছেন তৃণমূল নেতারা। তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের প্রচারেও বার বার উঠে আসছে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রসঙ্গ। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভান্ডারে প্রাপ্ত অর্থ এক হাজার থেকে বাড়িয়ে তিন হাজার করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই আবহে সেই প্রকল্পকে খোঁচা দিয়ে বিতর্ক উস্কে দিয়েছে বিজেপি। যদিও এই পোস্টার মারার দায় অস্বীকার করছে বিজেপিও। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের অন্যতম নেত্রী মমতাবালা ঠাকুর বলেন, ''পোস্টারে যে ভাষা ব্যবহার করেছে বিজেপি, তাতে মহিলাদের সম্মানহানি হয়েছে। মা, বোনেদের অসম্মান করাই বিজেপির সংস্কৃতি।'' যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে পোস্টার মারার দায় অস্বীকার করা হয়েছে। কল্যাণীর সাংগঠনিক শহর বিজেপির নেতা দাবি করেছেন, ''কে কোথায় বিক্ষিপ্ত ভাবে কোন পোস্টার লিখল, তার দায় দলীয়ভাবে বিজেপির নয়। শব্দ চয়নগত আপত্তি থাকলেও মূলভাব কখনই খারাপ বলা যায় না।''

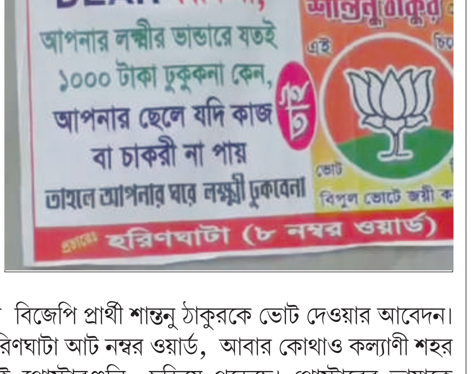

টানেলে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ মে ঃ সেভক রংপো টানেলে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। মৃত শ্রমিকের নাম শম্ভু ছেত্রী, বয়স ৪১ বছর, সেভকের বাসিন্দা। জানা যায় এদিন সেবক রংপুর রেল প্রকল্পে ১ নম্বর টানেলে কাজ চলছিল সেই সময় লোহার ব্লগ ওই শ্রমিকের মাথার ওপর পড়লে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অন্যান্য শ্রমিক সহ স্থানীয়রা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

অন্তিমলগ্নে তুঙ্গে ভোটপ্রচার, সুভাষ সরকারের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৯ মে ঃ হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন, তারপরেই ভোটদাতারা নিজেদের মত প্রকাশ করবেন। এর মাঝে নিজের সংসদীয় এলাকায় প্রতিটি গ্রামে হাজির হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ সুভাষ সরকার। আর যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই সমাদৃত হচ্ছেন, কথা বলছে জনতার সঙ্গে। বৃহস্পতিবার তিনি সদর থানার কালপাথর অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে হাজির হন। এই অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রাম বাসুলীজোড়ে হাজির হন, সুভাষ বাবুকে দেখে তারা আপ্লুত। সুভাষ বাবুও সকলের সাথে মত বিনিময় করেন এবং এই গ্রামে জাগ্রত গ্রাম্য দেবতাকে দর্শন করে সকলের মঙ্গল কামনা করেন। দীর্ঘ একমাসের অধিককাল ধরে তিনি যে ভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের সাথে সম্পর্ক তৈরী করছেন তা শিক্ষনীয় বলে মনে করছেন কর্মীরা।

সদ্যজাত উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ মে ঃ প্লাস্টিকে মোড়া অবস্থায় এক সদ্যজাতকে উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো শিলিগুড়ি সংলগ্ন শিবমন্দির এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে এক পরিত্যক্ত জমির মধ্যে থেকে প্লাস্টিকের ভেতরে ওই সদ্যোজাত কন্যা সন্তান উদ্ধার হয়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি দেখতে পেয়ে এলাকাবাসীরা খবর দেয় পুলিশকে। এরপর মাটিগাড়া থানার পুলিশ পৌঁছে সদ্যজাতকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই সদ্যজাত।

অবাক দৃশ্য

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৯ মে ঃ অবাক করা দৃশ্য দেখতে ভিড় জমে যায় বিলসিতে। একটি মালভোগ কলার ঝুকিতে ৪২ টি কলা ধরেছে। এমন ঘটনা এর আগে ঘটেছে কিনা সন্দেহ রয়েছে। এমন ঘটনার খবর চাউর হতেই ভিড় জমে যায় তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের অন্দরানফুলবাড়ি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলসি এলাকায়। দেবব্রত বর্মা একটি গাছ থেকে কিছুদিন আগেই কলার ছড়ি পেরে ঘরে রেখেছিলেন। সব কলা পাকার পর বৃহস্পতিবার কাদি থেকে কলা কাটতে গিয়ে নজরে আসে অবাক করা দৃশ্য।

উন্নতকরণ, ডীপস্ক্রীণিং, প্রস্তুতকরণ এবং অন্যান্য বিভিন্ন কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/১৭ অফ ২০২৪ তারিখঃ ০১-০৫-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা। ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার-মুকুরিয়াঃ এডিইএন/I/কাটিহারের অধীনে কাটিহার-মুকুরিয়া খণ্ডে সেসের উন্নতকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ১,০৮,১৪,৯২১.১২ টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,০৪,১০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ বারসোই জংশন-রাধিকাপুর খণ্ডে এসইজের (২৩৪ টি) টিএসআর এবং এসএসই/পি.ওয়ে/ফরবেসগঞ্জ জংশন খণ্ডের অধিনে এল জিজে টিএসআর (৬৪৮ টি)। টেন্ডার রাশিঃ ৫৬,৫৯,৩৭২.৫৭ টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ১,১৩,২০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/পূর্ণিয়া জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে কাটিহার-যোগবানী খণ্ডে রৌতারা য়ার্ড, পূর্ণিয়া জংশন য়ার্ড এবং জালালগড় য়ার্ডে ডীপ স্ক্রীণিং কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,১১,৫৮,১৪৭.৪১ টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,০৫,৮০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার মণ্ডলে পাকুর/বাকুড়ি/তালঝারী/রাজগ্রাম কোয়ারি থেকে ৫০ এমএম আকারের মেশিন ক্রাশ্ড পাকুর ভেরাইটি ব্যালাস্টের প্রস্তুতকরণ এবং যোগান। টেন্ডার রাশিঃ ৬,৪৭,৭৬,৯২০/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ৪,৭৩,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ৩১-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ৩১-০৫-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডেব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সেতুর কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/১৮ অফ ২০২৪ তারিখঃ ০২-০৫-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/বারসোই জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনের হাটিওয়ের-কুমেদপুরের মধ্যে বৃহৎ সেতু (মোট = ৪০ টি) এবং ছোট সেতু (মোট = ৩৪ টি) র সুরক্ষার কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৪,৯৯,৪৩,৫৫৭.৫৩ টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ৩,৯৯,৭০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/মালদা টাউনের অধীনে বৃহৎ সেতু নং. ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৪২ আপ এবং ডাউন লাইন এবং সেতু নং. ৩ আপ এবং ইএম ১৩ এর সুরক্ষা কার্য (মোট = ৪৪ টি)। টেন্ডার রাশিঃ ২,৬৩,২২,৩৫৮.৬৭ টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,৮১,৬০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ মালদা কোর্টে-এল/নং ১ এবং ২ এ (৬৫০ আরএম) প্রক্ষালনীয় এপ্রোনের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ২,৪৪,৯০,৯৭৫.৫০ টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,৭২,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ৩১-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ৩১-০৫-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডেব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

উত্তর পূর্ব রেল

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

প্রধান কর্মশালা ব্যবস্থাপক এন.ই রেলওয়ে এর জন্য ডিওয়াই সিএমই/ প্ল্যান্ট, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরখপুর-এর জন্য এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে-ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর এবং কাজের নামঃ টেন্ডার নম্বর- ''৫৯-জিকেপি - এমডব্লুএস -২০২৩- ২৪-১'' ''মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ গোরখপুরে রক্ষণাবেক্ষণের সময় এলএইচবি চাকার আল্ট্রাসনিক টেস্টিং'', আনুমানিক খরচ (₹): ৩৭,৪৫, ৫৭৯.৬০ টাকা, অগ্রিম মূল্য (₹) ঃ ৭৪,৯০০.০০, টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ৩০.০৫.২০২৪, ১১.০০ পর্যন্ত, টেন্ডার ফর্মের খরচ (₹)ঃ শূন্য, চুক্তির মেয়াদঃ ১২ মাস। দ্রষ্টব্যঃ উপরোক্ত দরপত্রের বিশদ বিবরণ ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট http:www//ireps.gov.in -এও উপলব্ধ।

ডিওয়াই. সিএমই (প্ল্যান্ট), মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ গোরখপুর

CPRO/Mech-13

''ট্রেনে দাহ্য বৈদ্যুতিক নিয়ে ভ্রমণ করবেন না''

ফর্ম বি
গন প্রচারণা
[ভারতীয় দেউলিয়া এবং দেউলিয়াত্ব বোর্ডের প্রবিধান ১২ (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন, ২০১৬]
কুন্দন সাপ্লায়ার্স প্রাইভেট লিমিটেডের স্টেকহোল্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট দেনাদারের নাম	কুন্দন সাপ্লায়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট দেনাদারের অন্তর্ভুক্তির তারিখ	২৬।০৫।২০১০
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট দেনাদার অন্তর্ভুক্ত / নিবন্ধিত	আরওসি- কলকাতা
৪.	কর্পোরেট পরিচয় নম্বর / কর্পোরেট দেনাদারের সীমিত দায় শনাক্তকরণ নম্বর	U519091N132010PTC149444
৫.	কর্পোরেট দেনাদারের নিবন্ধিত অফিস এবং প্রধান অফিসের ঠিকানা (যদি থাকে)	১, হিন্দুস্থান পার্ক, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা, ৭০০০২৯
৬.	দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া বন্ধ করার তারিখ	০৮।০৫।২০২৪
৭.	কর্পোরেট দেনাদারের লিকুইডেশন আরম্ভের তারিখ	০৮।০৫।২০২৪
৮.	লিকুইডেটর হিসাবে কাজ করা দেউলিয়া পেশাদারের নাম এবং নিবন্ধন নম্বর	নাম- মি. পঙ্কজ কুমার কেদিয়া। রেজি নং. IBBli IPA-00111P-P01037/2017-2018/11710
৯.	বোর্ডের সাথে নিবন্ধিত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ই-মেইল	ঠিকানাঃ ১, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০০০১ ইমেইল আইডি- pkkedia2@rediffmail.com
১০.	লিকুইডেটরের সাথে চিঠিপত্রের জন্য ঠিকানা এবং ই-মেইল ব্যবহার করা হবে	ঠিকানাঃ ১, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০০০১ ইমেইলআইডি cirp.kundansuppliers@qmaitcom
১১.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৭।০৬।২০২৪

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা ০২.০৫.২০২৪ তারিখে কুন্দন সাপ্লায়ার্স প্রাইভেট লিমিটেডের -এর লিকুইডেশন শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে (০৮.০৫.২০২৪ তারিখে অর্ডার প্রাপ্ত হয়েছে)।
কুন্দন সাপ্লায়ার্স প্রাইভেট লিমিটেডের -এর স্টেকহোল্ডারদের এতদ্বারা ০৭।০৬।২০২৪ তারিখে বা তার আগে আইটেম নং ১০ এর বিপরীতে উল্লিখিত ঠিকানায় লিকুইডেটরের কাছে প্রমাণ সহ তাদের দাইম জমা দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে।
আর্থিক পাওনাদারগণ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দিতে হবে। অন্য সব পাওনাদার ব্যক্তিগতভাবে, ডাকযোগে বা ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রমাণ সহ দাবি জমা দিতে পারে। দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা হবে।
লিকুইডেটরের নাম ও স্বাক্ষরঃ পঙ্কজ কুমার কেদিয়া
তারিখ ঃ ০.০৫.২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- এস/৬৬/০৩/২৪-২৫, তারিখঃ ০৭-০৫-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ
ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. কেটি২৪৫২২৯,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৬-০৬-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণ ঃ পিভিসি ইনসুলেটেডআর্মর্ডি আনস্ক্রিনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং ক্যাবল ১২ কোর ১.৫ বর্গমিমি কপার থেকে স্পেক নং. আইআরএসঃএস-৬৩/২০১৪ (আরইভি- ৪.০) সর্বশেষ সহ। প্রেরক ঃ এসএসই/এসআইজি/কিষাণগঞ্জ, এনএফআর, পরিমাণ-২০ কিলোমিটার।
দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

ডিওয়াই. সিএমএম/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বেড়ানো

চলুন বেড়িয়ে আসি গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিটে

বাংলা মাধ্যম স্কুলে গরমের ছুটি পড়ে গিয়েছে। কিন্তু ইংলিস মাধ্যম স্কুলে ছুটি পড়ে নি। তবে পড়বে পড়বে করছে। তাই সকলেই প্রায় পরিকল্পনা করে রাখছেন বা রেখেছেন কোথাও বেড়াতে যাওয়ার। আমার আজকের এই লেখাতে সেই রকমই একটা জায়গার কথা বলতে খুবই ইচ্ছা করছে। ঠিক ঘরের কাছে। সেখানে যেতে খুব একটা সময় লাগে না। মনেরম পরিবেশে পাহাড়ের কোলে বেশ কটা দিন কাটিয়ে আসতে পারেন। তবে ভাববেন না গরমের কথা। সকালের দিকটা বেশ গরম লাগলেও বিকাল হতে না হতে সেখানকার পরিবেশ আরও মনোরম হয়ে ওঠে। সকালের গরমের কথা আপনাকে একেবারেই ভুলিয়ে দেবে। মন প্রাণ যেন জুড়িয়ে যাবে আপনার। তবে দুপুরের গরম থেকে নিস্তার পেতে সেখানে রয়েছে সমস্ত রকম ব্যবস্থা। তাই বেশি না ভেবে চলে আসুন গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিটে। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে। হাতের কাছেই পাবেন সমস্ত কিছু। শান্ত পরিবেশ প্রকৃতির অপূর্ব রূপ দেখে আপনার মন ভরে যাবে। বিকালের দিকে বা খুব সকলে চাইলে পাহাড়ের ওপরে চড়তে পারেন। ওপর থেকে শুধু তাকিয়ে দেখবেন রিট্রিটের অপূর্ব দৃশ্য। দেখবেন পুরলিয়ার মনোরম দৃশ্য। নানা রঙের ফুল দেখে মনটা কয়েকদিনের জন্য কলকাতার চিরাচরিত চেনা ছবিটা হয়ত ভুলে যেতে পারেন। সেখানে রয়েছে নানারকমের গাছপালা। সবুজের সমারোহ দেখেও মন ভরিয়ে তুলতে পারেন। সন্ধ্যে হলেই সূর্য কিভাবে পাঠে নামছেন তা দেখার সুযোগ না ছাড়াই ভালো। সূর্যমামা পাঠে চলে গেলেই একে একে রিট্রিটের সমস্ত আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সেই সঙ্গে শাঁওতালি নাচের আনন্দও নিতে পারেন। তার জন্য আগে থেকে জানিয়ে রাখলে সুবিধা হয়। তারই পাশাপাশি হাতের কাছেই পাবেন গরম গরম মুখরোচক খাবারদাবার। মন ভরে উঠবেই। অনাবিল শান্ত পরিবেশে রাতের ঘুম আপনাকে কোথায় নিয়ে যাবে তা অনুভবই করতে পারবেন না। সকালে ঘুম ভাঙবে নানান পাখির সুমধুর সুরে। যাদের গানে ছন্দ সুর তাল সবই আপনার মন ভরিয়ে তুলবে। সে এক সুন্দর জগতে নিয়ে যাবে আপনাদের। বাড়ির মতোই সমস্ত আরাম এখানে পাবেন। তাই কোনও রকম ভাবনা চিন্তা না কের বুক করে ফলুন গীতাঞ্জলির ঘর। শীতকালেও যেতে পারেন। তার জন্যও এখন থেকে ঘর বুক করার পরিকল্পনা থাকলে তিনিও যোগাযোগ করতে পারেন গীতাঞ্জলি রিট্রিটের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। তবে আগে থেকে ঘর বুক না করলে ঘর সেখানে না ও পেতে পারেন। হাওড়া থেকে ট্রেনে পুরুলিয়া যেতে পারেন। অথবা ধর্মতলা থেকে বাসেও পুরুলিয়া যেতে পারেন। তবে ট্রেনে যাওয়াই সব থেকে ভালো। তবে যাদের গাড়ি রয়েছে বা ভাবছেন গাড়ি নিয়ে যাবেন তাদের বলি, সেখানে তাদের গাড়ি রাখাও ববেস্থা রয়েছে। তবে এখানে একটা কথা না বললে ভুল হবে । এই গীতাঞ্জলি রিট্রিটের কর্তৃপক্ষ এক অপূর্ব সুযোগ সকলের জন্য তুলে ধরেছে। তা হল প্যাকেজ সিস্টেম। এই প্যাকেজের মধ্যেই আপনি বেড়াতে যাওয়ার সমস্ত আনন্দ নিংরে মুছরে নিতে পারবেন। তাহলে আসা যাক সেই কথায়। জন প্রতি মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় সেখাকার আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ। বিষয়টা তাহলে খুলেই বলা ভালো। সেখানে থাকা খাওয়া সহ তিন দিন দুই রাতের জন্য জন প্রতি মাত্র ৫০০০ টাকা করে ধার্য করেছে কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, আপনি শুধু যেমন করেই হোক পুরুলিয়া স্টেশনে পৌঁছান, তার পর থেকে সব দায়িত্ব তাদের, কিভাবে রিট্রিটে পৌঁছাবেন তার ব্যবস্থা তারা করবেন। সেখানে থাকার সুব্যবস্থা সহ সকলের ব্রেকফাস্ট ও দিনে রাতের খাওয়াদাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থাও তাদের। আবার দেখুন শুধু তাই নয়, পুরুলিয়ার আরসা গ্রামের পাহাড়ি এলাকায় মুরগুমা আপার ও লোয়ার ড্যাম সহ পাখি ও ময়ূর পাহাড়, দেখতে পাবেন মুখোশ গ্রাম, উপভোগ করতে পারবেন মারবেল লেক ও ভূমি ফলস্-র অপূর্ব মনোরম দৃশ্য একবারে বিনা পয়সায়। তার সঙ্গে যেতে পারবেন দেউলঘাটা সহ আরও প্রচুর জায়গায়। তাই দেরি না করে আজই বুক করুন। তার সঙ্গে পেয়ে যান ১০ শতাংশ ছাড়। এই সুযোগ হাত ছাড়া করলে হয়ত ভুল করবেন। চিন্তা করবেন না, ফিরে আসার সময় তারাই আপনাকে পুনরায় পুরুলিয়া স্টেশনে নামিয়ে দেবেন। যাতে আপনি পুনরায় নিজে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন এক বুক আনন্দ নিয়ে। ঘরে বুক করতে আজই ফোন করুন ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮, ৮৮২০-০৭১৮২৭ অথবা ৮৩৩৪৮-২৬৯৭৫ -এ যোগাযোগ করে।

এনএআরএমইউ সাথে ১৩তম বৈঠক গোরখপুরের জিএম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হল

৯ মে ঃ শ্রীমতি সৌম্য মাথুরের সভাপতিত্বে, মহাব্যবস্থাপক, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, এন.ই. রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নের (এনএআরএমইউ) সাথে স্থায়ী আলোচনা প্রক্রিয়ার (পিএনএম) দুই দিনের ১৩তম বৈঠকটি গোরখপুরের জেনারেল ম্যানেজার কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ৯ মে, ২০২৪ তারিখে সভার প্রথম দিনে, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী দীনেশ কুমার সিং, সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শ্রী নীলমণি, প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার শ্রী অজয় কুমার শ্রীবাস্তব, প্রধান বিভাগীয় প্রধান, চিফ পার্সোনেল অফিসার প্রশাসন মিঃ অবধেশ কুমার, সেক্রেটারি জেনারেল ম্যানেজার মিঃ আনন্দ ঋষি শ্রীবাস্তব, মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক মিঃ পঙ্কজ কুমার সিং, সিনিয়র রেল অফিসার, নর্মুর চেয়ারম্যান মিঃ বসন্ত লাল চতুর্বেদী, সাধারণ সম্পাদক মিঃ কে.এল. গুপ্তাসহ সদর দপ্তর ও তিনটি বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তৃতা করে, জেনারেল ম্যানেজার মিসেস সৌম্য মাথুর বলেন যে স্থায়ী সংলাপ প্রক্রিয়া সভা একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে কর্মচারীদের সমস্যাগুলি প্রধান বিভাগীয় প্রধান এবং ইউনিয়নগুলির সাথে আলোচনা করে সহজেই সমাধান করা যেতে পারে। এনই প্রশাসন রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন থেকে সমান সহযোগিতা পাচ্ছে। এ রেলপথের অগ্রগতিতে ইউনিয়নের অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়।২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের অগ্রগতি তুলে ধরে, জেনারেল ম্যানেজার মিসেস মাথুর বলেছেন যে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ব্রডগেজ রেল নেটওয়ার্ক ১০০ শতাংশ বিদ্যুতায়িত হয়েছে। তিনি বলেন, গাজীপুর সিটি ও গাজীপুর ঘাট থেকে তরিঘাট নতুন রেললাইন সফলভাবে চালু হয়েছে। নতুন এই রেললাইনটি নির্মিত হলে গাজীপুর শহর থেকে দিলদার নগর স্টেশনের দূরত্ব হবে প্রায় দেড়শ কিলোমিটার। কমে ২৯ কিমি. কিছু ঘটেছিল. মহাব্যবস্থাপক বলেছেন যে ভারতীয় রেলওয়ের অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ১৩০০ টিরও বেশি স্টেশন পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে, যার মধ্যে এই রেলওয়ের ৫৮টি স্টেশন রয়েছে। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের প্রথম পুনর্নির্মিত স্টেশন, গোমতী নগর স্টেশনটি আধুনিক পদ্ধতিতে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে এবং গোরখপুর স্টেশনের পুনর্নির্মাণের কাজও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হবে।

বন্দে ভারত ট্রেন, একটি প্রতিশ্রুতিশীল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করে

কলকাতা, ৯ মে ঃ ভারতীয় রেল বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা যেমন পরিচালনা করে জনসংখ্যার সমস্ত স্তরের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের পরিবহন সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্বল্প দূরত্ব, দীর্ঘ দূরত্ব, সংরক্ষিত, অসংরক্ষিত ইত্যাদিবর্তমানে, বন্দে ভারত ট্রেনের ১০২টি পরিষেবা সারা দেশে পরিচালিত হয়। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস জনপ্রিয় ট্রেন হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বন্দে ভারত ট্রেনের জনপ্রিয়তা অনুমান করা যেতে পারে যে ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত, ২ কোটি ১৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ এটিতে ভ্রমণ করেছে। ০৭ মে ২০২৪ তারিখে বন্দে ভারত ট্রেনগুলির দখল ছিল ৯৮। বন্দে ভারত ট্রেন পরিষেবাগুলিকে ভালভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে যেখানে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৭ মে পর্যন্ত গড় দখল ১০৩ ছিল। ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে, বন্দে ভারত ট্রেনগুলির সামগ্রিক দখল ৯৬ এর উপরে ছিল।বন্দে ভারত এক্সপ্রেস মানুষকে বিমান ভ্রমণের মতো অভিজ্ঞতা প্রদান করছে। এই কারণেই মানুষ বন্দেভারত এক্সপ্রেসে ভ্রমণ করতে পছন্দ করে। একভাবে, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস উন্নযন, আধুনিকতা, স্থিতিশীলতা এবং স্বনির্ভরতার সমার্থক হয়ে উঠেছে।দেশের ২৮৪টি জেলা বন্দে ভারতে যুক্ত হয়েছে। সারা দেশে মোট ২৮৪টি জেলা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের পরিষেবার সাথে যুক্ত হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরও বাড়তে থাকবে। মোট ১০২টি বন্দে ভারত ট্রেন রেলওয়ে নেটওয়ার্কের ১০০টি রুটে পরিষেবা প্রদান করছে। বন্দে ভারত ট্রেন এক বছরে পৃথিবীর ৩১০ চক্করের সমান দূরত্ব অতিক্রম করেছে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে বন্দে ভারত ট্রেনগুলির দ্বারা কভার করা দূরত্ব, অর্থাৎ আপ-ডাউন চলাচলের পরিমাণ, প্রায .৩১০ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার সমতুল্য। রেল যাত্রীদের মধ্যে বন্দে ভারত জনপ্রিয়তা বিবেচনা করে, এখন বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনও চালু করার প্রস্তুতি চলছে। এ জন্য খুব দ্রুত কাজ চলছে।যে বৈশিষ্ট্যগুলি বন্দেভারতকে বিশেষ করে তোলে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সমস্ত কোচে স্বয়ংক্রিয় দরজা, জিপিএস ভিত্তিক যাত্রী তথ্য ব্যবস্থা, ওয়াই-ফাই পরিষেবা এবং আরামদায়ক আসন রয়েছে। এক্সিকিউটিভ কোচের ১৮০ ডিগ্রি সুইভেল আসনের অতিরিক্ত সুবিধা রয়েছে। সমস্ত কোচে গরম খাবার এবং ঠান্ডা পানীয় পরিবেশনের জন্য একটি প্যান্ট্রি সুবিধা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, গতি নিরাপত্তা এবং আরাম এই ট্রেনের বৈশিষ্ট্য।কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে, বন্দে ভারত ট্রেনে একটি পুনর্জন্মগত ব্রেক সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের কোচগুলি সাউন্ড প্রুফ। এ ছাড়াও, বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের নতুন ডিজাইনে বায়ু পরিশোধনের জন্য ছাদে-মাউন্টেড প্যাকেজ ইউনিটে একটি ফটো-ক্যাটালিটিক আল্ট্রাভায়োলেট এয়ার পিউরিফিকেশন সিস্টেম ইনস্টল করা আছে।

অস্থিরতা তৈরিই লক্ষ্য, ভারতের নির্বাচনে নাক গলাচ্ছে আমেরিকা',ভারতের পাশে রাশিয়া

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ খলিস্তানি জঙ্গি গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নুনকে ভারতীয় গুপ্তচর বাহিনীর খুনের ছকের মার্কিন দাবি নস্যা করল রাশিয়া। ভোটের সময় ভারতে অস্থিরতা তৈরি করাই আমেরিকার লক্ষ্য বলে দাবি করেছে রুশ বিদেশমন্ত্রক। রুশ বিদেশমন্ত্রক বলেছে, এই ইস্যুতে কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেনি আমেরিকা।রুশ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা প্রতিদিনের মতো সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে বলা যায় ওয়াশিংটন কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। পান্নুনকে খুনের ছক কষা হয়েছিল আর তার পিছনে ভারতীয় নাগরিকের হাত ছিল এমন প্রমাণ আমেরিকার হাতেই নেই।এ ধরনের গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রমাণাভাবে অনুমান নির্ভরতা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। আমেরিকা ভারতের মানসিকতা না বুঝেই সেদেশের মানুষের প্রতি অসম্মান করেছে বলে তাঁর মত। আসলে ভারতে সংসদীয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে করা যাতে কঠিন হয়ে পড়ে, তার চেষ্টা করছে আমেরিকা।তিনি আরও বলেন, আমরা দেখেছি ধারাবাহিকভাবে

আমেরিকা ভারত ও অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে প্রমাণহীন অভিযোগ তুলেছে। এইসব অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। ভারত নাকি ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘন করছে, এমন সব আজগুবি অভিযোগ তোলা হয়েছে। আসলে ওরা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরা এবং জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়।রুশ মুখপাত্র মারিয়া আরও বলেন, এতে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করেছে আমেরিকা। মারিয়ার কথায়, আমি নিশ্চিত এগুলো হল আধুনিক উপনিবেশবাদী মানসিকতা। এই মানসিকতার জন্ম ঔপনিবেশিক যুগে, দাস ব্যবসার যুগে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুগে।উল্লেখ্য, এর আগে মার্কিন একটি সংবাদপত্র ওয়াশিংটন পোস্টে খবর বেরিয়েছিল যে, ভারতের গুপ্তচর সংস্থা খলিস্তানি জঙ্গি পান্নুনকে খুনের ছক কষেছিল। যদিও ভারত সেই অভিযোগ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বলে উড়িয়ে দিয়েছিল।

সেবক-রংপো নতুন রেললাইন প্রকল্পে অন্য একটি ফলক

মালিগাঁও, ৯ মে ঃ ৮মে, ২০২৪ তারিখে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত সেবক-রংপো রেল প্রোজেক্ট (এসআরআরপি)-এরটানেল নং টি-০৪পি২ (দৈর্ঘ্য ৩৯৪৮ মিটার)-এরঅ্যাডিট-এ এক সাফল্য অর্জন করা হয়েছে। এই টানেলের সাফল্যের ফলে এই প্রকল্পের সমস্ত অ্যাডিট টানেল খননের কার্যকলাপ সফল ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার হনুমান ঝোরা নিকটে অবস্থিত ৫৯৯মিটার দৈর্ঘের ইভাকুয়েশন টানেলের পাশাপাশি মূল টানেল টি-০৪ এর দৈর্ঘ ৩৯৪৮মিটার। মূল টানেলটি দুর্বলওপ্রত্যাহ্বানমূলকভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা এবং তরুণ হিমালয়ের ভূকম্পীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রসারিতহয়েছে।এসআরআরপি-এর অন্যান্য সমস্ত টানেলের মতো মাটির ভারের দুর্বলতা প্রতিরোধ করতে, সর্বশেষও সবচেয়ে আধুনিকও পরিশীলিত টানেলিং টেকনোলজি তথা নিউঅস্ট্রিয়ান টানেলিং মেথড (এনএটিএম) ব্যবহার করা হয়েছে। সেবক-রংপো নতুন রেল সংযোগী প্রকল্পটি প্রায় ৪৫কি.মি. লম্বা, যা সেবক (পশ্চিমবঙ্গ) ওরংপোকে (সিকিম) সংযুক্ত করবে এবং ১৪টি টানেল, ১৩টি মেজরব্রিজ, ০৯টি মাইনর ব্রিজও ৫টি স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘতম টানেলটি (টি-১০) ৫.৩ কি.মি. এবং দীর্ঘতম ব্রিজটি (ব্রিজ-১৭) ৪২৫ মিটার লম্বা। সমগ্র প্রকল্পটির প্রায় ৩৮.৬৫কি.মি. বিন্যাস টানেলের মাধ্যমে অতিক্রম হয়েছে।

টানেল নির্মাণের ৯৩কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে টানেলটি-১৪ ও টি-০৯-এর ফাইনাল লাইনিং সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং টানেলটি-০২,টি-০৩,টি-০৫, টি-০৬,টি-০৭,টি-১০, টি-১১ওটি-১২-এর কাজ অগ্রগতি লাভ করেছে। আজকের তারিখ পর্যন্ত মোট১৩.১৩কিমি লাইনিং সম্পূর্ণ হয়েছে। সবগুলি সেকশনে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টাই কাজ চালানো হচ্ছে। এটি ভারতের অন্যতম একটি মর্যাদা পূর্ণনির্মীয় মাণ জাতীয় প্রকল্প এবং প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে প্রথমবারের জন্য সিকিম রেলওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে যাবে। এই রেল নেটওয়ার্কটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর সিকিমের সাথে একটি বিকল্পমূলক এবং স্থিতিশীল সংযোগ প্রদান করবে। প্রকল্পটি শীঘ্র সম্পূর্ণ করতে বর্তমানে টানেল, ব্রিজ ও স্টেশন ইয়ার্ড নির্মাণ সম্পর্কিত সমস্ত কার্যকলাপ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চালানো হচ্ছে।

Name Change

I JAY BOTHRA, S/O POONAM CHAND BOTHRA, R/O 132A, RAJA RAJENDRALAL MITRA ROAD, BELIAGHATA, KOLKATA -700085, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAY KUMAR BOTHRA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/05/2024, THAT JAY KUMAR BOTHRA AND JAY BOTHRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি, MOHAMMAD RABBUDDIN, ঠিকানা UMAR SARDAR ROAD,MARWARIKAL, PO-HAZINAGAR, PS-HALISAHAR,DIST-NORTH 24 PARGANAS, PIN-743135, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 09052024 এর Affidavit নম্বর ৪১, দ্বারা আমার পুত্র ABDULLAH BIN MOHAMMAD RABIUDDIN (পুরাতন নাম) এখন থেকে MOHAMMAD ABDULLAH (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। MOHAMMAD ABDULLAH (নতুন নাম) এবং ABDULLAH BIN MOHAMMAD RABIUDDIN (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, MOHAMMAD RABBUDDIN, ঠিকানা UMAR SARDAR ROAD,MARWARIKAL, PO-HAZINAGAR, PS-HALISAHAR,DIST-NORTH 24 PARGANAS, PIN-743135, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 09.05.2024 এর Affidavit নম্বর ৪৩, দ্বারা আমার কন্যা GULNAAZ RAB KHURSHIDA (পুরাতন নাম) এখন থেকে GULNAAZ FATIMA (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। GULNAAZ FATIMA (নতুন নাম) এবং GULNAAZ RAB KHURSHIDA (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, MD RABBUDDIN AND MOHAMMAD RABUDDIN AND MOHAMMAD RABIUDDIN (পুরাতন নাম) পিতা LATE MOHAMMAD ISLAM, ঠিকানা- UMAR SARDAR ROAD, MARWARIKAL,PO-HAZINAGAR, PS-HALISAHAR,DIST- NORTH 24 PARGANAS, PIN-743135, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 07.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে MOHAMMAD RABBUDDIN (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। MOHAMMAD RABBUDDIN (নতুন নাম) এবং MD RABBUDDIN AND MOHAMMAD RABUDDIN AND MOHAMMAD RABIUDDIN (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Ashok Kumar S/o. Prem Chand R/o. 212, Girish Ghosh Road, Belur, Forum Pravesh (Block-M), 11th Floor, Flat No.-4, Bally (M), Howrah-711202, W.B. shall henceforth be known as Ashok Goyal. I declare that Ashok Goyal and Ashok Kumar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-05-2024.

Name Change

I, Ranjit Chandra Sikder (Old Name) S/o Nakul Sikdar Residing at Paschim Harindanga, Haritala, Nadia, W.B-741502, India shall henceforth be known as Ranjit Sikdar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-05-2024. Ranjit Chandra Sikder (Old Name) and Ranjit Sikdar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Bikash Kumar Sikder (Old Name) S/o Ranjit Sikdar Residing at West Harindanga, P.O.- Haritala, P.S.- Hanskhali, Nadia, W.B- 741502, India shall henceforth be known as Bikash Sikdar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-05-2024.Bikash Kumar Sikder (Old Name) and Bikash Sikdar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Ajit Sarkar S/o. Late Makhan Lal Sarkar R/o. Vill. - Islampur, P.O.- Nahata, P.S.- Gopalnagar, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-743290 shall henceforth be known as Ajit Kumar Sarkar. I declare that Ajit Kumar Sarkar and Ajit Sarkar is same and one identical person by virtue of an affidavit no. 560 sworn before the Ld. 1st Class A.C.J.M. at Bongaon, 24 Pgs. (N) on 29-01-2024.

Name Change

I, Subrata Banerjee (Old Name) S/o Late Samar Banerjee Residing at Tower 4 Floor 10/B, 449/A/2, G T Road, Prayag New Kolkata , Serampur Uttarpara, Hooghly W.B- 712202 ,India shall henceforth be known as Subrato Banerjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-05-2024. Subrata Banerjee (Old Name) and Subrato Banerjee (New Name) both are same and one identical person

নাম পরিবর্তন

আমি Rausonara Begum (পুরাতন নাম) স্বামী Mir Usuf ঠিকানা at Vill.- Banberia, P.O.- Kharrah, P.S.- Indus, Bankura-722205 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 09-05-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mir Raosana Begum (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mir Raosana Begum (নতুন নাম) ও Rausonara Begum (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Shaikh Dulara (পুরাতন নাম) পিতা Sk Safur ঠিকানা at 70D, Tiljala Road, P.O.- Gobinda Khatick Road, P.S.- Beniapukur, Kolkata-700046 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 09-05-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sk Dulara (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sk Dulara (নতুন নাম) ও Shaikh Dulara (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Shaikh Shahzada (পুরাতন নাম) পিতা Sk Dulara ঠিকানা at 70D, Tiljala Road, P.O.- Gobinda Khatick Road, P.S.- Beniapukur, Kolkata-700046 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 09-05-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sk Shahzada (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sk Shahzada (নতুন নাম) ও Shaikh Shahzada (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Fatema Begum (পুরাতন নাম) স্বামী Mir Unas ঠিকানা at Vill.-Banberia, P.O.- Kharrah, P.S.- Indus, Bankura-722205 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 09-05-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mir Fatema Begum (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mir Fatema Begum (নতুন নাম) ও Fatema Begum (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Suman Devi (পুরাতন নাম) স্বামী Sonalal ঠিকানা at 663K, Mochi Tola Near Shiv Mandir, Bairla, Ballia, U.P.-277201 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 09-05-2024 এর Affidavit no.106/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Suman (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Suman (নতুন নাম) ও Suman Devi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Nagma Parveen Anees Alam (পুরাতন নাম) স্বামী Anees Alam ঠিকানা at 22D, 2nd Floor, Chandra Nath Roy Road, Sapgachhi Auto Stand, Tiljala, Kolkata-700039, Dist.- 24 Pgs. (S), W.B. কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 09-05-2024 এর Affidavit no. 107/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rashmi Patel (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nagma Parveen (নতুন নাম) ও Nagma Parveen Anees Alam (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Suraj Keshari (পুরাতন নাম) পিতা Sonalal Keshri ঠিকানা at 5, Sonarpur Road, Jain Kunj, B.B. Hall Brace Briidge, Kolkata-700088 ১ ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট Dated 16-04-2024 এর Affidavit no. 6439 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Suraj Keshri (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Suraj Keshri (নতুন নাম) ও Suraj Keshari (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Shaikh Samiul Ali (পুরাতন নাম) পিতা Late Shaikh Makbul Ali, ঠিকানা- VILL-Garpurusottampur, P.O.- Pratappur, P.S.- Panskura, East Medinipur - 721152, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 09.05.2024 এর Affidavit নম্বর ১৪, দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shaikh Samiul (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shaikh Samiul (নতুন নাম) এবং Shaikh Samiul Ali (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, KHURSHIDAH KHATOON AND KHURSHIDA KHATUN (পুরাতন নাম) স্বামী MOHAMMAD RABBUDDIN, ঠিকানা 74/31/35,UMAR SARDAR ROAD,PO-HAZINAGAR, PS -HALISAHAR, DIST-NORTH 24 PARGANAS ,PIN-743135, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 07022024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে KHURSHIDA KHATOON (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। KHURSHIDA KHATOON (নতুন নাম) এবং KHURSHIDAH KHATOON AND KHURSHIDA KHATUN (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I TITHI HALDER, W/O ABIR HALDER, R/O SHERPUR RAMCHANDRAPUR, USTHI, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743514, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TITHI HALDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/05/2024, THAT TITHI HALDAR AND TITHI HALDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PRASANTA DAM, S/O PRADIP KUMAR DAM, R/O 83/2, BOSE PUKUR ROAD, KASBA, KOLKATA - 700042, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRASANTA DAM CHOWDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/05/2024, THAT PRASANTA DAM AND PRASANTA DAM CHOWDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Zobayer Islam (old name) S/O Ahasan Habib, residing at Vill.- Jashaikati, P.O.- Jashaikati, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin-743401, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Zobayerul Islam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/05/2024. Md Zobayerul Islam (new name) and Zobayer Islam (old name) both are same identical person.

Name Change

I ASHISH RAISURANA,SON OF LATE NARENDRA CHANDRA RAISURANA, RESIDING AT HB 259, SALTLAKE CITY,SECTOR-III, BIDHANNAGAR, PO-IB MARKET, PS-BIDHANNAGAR SOUTH, NORTH 24 PARGANAS - 700106,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHISH CHANDRA RAISURANA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT SEALDAH KOLKATA ON 06/05/2024. THAT ASHISH RAISURANA AND ASHISH CHANDRA RAISURANA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I BNINTALI DAS, DAUGHTER OF BIMAL CHANDRA DAS, RESIDING AT 174/D PANCHANANTALA ROAD, PASCHIM PUTIARY, KOLKATA - 700041,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BINTALI DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/05/2024.THAT BNINTALI DAS AND BINTALI DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I TANIQUSH JAISWAL,SON OF RAMESH CHANDRA JAISWAL, RESIDING AT 9/39 KINGS ROAD, HOWRAH -711101, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TANISHQ JAISWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS EXECUTIVE MASIGITRATE AT HOWRAH ON 06/11/2023.THAT TANIQUSH JAISWAL AND TANISHQ JAISWAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I DASARATH SINHA, SON OF ATAL SINHA, RESIDING AT KHARDAKULBARIA, PO-BERBARI, PS-BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS -743270, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DASHARATH SINHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/05/2024.THAT DASARATH SINHA AND DASHARATH SINHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Md Aftab Alam (old name) S/O Late Abdul Rahman, Presently residing at 52, Taltala Lane, P.S.- Taltala, Kolkata-700016, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Aftab Alam (new name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate at Sealdah (Kolkata) on 04/03/2024. Aftab Alam (new name) and Md Aftab Alam (old name) both are same identical person

Name Change

I, Sapna Roy (old name) D/O Dinabandhv Verman, residing at 15, Sarbahar Colony Baranagar, PO- I S I, Barrackpore, 700108, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Swapna Roy (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/05/2024. Swapna Roy (new name) and Sapna Roy (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Papia Das (পুরাতন নাম) স্বামী Samiran Das, ঠিকানা 75 Oli Chandi Tala Road, South Udaypur, North Dumdum (M), P.S.- Nimta, Dist- North 24 Parganas- 700049, West Bengal, India, ব্যারাকপুর 1st class ম্যাজিস্ট্রেট, Dated 16.04.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Papiya Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Papiya Das (নতুন নাম) এবং Papia Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Gulbhar Bibi (old name) W/O Sheikh Jaan Mohammad, Presently residing at Jaita Para Ketoner Math, P.O.- Jagannath Nagar, P.S.- Maheshtala, Dist-South 24 Pgs, Pin- 700140, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Gulbahar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/05/2024. Gulbahar (new name) and Gulbhar Bibi (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mohammad Anisur Rahmam Laskar (old name) S/O Mohammad Ali Akbar Laskar, residing at Vill-Kushadanga, P.O.- Dhulagori, P.S.- Panchla, Dist- Howrah, Pin- 711302, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammad Anisur Rahman Laskar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/05/2024. Mohammad Anisur Rahman Laskar (new name) and Mohammad Anisur Rahmam Laskar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sanjoy Kumar Mondal S/O Parkash Chandra Mondal, declare that my daughter said name Sinjoni Mondal (old name) Presently residing at Sainpala, Ward No. 8, P.O.- Basirhat, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin-743411, West Bengal, India, have changed my daughter name to (shall henceforth be known as) Sinjini Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/05/2024. Sinjini Mondal (new name) and Sinjoni Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Nazmul Islam (old name) S/O Aliul Rahaman Molla, Presently residing at Vill- Uttar Debipur, P.O.- Champapukur, P.S.- Matia, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743291, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Najmul Islam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/05/2024. Najmul Islam (new name) and Nazmul Islam (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mahiuddin Gazi (old name) S/O Naoser Gazi, Presently residing at Vill-Katakhali, P.O.- Barunhat, P.S.- Hingalganj, Dist- North 24 Pgs, Pin-743426, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohiuddin Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/05/2024. Mohiuddin Gazi (new name) and Mahiuddin Gazi (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Tapan Kumar Samonta (old name) S/O Dharonidhar Samanta, residing at Vill.- Rampur, P.O.- Irkona, P.S.- Galsi, Dist- Purba Bardhaman, Pin- 713428, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Tapan Kumar Samanta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/05/2024. Tapan Kumar Samanta (new name) and Tapan Kumar Samonta (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Vijay Agarwal (old name) S/O Jugal Kishor Agarwal, residing at 105A, Block- B, Lake Town, South Dumdum (M), Dist- North 24 Pgs, Pin- 700089, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Vijay Kumar Agarwal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/05/2024. Vijay Kumar Agarwal (new name) and Vijay Agarwal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Jayashri Banerji (old name) W/O Kalidas Banerjee, residing at Pelican Southend 1, H No- 3528, 4th Floor, Flat- 4A, Nayabad Back Side of Eden Residence, P.S.- Panchasayar, Kolkata- 700094, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Joyshree Banerjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/05/2024. Joyshree Banerjee (new name) and Jayashri Banerji (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Jayanta Kr Samonta (old name) S/O Tapan Kumar Samonta, residing at Vill.- Rampur, P.O.- Irkona, P.S.- Galsi, Dist- Purba Bardhaman, Pin-713428, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Jayanta Kumar Samanta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/05/2024. Jayanta Kumar Samanta (new name) and Jayanta Kr Samonta (old name) both are same identical person.

Name Change

I MONOJ MONDAL AND MANOJ MANDAL,SON OF JAGADISH MONDAL, RESIDING AT VILL-BANESWARPUR,PO-BANESWARPUR,PS-BAGDAH,BONGAON-743270, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANOJ MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/05/2024.THAT MONOJ MONDAL AND MANOJ MANDAL ALSO MANOJ MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

পদযাত্রা আটকে দেওয়ায় বর্ধমান থানার আইসিকে প্যান্ট খুলে নেওয়ার হুমকি দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান , ৯ মে ঃ বর্ধমান থানার আইসিকে প্রকাশ্যে প্যান্ট খুলে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে ফের বিতর্কে বর্ধমান দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার বর্ধমানের বড়নীলপুর মোড় থেকে নীলপুর বটতলা পর্যন্ত প্রাতঃভ্রমণ করে দলীয় কর্মীদের সাথে কথা বলতে বলতে এই হুমকি দেন তিনি। এদিন বিজেপি প্রার্থী বলেন, ''আইসি কত বড় চামচে, তা দেখিয়ে দেবেন। দেখিয়ে দেবেন কী ভাবে ওই আইসি কীভাবে সারা জীবন চাকরি করেন ? রোজ চমকাচ্ছে। পুলিশ প্রোগ্রাম বাতিল করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাতদিন-দশদিন বসে এই করে গেছেন। ওদের কাছে লোক নেই। পুলিশ আর সিভিক ভলেন্টিয়ার দিয়ে মিছিল ভরাচ্ছে। আমি এবারে বিডি ও, ডিএম ঘেরাও করব। এরপর তাকে বলতে শোনা যায়, ওর (আই সির) দম বের করে দেব। বেরতে দেব না ঘর থেকে। আরও উত্তেজিত হয়ে দিলীপ আইসি-র উদ্দেশ্যে বলেন, দেখি কী রকম চামচাগিরি করে''। দিলীপ ঘোষ এদিন আইসির বিরুদ্ধে বে- লাগাম হয়ে বলেন, ''দিলীপ ঘোষ কে ও চেনে না, বাপের জম্মে দেখেনি তো, ভেবেছে গরু চোর- বালি চোরগুলোর মত নেতা। ওকেই টার্গেট করব এবারে।'' দিলীপ দলীয় কর্মীদের বলেন, ''ওকে বলে দেবেন রাস্তায় যেনো না বেরোয়। রাস্তায় বের হলে দাঁড় করিয়ে আইসির প্যান্ট খুলে নেবো। আর পারলে আমার বিরুদ্ধে গিয়ে ইলেকশন কমিশনের কাছে কমপ্লেন করুক। আর তারপরে আমি বলে দিচ্ছি আইসিকে আর দু একমাস পরেতো ও ভাবছে দিলীপ ঘোষ চলে যাবে দিলীপ ঘোষ ৫ বছর থাকবে। মমতা ব্যানার্জি আসুক আর অভিষেক ব্যানার্জী আসুক দিলীপ ঘোষ বর্ধমানে থাকবে। ওরা চলে যাবে, তোর কোন মা-বাব বাঁচায় সেটা আমি দেখবো। আর আইসিকে অন রেকর্ড বলছি, ওকে যদি আমি প্যান্ট না খুলিয়েছি পাবলিকের সামনে তাহলে আমার নাম দিলীপ ঘোষ নয়।'' দিলীপ ঘোষের এই হুমকির জেরে স্বভাবতই বিতর্ক তৈরি হয়েছে নির্বাচনের আগে। বিজেপি প্রার্থীর তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলার শাসক দলের পাল্টা দাবি, বেলাগাম হতে গিয়ে যাবতীয় শালীনতার মাপকাঠিকে ছাপিয়ে গিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। তাতেও অবশ্য বর্ধমান-দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থীকে দমানো যায়নি। পুলিশের প্যান্ট খুলে নেওয়ার হুমকির পরেও তিনি জানিয়েছেন, এই ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে যে কেউ নির্বাচন কমিশনে যেতে পারেন। তবে, এই হুমকির পর তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, তা এখনও স্পষ্ট করা হয়নি। উল্লেখ্য, বুধবার দিলীপের পদযাত্রা ও সভা বন্ধ করে দেয় বর্ধমান থানার পুলিশ। সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েই মেজাজ হারিয়ে আইসি কে আক্রমন করে বসেন দিলীপ।

বছর বছর পুকুর নদী, নালা শুকিয়ে কাঠ, হারিয়ে যাচ্ছে চুনোপুঁটি থেকে আ-মাছ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া , ৯ মে ঃ বছর বছর পুকুর নদী নালা শুকিয়ে কাঠ হারিয়ে যাচ্ছে চুনোপুঁটি থেকে আ-মাছ। নদীনালা পুকুরে নিজে থেকেই অনেক রকমের মাছ হয় । (মানে চাষ করতে হয় না। এদের আ- মাছ বলে অনেকে।) সেখানে বেড়ে ওঠে। বছরের পর বছর যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল। কিন্তু বছর বছর বেশীরভাগ নদীনালা পুকুর বড়ো বড়ো জলাশয় গ্রীষ্মে প্রখর তাপে জল শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে জলের অস্তিত্ব না থাকায় হারিয়ে যাচ্ছে চুনোপুঁটি থেকে অনেক জলজ প্রাণী। ট্যাঙারী, কই, মাগুর, শোল, বোয়াল, সিঙ্গি কমে গেলেও যে পুকুরে মাছ চাষ হয় তাদের সাথে মিশে অনেকটা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। চাহিদা তুলনায় কম হওয়ায় দাম হচ্ছে আকাশছোঁয়া। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে যাচ্ছে। তবে এই মাছের চাষও শুরু হয়েছে। কিছু নদীনালা পুকুরে চুনোপুঁটি- ট্যাঙারী কই চাঁদকুড়ো কাজলী দেখা যায়। সাথে শামুক - গুগলি কেকরা ঝিনুক সহ বিভিন্ন মাছ। জলজ প্রাণী মাঠে পানা পুকুরে এরা বেড়ে ওঠে ।পরে বর্ষায় জল পেয়ে মাছ সহ অন্যান্য জলজ প্রাণী নদীনালা সহ বিভিন্ন জলাশয়ে ছড়িয়ে পড়ে । জমে থাকা জলে সারাবছর নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে। পরে বর্ষার জলে বংশবিস্তার করে প্রচুর বৃষ্টি হলে নদীনালা পুকুর জল মাঠে রাস্তায় ড্রেন দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক মানুষ এই মাছ ধরে, বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এবং মানুষ খেয়ে রসনা তৃপ্ত করে । অনেকের বড় মাছের চেয়ে চুনো পুঁটি মৌরলা মাছের তৃপ্তি আলাদা। বর্তমানে চুনো মাছ চাহিদা তুলনায় বাজারে কম আসে কম। তাই দাম অনেক বেশী হয়ে যাচ্ছে। অযত্নে বেড়ে ওঠা মাছগুলি যেসব জলাশয় বেড়ে ওঠে পুকুর ডোবা, কাঁদর নদী নালা। বর্ষায় জলে ভোরে যায়। জল থাকে সারা বছর। পরিমানে কম হলেও কিছু কিছু জল জমে থাকে সারা বছর । বিগত কয়েক বছর বর্ষা কম । গ্রীষ্মে প্রখর রৌদ্রে, দেশী, তাপমাত্রা বেশী, বেশিরভাগ জলাশয়ে মাছ থাকার মতো বা পাখিতে খাওয়ার মতো জল থাকেনা । বরং বালি মাটি তপ্ত হয়ে ওঠে। বালি- কাদার মধ্যে টিকে থাকতে পারে না ফলে অনের বেড়ে ওঠা চুনোমাছ মাঠে পুকুরে কাঁকড়া, শামুক, গুগলি নানান জলজ প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া মাঠের জমিতে কীটনাশক রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাছ সহ জলজপ্রাণী বাঁচতে পারছে না। কোনরকম বেঁচে গেলেও হারিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রজনন ক্ষমতা। জলে নতুন করে বংশবৃদ্ধি হচ্ছে না। নতুন করে মাছ চাষ করার জন্য পুকুরে এক ধরনের নিম খোল দেওয়ার ফলে ছোট- বড় মাছ সহ সমস্ত জলজ প্রাণী মারা যায়। আবার নদী বা বড়ো জলাশয়ে মাছ শিকার করার জন্য বা ধরার জলে বিষ দেওয়া হচ্ছে। (সুন্দরবন এলাকা সহ বিভিন্ন নদীতে) যে মাছ ধরা পরছে না, কিন্তু পরে মরে যাচ্ছে বা তারা বংশবিস্তার করার ক্ষমতা হারাচ্ছে মাছ কমে যাওয়ার মাছের চাহিদা তুলনায় যোগান কম হচ্ছে ফলে এইসব মাছের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। টাকা বেশী হাতে পাওয়ার লোভে এই মাছ ধরার আগ্রহ বা একশ্রেণী মেছুয়াদের। ফলে অযত্নে বেড়ে ওঠা মাছ জলজ প্রাণী কমছে। মানুষের রসনায় টান পড়ছে। হারিয়ে যাচ্ছে জীবনচক্র, জীববৈচিত্র্য । ছোট ছোট মাছ জলজ প্রাণী বড়ো বড়ো মাছ পাখি অন্যান্য প্রাণীর প্রধান খাদ্য। বেঁচে থাকার রসদ । প্রচন্ড গরমে জল শুকিয়ে মাটি ফেটে যাচ্ছে । পশুপাখিদের খাবার মতো জল নেই। দ্রুত মাছ সহ জলজ প্রাণী হারিয়ে যাওয়া হারিয়ে যাচ্ছে জীবনচক্র ও জীববৈচিত্র্য। শুধু প্রখর গ্রীষ্মে জন্য নয় জল থৈ থৈ বর্ষা হয়নি কয়েক বছর। ফলে মাছ নির্দিষ্ট জলাশয়ে আটকে যাচ্ছে। সহজে ধরা পড়ে যাচ্ছে। সংখ্যা কমে যাচ্ছে। জলের অভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারছে না । ভালো বৃষ্টি হলে ভাসতে ভাসতে ছড়িয়ে। বর্ষা বংশ বিস্তার করে । জলের অভাবে বংশ বিস্তার হচ্ছে না । মোট আবার অন্যান্য বড়ো মাছ সহ জলজ প্রাণী ও পাখিদের বেঁচে থাকায় রসদ। দ্রুত মাছ কমতে থাকায় জলজ জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি হলে জলে থই থই করে ভাসতে ভাসতে নদী, নাল ফলে মাছগুলি ছড়িয়ে পড়ে তাদের জীবনধারন সহজ হয়। কিন্তু বিগত কয়েক বছর বর্ষা নেই। ফলে যে মাছগুলি আছে সবে নির্দিষ্ট জলাশয়ে। ফলে সহজে ধরা পড়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এমনিতে অনেক মাছ হারিয়ে গেছে। অনেকে শুধু নাম জানা যায় বই থেকে। ধীরে ধীরে সেই হারিয়ে যাওয়া মাছের তালিকা দীর্ঘ হবে খুব তাড়াতাড়ি। এখন যে মাছগুলি রয়েছে কিন্তু কমছে সেগুলি দেখে নেওয়া যাক। পুঁটি, কুচো চিংড়ি, মৌরলা, চাঁদকুড়ো, কই, ভ্ড, সিঙ্গী, মাগুর, চ্যাঙ, ল্যাটা ছিঙড়ি, খলসে, ভেলে, টাঙরী, গুতে ছুঁই মৌরলা বোরলি, , ওলসা মাছ, গুচি, দারকিনা মাছ, পাবদা জলুই, বাশাপাতা মাছ বা কাজলী, চেলা। আরও অনেক মাছ আছে নাম না জানা বা না মনে পড়েছে না। এইসব মাছের নাম ও ছবি হয়তো এদের মনে করাবে। জেলা থেকে বাংলা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির দেশে প্রকৃতির অনেক জলজ প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে। তবে তার থেকেও বেশী দায় কিন্তু মানুষের। মানুষ বেহিসাবি কাজকর্ম প্রকৃতির আচরণ পাল্টাচ্ছে। প্রকৃতির সুফল মানুষই বেশী ভোগ করে। তাই মানুষকেই প্রকৃতির সম্পদ চুনোপুঁটি বাঁচাবার উদ্যোগ নিতে হবে।

ভোটের বাজারে হাওড়ার চমক কেষ্ট-দার ভোট স্পেশাল মিষ্টি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ মে ঃ লোকসভা ভোটের আসরে বাজার মাতাতে হাওড়ায় তৈরি হয়েছে ভোট স্পেশাল মিষ্টি। বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণের সঙ্গী মিষ্টি। যেকোনো শুভ কাজে এবং অনুষ্ঠানে মিষ্টিমুখ করানো বাঙালির সামাজিক রীতি রেওয়াজ। সেই পরম্পরা বজায় রেখেই বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক নির্বাচনের আগে ভোট স্পেশাল মিষ্টি তৈরি হয়েছে হাওড়ায়। সন্দেশের উপর সমস্ত প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সিম্বল তৈরি করেছেন এই দোকানের কারিগররা। সিপিএম - বিজেপি- তৃণমূল এবং জাতীয় কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্ন দেওয়া মিষ্টি এখন দেদার বিকোচ্ছে। দোকানে তা কিনতে ক্রেতাদের চাহিদাও রয়েছে ব্যাপক। হাওড়া ময়দানের কাছে শ্যামাশ্রী সিনেমা হলের নিকট ১৩১ এর নেতাজি সুভাষ রোডের উপর গন্ধেশ্বরী মিষ্টান্ন ভান্ডার ভোটের আগে এই মিষ্টি বানিয়ে কার্যত নির্বাচনের উত্তাপ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এই মিষ্টির দোকানের মালিক প্রদীপ হালদার যাকে এক কথায় কেষ্ট দা বলেই এলাকায় পরিচিত, তিনি বলেন সন্দেশের পাশাপাশি ভোট স্পেশাল মিষ্টি হিসেবে গেরুয়া রসগোল্লা, লাল রসগোল্লা, তিরঙ্গা রসগোল্লা, সবুজ রসগোল্লা তৈরি হয়েছে। এই সন্দেশের দাম রাখা হয়েছে প্রতি পিস ৫০ টাকা। সম্পূর্ণ ক্ষীরের তৈরি এই সন্দেশ। ২০ মে হাওড়া ভোট তাই দলীয় কর্মীদের কাছে এই ধরনের মিষ্টি আলাদা গুরুত্ব পাচ্ছে। ২০০১ সাল থেকে কেষ্টদা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে এই ধরনের মিষ্টি তৈরি করে চলেছেন । বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চিহ্নের তৈরি এই সন্দেশ গুলি দেখতে ভিড় উপচে পড়ছে। ভোটকে কেন্দ্র করে এই ও এক রঙ্গ তামাশা।

মঞ্চে বসে দাঁতে নখ কাটলেন উদ্বিগ্ন শতাব্দী

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৯ মে ঃ খারাপ আবহাওয়ার কারণে রামপুরহাটের জনসভায় উপস্থিত হতে পারলেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবর্তে কলকাতা থেকে ভার্চুয়াল সভা করলেন যুব নেতা। ততক্ষণে সভাস্থলের পিছনের দিকে কর্মী সমর্থকেরা বাড়ি মুখী হয়ে যান। বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টোয় বীরভূম লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে রামপুরহাটের তিলাই গ্রামের মাঠে জনসভা হওয়ার কথা ছিল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেও অভিষেকের উপস্থিত হওয়ার বার্তা না মেলায় মঞ্চে উপস্থিত নেতারা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দীকে টেনশনে দাঁতে নখ কাটতে দেখা যায়। কখন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফয়েজুল হক ওরফে কাজল শেখ কখন দলের রামপুরহাট শহর সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মির সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা যায় উদ্বিগ্ন শতাব্দীকে। ততক্ষণে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন উপস্থিত কর্মী সমর্থকেরা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল ঘোষণা করা হয় খারাপ আবহাওয়ার কারণে কলকাতা থেকে হেলিকপ্টার উড়তে পারেনি। তাই রামপুরহাটের জনসভায় উপস্থিত থাকতে পারছেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘোষণার পরেই সভাস্থল ছাড়তে শুরু করেন কর্মী সমর্থকেরা। ভার্চুয়ালি বক্তব্যে অভিষেক বিজেপিকে আক্রমণ করে সন্দেশখালি থেকে চাকরি প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। এরপরেই মঞ্চে উপস্থিত ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রামপুরহাট পুরসভার চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব দেন রামপুরহাট বিধানসভায় সর্বাধিক ভোটে লিড দিতে হবে শতাব্দীকে। অভিষেক বলেন, যতদিন শতাব্দী থাকবেন ততদিন আপনাদের লক্ষ্মী ভান্ডার চলবে। শতাব্দী হেরে গেলে লক্ষ্মী ভান্ডার কি বন্ধ হয়ে যাবে? এ প্রশ্ন বিজেপির রামপুরহাট শহর সভাপতি সুরজিত সরকার বলেন, সরকারি কোন প্রকল্প বাতিল হবে না। অভিষেকের প্রচ্ছন্ন হুমকিতে ভয় পাবেন না। আমরা ক্ষমতায় এলে ভাতা আরও বাড়িয়ে দেব। এটাই মোদীর গ্যারান্টি।

বিজেপির পোষ্টার ঘিরে তোলপাড় বীরভূম

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৯ মে ঃ ফের অস্বস্তিতে বিজেপি। এবার পোষ্টারকে ঘিরে বিতর্ক ছড়াল বিজেপির অন্দরে। যদিও তার নামে ছাপানো ওই পোষ্টারের বিরুদ্ধে থানায় যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন কলোসোনা মণ্ডল। তাঁর দাবি, কিছু ছদ্মবেশী বিজেপি এবং তৃণমূল এসব করেছে। প্রসঙ্গত, রামকৃষ্ণ রায় জেলা সভাপতি থেকে সরে যাওয়ার পরেই কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েন সিউড়ির বিজেপি নেতা কালোসোনা মণ্ডল। তবে দেবাশিস ধর প্রার্থী হওয়ার পর তিনি সক্রিয় হয়ে ওঠেন। প্রচারেও দেখা যায় তাঁকে। কিন্তু আইনি জটিলতায় দেবাশিসবাবুর প্রার্থী পদ বাতিল হওয়ায় বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন দেবতনু ভট্টাচার্য্য। পরেই অসুস্থ হয়ে পরেন দলের বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সহ। ফলে প্রচারেও খামতি দেখা যায় বিজেপিতে। অভিযোগ আমোদপুরে প্রধানমন্ত্রীর সভায় দেবাশিস ভট্টাচার্য্যকে মঞ্চে উঠতে না দেওয়ায় মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। এমনকি দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারেও দেখা যায় না দেবাশিসবাবুকে। অভিযোগ দলের তরফে ডাক না পাওয়ায় সিউড়িতে গৃহবন্দি হয়ে রয়েছেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশিস ধর। এই টানাপোড়েনের বৃহস্পতিবার সকালে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার আবেদন জানানো কালোসোনা মন্ডলের নামাঙ্কিত পোষ্টার লক্ষ্য করা যায়। দলীয় প্যাডে ছাপানো অক্ষরে লেখা ওই পোষ্টারে কারও সাক্ষর না থাকলেও না রয়েছে কালোসোনা মণ্ডলের। ওই ছাপানো প্যাডই জেরক্স করে জেলায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কালোসোনা মণ্ডল বলেন, দলের বিরুদ্ধে কিছু বলার থাকলে সরাসরি বলব। অভাবে চোরের মতো পোস্টার মারব না। আসলে বিজেপিকে ভয় পেয়েছে তৃণমূল। তাই কিছু ছদ্মবেশী বিজেপি এবং তৃণমূলের প্রচার বিভাগ এসব করছে। যাতে আমাদের বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্য্য জয়ী হতে না পারে। তবে মনে রাখবেন বিজেপি বীরভূম লোকসভা নির্বাচনে জিতে গেছে। মানুষ আর চোর তৃণমূলকে চায় না। তাই এখন কখনও পোষ্টার দিয়ে কখন ভুয়ো ভিডিও করে বিজেপিকে খাটো করার চেষ্টা করছে। আমি এর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করব। পুলিশ সিসিটিভি দেখে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব ভট্টাচার্য্য বলেন, এসব বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল।

কীর্তি আজাদের সমর্থনে প্রচার বর্ধমান শহর তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৯ মে ঃ বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি ঝা আজাদের সমর্থনে বর্ধমান দক্ষিন বিধানসভা তথা বর্ধমান শহর জুড়ে প্রচার চালনো হচ্ছে বর্ধমান শহর তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে। বৃহস্পতিবার তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে বর্ধমান রেলস্টেশন থেকে রানীগঞ্জ বাজার পর্যন্ত লিফলেট বিলি করে জয়হিন্দ বাহিনীর সদস্য সদস্যারা। তারা পথচলতি শিশুদের চকোলেটও বিলি করে। এরপর এদিন সন্ধ্যায় বর্ধমান শহর তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর চেয়ারম্যান যোগেশ্বর দাস বৈরাগ্যের নেতৃত্বে কালনাগেট এলাকায় একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। বুধবারও ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুরবাগের নার্স কোয়ার্টার সংলগ্ন এলাকায় পথসভার আয়োজন করা হয় তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে। বর্ধমান শহর তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর চেয়ারম্যান যোগেশ্বর দাস বৈরাগ্য জানিয়েছেন, ১৩ মে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন রয়েছে। সেই উপলক্ষ্যে বর্ধমান শহর তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি ঝা আজাদের সমর্থনে বর্ধমান শহর জুড়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে প্রচার কর্মসূচি চালানো হচ্ছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সৎ আদের প্রার্থী কীর্তি ঝা আজাদ বিপুল ভোটে জিতে সংসদে যাবেন। যোগেশ্বরবাবু এদিন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে কটাক্ষ করে বলেন, শুধুমাত্র চায়ের দোকানে বসে গুলতানি আর বড় বড় বাতেলা মেরে মানুষের মন জয় করা যায় না। মানুষের মন জিততে হলে কাজ করতে হয়, মানুষের পাশে সারা বছর থাকতে হয়। তাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের কথা ভেবে ৬৪ টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু করেছেন। তাদের বিধায়ক খোকন দাস সবসময়ই মানুষের বিপদে আপদে থাকেন। কিন্তু কোন বিজেপি নেতাকে দেখবেন না মানুষের পাশে থাকতে। তারা নির্বাচনের সময়েই কথার ফুলঝুরি নিয়ে জনতার সামনে হাজির হয়, তারপর আর তাদের ধরা ছোওয়া পাওয়া যায় না। গতবারে এই কেন্দ্রে জয়ী বিজেপি সাংসদ নির্বাচিত হয়ে বর্ধমানের মানুষের জন্য কি কাজ করেছেন তা বিলক্ষন টের পাচ্ছে বর্ধমানের মানুষ। সাংসদ গত পাঁচ বছরে কতবার এসেছেন বর্ধমানে? তাই মানুষ এবার আর গালভরা গল্প আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ভুলবে না, তারা মা-মাটি - মানুষের সরকার কেই বেছে নেবে এবং মানুষের উন্নয়নের জন্য সংসদে পাঠাবে বলে এদিন জানিয়েছেন বর্ধমান শহর তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর চেয়ারম্যান।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

ডেপুটি চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত **টেন্ডার নোটিস নম্বরঃ এসএএনডিটি/সিওএন/এইচডব্লুএইচ/টিএন/০৩/২০২৪**-এর অধীনস্থ **টেন্ডার নম্বরঃ এসএএনডিটি-সিওএন-০৩-২০২৪-এইচডব্লুএইচ** সংক্রান্ত সংশোধনী। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৩.০৫.২০২৪ তারিখ বেলা ৩টার পরিবর্তে **২৪.০৫.২০২৪ তারিখ বেলা ৩টা** পড়তে হবে। অন্যান্য সমস্ত নির্দেশিকা অপরিবর্তিত থাকবে।

(CON-11/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

আয়ুষ চিকিৎসায় রোগী বাড়ছে মথুরাপুর গ্রামীন হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৯ মে ঃ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার উপর সুন্দরবনের মানুষের আস্থা বাড়ছে। সুন্দরবনের মথুরাপুরে আয়ুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর ভরসা বাড়ছে স্থানীয়দের। আর মথুরাপুর এক নং ব্লকের গ্রামীন হাসপাতালে বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রদান করার জন্য এই স্বাস্থ্যকেন্দটি খোলা হয়েছিল। মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছিল। বছর খানেক কাজ করার পরে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মানোন্নয়ন করার পরিকল্পনা করা হযেছে। আমাদের দেশে এখনও অনেকেই বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর ভরসা করেন। অ্যালোপাথিক চিকিৎসা যেখানে প্রধান ভরসা, সেখানে এ ধরনের স্বাস্থ্যকেন্দ্র অনেকের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে। আয়ুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পরিষেবাও পাওয়া যাচছে। ইতিমধ্যে সেজন্য মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সপ্তাহের নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন এখান থেকে পরিষেবা পাবে রোগীরা। আয়ুষ চিকিৎসায় কেন্দ্র সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকার ও গুরুত্ব দিচ্ছে খুব বেশি করে। এখানে আয়ুর্বেদিক, যোগ ব্যায়াম সহ একাধিক বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির সন্ধান দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথা শুনে খুবই খুশি। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, এই বিকল্প চিকিৎসা কেন্দ্র আমাদের এলাকায় হওয়ায় আমরা খুশি। প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা ব্যায়ে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নির্মিত হয়েছে। এ বিষয়ে মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য তথা মথুরাপুর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার বলেন, সাধারণ মানুষদের দাবি মেনে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছে। সমস্ত রকম পরিষেবা মিলছে।

এসএসসি মামলায় 'যোগ্য'-দের জন্য বিজেপির পোর্টাল, আইনি সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন মোদী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে বাংলার যে সব শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী চাকরি হারিয়েছেন, তাঁদের আইনি লড়াইয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় যে 'যোগ্য' শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বিপদের মুখে আছে, তাঁরা ওই পোর্টালে নথিভুক্ত করে আইনি সাহায্য নিতে পারেন। হেল্পলাইন লাইনেও ফোন করতে তাঁরা আইনি সাহায্য চাইতে পারেন বলে বিজেপির তরফে দাবি করা হয়েছে। বুধবার বর্ধমানে জেলা বিজেপি কার্যালয় থেকে সেই পোর্টালের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা দলের রাজ্য মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য্য। একইসঙ্গে এদিন একটি হেল্পলাইন নম্বরও চালু করা হযেছে। ওই পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হলে ফোন করে সহায়তা নেওয়া যাবে। পাশাপাশি, আইনি পরামর্শও পাওয়া যাবে। শমীক ভট্টাচার্য্য বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমানের তালিতে এসে ঘোষণা করেছিলেন যারা যোগ্য চাকরি প্রাপক আছেন, যারা মেধার ভিত্তিতে চাকরি পেয়েছেন বিজেপি সর্বতভাবে দল হিসেবে তাদের সঙ্গে থাকবে। আমরা আমাদের অবস্থান মানুষের সামনে স্পষ্ট করেছি। আমরা চাই যাঁরা যোগ্য ছিলেন তাঁদের মেধা যেন কোনওভাবেই প্রতারিত না হয়। তাঁরা যেন কোনওভাবেই তৃণমূল সরকারের চাকরি বিক্রির চক্রান্তের মাঝে তাদের ভবিষ্যত যেন নষ্ট হয়ে না যায়। তাদের সুরক্ষা দিতে তাদের সহযোগিতা দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। তাই এই পোর্টাল চালু করা হয়েছে। বিজেপির আইটি বিশেষজ্ঞ জয় মল্লিক জানান, www.bjplegalsupport.org পোর্টালে যারা যোগ্য প্রার্থী তাঁরা রেজিস্ট্রেশন করে তথ্য জমা দিতে পারবেন। তিনি বলেন, ইমেল আইডি, মোবাইল নম্বর দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে তথ্য আপলোড করতে হবে। তা আমাদের লিগাল টিমের কাছে যাবে। তারা সেটা স্ক্রুটিনি করে দেখবেন। তারপর সেটাকে তারা এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এই কাজে কোনও সমস্যা হলে ৯১৫০০-৫৬৬১৮ হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে। সম্প্রতি কলকাতা হাই কোর্ট প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল করেছিল। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। মঙ্গলবার চাকরি বাতিলের নিয়োগে স্থগিতাদেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। শমীকবাবু জানান, মঙ্গলবার নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের অবস্থানের পর মুখ্যমন্ত্রী বলছেন দীর্ঘদিন পরে তিনি ভালো করে ঘুমোতে পারবেন। এখন প্রশ্ন হল, আইনি দীর্ঘসূত্রিতা কারা তৈরি করল। মুখ্যমন্ত্রী চাকরিপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে যোগ্য শব্দটি মঙ্গলবার প্রথম ব্যবহার করেছেন। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্যতিক্রমী চাকরি প্রাপক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এসএসসি অবস্থান পরিবর্তন করে তারা সুপ্রিম কোর্টে জানাল তারা যোগ্য অযোগ্যকে পৃথক করতে পারে। যদি এই অবস্থানটা হাই কোর্টে নেওয়া হতো তাহলে আজকে এই পরিস্থিতি তৈরি হতো না বলে জানান বিজেপি মুখপাত্র। তিনি দাবি করেন, এখন যেভাবে প্রচার চলছে তাতে মনে হচ্ছে সমস্ত বিষয় শেষ হয়ে গেছে। রাজ্য সরকার বিরাট স্বস্তি পেয়েছে। সংবাদ মাধ্যমেও সৌভাগ্যজনক বা দুর্ভাগ্যজনকভাবে বহুল প্রচারিত রাজ্য সরকারের স্বস্তি মিলল। তাঁর প্রশ্ন, কিসের স্বস্তি মিলল? রাজ্য সরকার তো মামলা করতে গেছে সুপ্রিম কোর্টে যাতে ক্যাবিনেটকে এই গোটা তদন্ত প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা যায়। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে গেছে যাতে এই ক্যাবিনেট যারা সুপারঅ্যানুয়েশন করেছিল তাদের কাস্টডিয়ান ট্রায়াল না করা হয়, তাদের হেফাজতে নিয়ে কেউ যাতে কোনও তদন্ত না করে। একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, রাজ্য সরকারের আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করতে গিয়ে বলেছেন, ভোট চলাকলীন গোটা ক্যাবিনেট না কি জেলের মধ্যে থাকবে। এই আশঙ্কা রাজ্য সরকারের। তিনি বলেন, এর সঙ্গে যোগ্য ও অযোগ্যের মধ্যে পৃথকীকরণের কোনও সম্পর্ক নেই। কীসের ভিত্তিতে এই বিভাজন হবে সেটাও অজানা। ওএমআর শিট কার কাছে আছে, মিরর ইমেজ কোথায় আছে, কেন আছে তার কোনও স্পষ্ট উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক স্টেক হোল্ডারদের কথা সুপ্রিম কোর্টকে শুনতে হবে। তার জন্য অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ তাঁরা দিয়েছে এবং আগামী ১৬ জুলাই পরবর্তী শুনানির দিন। বিজেপির চাইছে, যারা যোগ্য চাকরি প্রাপক তারা স্বপদে বহাল থাকুন। তাদের সহযোগিতা দিতে রক্ষাকবচ দিতে বিজেপি বদ্ধপরিকর। বিজেপি সাংসদ বলেন, রাজ্য সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে কোনও মূল্যে সিবিআই তদন্ত বন্ধ করতে হবে, সিবিআই তদন্ত বন্ধ হয়নি। এসএসসি যাদের অযোগ্য বলে ঘোষণা করছে, যারা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছে তাদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার নির্দেশ সেটা বহাল আছে। তাদের কার্যত মুচলেকা দিয়ে টাকা ফেরত দেবেন জানিয়ে চাকরি করতে পারবেন এটা বলা হযেছে। এটার অর্থ হল, সামনের দরজা বন্ধ হলেও ক্যাবিনেটের ভিতরে যে কোনও দিন পাশ থেকে ঢুকে পড়তে পারে সেটা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাপার। আমরা মনে করি এটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক ফ্রড, একটা দুর্নীতি। সুপ্রিমকোর্টও যেভাবে তাদের আক্রমণ করেছে সেটাও নজিরবিহীন। এদিন বিজেপি সাংসদ আরও অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার সব বিভাগেই নিয়োগে দুর্নীতি করেছে। প্রাইমারিতে ৫৯ হাজার শিক্ষক নিযোগের মামলা রাজশেখর মান্থার এজলাসে চলছে। যোগ্য অযোগ্য বাছাই করে জানায় তাহলে দীর্ঘসূত্রিতা কমবে। পাশাপাশি তিনি দাবি করেছেন, কাউকে বিভ্রান্ত করতে বা আতঙ্কিত করার উদ্দেশ্য বিজেপির নেই।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জেনারেল)/পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা- ৭০০০১৪ নিম্নলিখিত সংক্রান্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক নং-১। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলইজি-ওটি-১০৪২-২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ০৮.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** পাতিপুকুর (প্ল্যাটফর্ম নং ১), বি.বা.দী. বাগ (প্ল্যাটফর্ম নং ১ ও প্ল্যাটফর্ম নং ২), ইডেন গার্ডেনস (প্ল্যাটফর্ম নং ১) ও রিমাউন্ট রোড (প্ল্যাটফর্ম নং ১)– প্ল্যাটফর্মের উপরিতল উন্নত করা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩২,৭৬,৪৯৪ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৬৫,৫০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৮ মাস। **ক্রমিক নং-২। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলইজি-ওটি-১০৫৬-২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ০৮.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** শিয়ালদহ-বজবজ-এর মধ্যে– এইএন/বালিগঞ্জ-এর অধীনে এল/সি গেট নং ১/এ/ই, ২/এ/ই, ৫/এস/টি (কাঁকুলিয়া), ৭/বি/টি (৪টি এল/সি গেট)-তে আদর্শ গেট লজ-এর ব্যবস্থা সহ অন্যান আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১১,৫৯,২৯২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২৩,২০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৫ মাস। **ক্রমিক নং-৩। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলইজি-ওটি-১০৯৩-২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৮.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে ভগবানগোলা, দেবগ্রাম ও জিয়াগঞ্জ স্টেশনে নতুন ইআই সিস্টেমের মাধ্যমে বর্তমান জিই নির্মিত ইআই সিস্টেম-এর বদল। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৪৬,৫৪,১৯৭.০৪ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৯৩,১০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৮ মাস। **ক্রমিক নং-৪। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলইজি-ওটি-১০৯৪-২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৮.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে বজবজ ও পলাশী স্টেশনে নতুন ইআই সিস্টেমের মাধ্যমে বর্তমান জিই নির্মিত ইআই সিস্টেম-এর বদল। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২৯,৬২,৪৩৫.৩৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৫৯,৩০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৮ মাস। **ক্রমিক নং-৫। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলইজি-ওটি-১০৯৫-২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৮.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** শিয়ালদহ সাউথ সেকশনে বিভিন্ন রেলওয়ে কলোনিতে ইউজি কেবলের মাধ্যমে ওএইচ লাইনের বদল। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬৯,৭১,৭৪০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৩৯,৪০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ৮ মাস। **ক্রমিক নং-৬। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলইজি-ওটি-১০৯৮-২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৮.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** (১) তিন (৩) বছরের জন্য জাজেস কোর্ট রোড (জেজেসি) অফিসার্স কোয়ার্টার-এ ৮ জন যাত্রী ধারণক্ষমতাসম্পন্ন (জি+১৩) প্যাসেঞ্জার লিফ্‌ট নং-২ (নির্মাতা- মেসার্স থাইসেনক্রুপ)-এর সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা ও ব্রেকডাউন চুক্তি, (২) ৩ (তিন) বছরের জন্য বি.আর. সিং হসপিটাল, শিয়ালদহ-এর ওপিডি বিল্ডিং-এর ২০ শয্যা তথা প্যাসেঞ্জার লিফ্‌ট (জি+৫) (নির্মাতা- মেসার্স থাইসেনক্রুপ)-এর সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা ও ব্রেকডাউন চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৯,৭৯,৯৫৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১৯,৬০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **ক্রমিক নং-৭। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলইজি-ওটি-১১০০-২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৮.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** তিন (০৩) বছরের জন্য এসএসই/ই(জি)/আইসি/সিপি-এর অধিক্ষেত্রে উইন্ডো/স্প্লিট (১.৫/২ টিআর) টাইপ এয়ার কন্ডিশনিং মেশিন, রেফ্রিজারেটর, ওয়াটার কুলার-এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি ও কম্প্রেসর, কন্ডেনসর, ব্লোয়ার মোটর ইত্যাদির মেরামতি। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১৫,৪৩,৪০৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩০,৯০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ৭ প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ০৮.০৫.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০৫.২০২৪ বেলা ২টা। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ৩১.০৫.২০২৪ বেলা ২টার পরে। **টেন্ডার বিড শুরুর তারিখ ঃ** ১৭.০৫.২০২৪। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

(SDAH-47/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

অনুশীলনে যখন বাধা হল বৃষ্টি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মেঃ ইডেনে শনিবার মুখোমুখি কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। কিন্তু বৃহস্পতিবার অনুশীলনই করতে পারল না দুই দল। এ দিন দুপুর থেকে বৃষ্টি হয়েছে কলকাতায়। কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টিও হয়েছে। দু'টি দলেরই বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা থেকে ইডেনে অনুশীলন করার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টির কারণে অনুশীলন বাতিল করে দেয় দুই দলই। এ বারের আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছে মুম্বই। কোনও ভাবেই হার্দিক পাণ্ড্যের দল প্লে-অফে উঠতে পারবে না। অন্য দিকে, কলকাতা লিগ শীর্ষে রয়েছে। প্লে-অফের রাস্তা প্রায় পরিষ্কার করে ফেলেছেন শ্রেয়স আয়ারেরা। আর একটি ম্যাচ জিতলেই প্রথম চারে জায়গা পাকা হতে পারে নাইটদের। এমন অবস্থায় দুই দলের প্রস্তুতিতে বাধা হয়ে দাঁড়াল বৃষ্টি। কলকাতার কিছু অংশে বৃহস্পতিবার দুপুরে শিলাবৃষ্টি হয়। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ আশপাশের জেলাতেও বৃষ্টি হয়েছে। তবে কলকাতার সব জায়গায় একসঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টির হওয়ার কথা। বৃষ্টির সময় বাসিন্দাদের ঘরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে হাওয়া অফিস। হাওয়া অফিস জানিয়েছে,

এই সপ্তাহে বৃষ্টি চলবে। আপাতত আগামী শনিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। শনিবারই ইডেনে কলকাতা বনাম মুম্বই ম্যাচ। সেই সময় বৃষ্টি হলে ভেস্তে যেতে পারে খেলা। সে ক্ষেত্রে পয়েন্ট ভাগ হয়ে যাবে দুই দলের মধ্যে।

'বিরাট বিশ্বকাপ জেতার যোগ্য'

সকলের থেকে কোহলিকে এগিয়ে রাখলেন যুবরাজ সিং

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এই প্রজন্মের সেরা ব্যাটার বিরাট কোহলি। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যদি কোনও ক্রিকেটার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার যোগ্য, তা দরকার। বিরাটের একটা মেডেল আছে। আমি নিশ্চিত ওই একটা ট্রফি নিয়ে বিরাট কিন্তু সন্তুষ্ট নয়। আমি তাই মনে করি এ বারের বিশ্বকাপ ওরই প্রাপ্য।'' যুবির মতে, বিরাট ভালোমতোই জানেন

বিরাট কোহলিই। এই সকল কথা বলেছেন বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং। ৩৫ বছর বয়সী বিরাট কোহলিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন যুবি। সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন, কোহলির হাতেই এ বারের বিশ্বকাপ ট্রফি দেখতে চান তিনি। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর যুবরাজ সিং। বর্তমানে তিনি বিশ্বকাপের প্রচারমূলক কাজে ব্যস্ত। তারই মাঝে তিনি আইসিসিকে এক সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। বর্তমানে বিরাট কোহলি আরসিবির হয়ে আইপিএলে খেলতে ব্যস্ত। তারই মাঝে আইসিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে যুবরাজ সিং বলেন, ''এই প্রজন্মে যত রেকর্ড রয়েছে, বিরাট তার প্রায় সবগুলো ভেঙে দিয়েছে। এই প্রজন্মের সেরা ব্যাটার। আমার মনে হয় ক্রিকেটের সব ফর্ম্যাটেরই সেরা ব্যাটারের নাম কোহলি। আমার মতে ওর মতো ক্রিকেটারের বিশ্বকাপ মেডেল তাঁর কখন, কী করা দরকার। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন ভারতীয় অলরাউন্ডার বলেন, ''আমি মনে করি ও খেলাটা বেশ ভালোই বোঝে। ও ভালো মতেই জানে যে শেষ পর্যন্ত ক্রিজে টিকে থাকলে ও ভারতকে জেতাতে পারবে। আর একাধিক বার এ সেটা করেছে। মোহালিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুর্দান্ত রান তাড়া করে ভারতকে জিতিয়েছিল বিরাট।'' বিরাট সফল ভাবে একাধিক ম্যাচে ভারতকে রান তাড়া করে জিতিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গ তুলে যুবরাজ বলেন, ''রান তাড়া করার আত্মবিশ্বাস পেয়ে গেলে ও পরিস্থিতির বিচার করতে পারে বেশ ভালো ভাবে। কী ভাবে ব্যাট করতে হয় কঠিন পরিস্থিতিতে সেটাও ভালোই জানা আছে বিরাটের। কোন সময় কোন বোলারকে আক্রমণ করতে হবে, কোন বোলারের বিরুদ্ধে সিঙ্গল নিতে হবে, কখন আবার আক্রমণে যেতে হবে তা জানা আছে কোহলির।''

শেষ টি-২০তেও রাধার দাপট

ঘরের মাঠে ভারতের কাছে চুনকামের লজ্জা এড়াতে পারল না বাংলাদেশ

ঢাকা, ৯ মেঃ প্রথম চারটি ম্যাচে বাংলাদেশের ব্যাটিং আহামরি হয়নি মোটেও। তবে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ টি-২০ ম্যাচে ব্যাট হাতে তুলনায় দৃঢ়তা দেখায় বাংলাদেশের মহিলা ক্রিকেট দল। যদিও হরমনপ্রীতদের হারানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না তাদের প্রয়াস। ফলে ঘরের মাঠে সিরিজের পঞ্চম ম্যাচেও ভারতের কাছে হারের মুখ দেখতে হয় বাংলাদেশকে। ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজে নিগার সুলতানাদের হোয়াইটওয়াশ করলেন হরমনপ্রীত কৌররা। সিলেটে সিরিজের শেষ টি-২০ ম্যাচে টস জিতে শুরুতে ব্যাট করতে নামে ভারত। তারা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটের বিনিময়ে ১৫৬ রান সংগ্রহ করে। ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজে এই প্রথমবার কোনও দল দেড়শো রানের গণ্ডি টপকায়। ভারতের হয়ে সব থেকে বেশি ৩৭ রান করেন দয়ালান হেমলতা। ২৮ বলের ইনিংসে তিনি ২টি চার ও ২টি ছক্কা মারেন। ২৫ বলে ৩৩ রান করেন স্মৃতি মন্ধনা। তিনি ৪টি চার ও ১টি ছক্কা মারেন। ৪টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ বলে ৩০ রান করেন ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর। ১৭ বলে ২৮ রান করে অপরাজিত থাকেন রিচা ঘোষ। তিনি ৩টি চার ও ১টি ছক্কা মারেন। তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে কেরিয়ারের ১০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচে মাঠে নামা শেফালি বর্মা ২টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ বলে ১৪ রান করে আউট হন। সজীবন সজনা ১ রান করে সাজঘরে ফেরেন। ৯ বলে ৫ রান করে নট-আউট থাকেন দীপ্তি শর্মা। বাংলাদেশের রাবেয়া খান ও নাহিদা আক্তার ২টি করে উইকেট সংগ্রহ করেন। ১টি উইকেট নেন সুলতানা খাতুন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশ ২০ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে ১৩৫ রানে আটকে যায়। ২১ রানে ম্যাচ জেতে ভারত। সেই সঙ্গে ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজে বাংলাদেশকে ৫-০ ব্যবধানে চুনকাম করেন হরমনপ্রীত কৌররা। ঋতু মণি ৩৩ বলে ৩৭ রান করেন। মারেন ৪টি চার। ২১ বলে ২৮ রান করে নট-আউট থাকেন শরিফা খাতুন। তিনি ৩টি চার মারেন। ২১ বলে ২০ রান করেন রুবিয়া হায়দার। তিনিও ৩টি চার মারেন। ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা ১৪ বলে ৭ রান করে আউট হন। ভারতের রাধা যাদব ৪ ওভারে ২৪ রান খরচ করে ৩টি উইকেট তুলে নেন। ২৫ রানে ২টি উইকেট নেন আশা শোভনা। ২৭ রান খরচ করে ১টি উইকেট নিয়েছেন তিতাস সাধু। ম্যাচের সেরা হন রাধা। সিরিজ সেরার পুরস্কারও জেতেন তিনিই।

আইপিএলের মতো রান উঠবে না টি২০ বিশ্বকাপে, বার্তা পিচ কিউরেটরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মেঃ ২০২৪ আইপিএলে পরপর বেশ কয়েকটা ম্যাচেই বড় রান এসেছে। ২৬০ রানের ওপর তুলেও তা ডিফেন্ড করা যায়নি। কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দল তো এবারের আইপিএলে ২০০-র বেশি রান তোলাকে অভ্যাসে পরিণত করেছে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ তো আবার ১০ ওভারের মধ্যে ১৬৬ রানও চেজ করে দিয়েছে। আইপিএলে ভারতীয় এবং বিদেশী ক্রিকেটাররা যে ছন্দে রয়েছেন তাতে আগামী টি-২০ বিশ্বকাপেও তাঁদের ব্যাট থেকে বড় রানের আশা রাখছে দলের ম্যানেজমেন্ট। যদিও অতীত ইতিহাস বলছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের পিচ মোটেই এত ফ্ল্যাট হয়না। আইপিএলের অনেক মাঠের পিচনের তুলনায় সেখানকার পিচও হয় একটু স্লো গোছের। অর্থাৎ পুরোপুরি স্লো টার্নার উইকেট যদি নাও হয়, অনেক সময়ই পিচ টু পেসড থাকে। অর্থাৎ ফাস্ট বোলিং এবং স্লো, দুই ধরণের বোলাররাই সুবিধা পেয়ে থাকেন। ফলে সেখানে ব্যাটিং করা আইপিএলের মতো সহজ হবে না ব্যাটারদের জন্য। এক দশক ধরে ইডেন গার্ডেন্সে পিচ তৈরি করছেন সুজন মুখোপাধ্যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিচ এবং গড় রান কত উঠতে পারে তা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সুজন বলেছেন, ''আমেরিকা আর ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভালো উইকেটই পাওয়া যাবে। আইসিসি চেষ্টা করবে ভালো উইকেটই দেওয়ার। কিন্তু এত রান উঠবে না। আমি যতটা দেখেছি বা বুঝেছি, তাতে আমার মনে হয় ১৬০-১৮০ রান উঠবে ওই উইকেটে, সেটা ড্রপ ইন উইকেট হোক বা ন্যাচেরাল উইকেট।''

রাহুলের ওপর চোখরাঙানি গোয়েঙ্কার!

লখনউয়ের নেতৃত্বে এখনই কি ইস্তফা?

লখনউ, ৯ মেঃ নেতৃত্বে ইস্তফা দিতে পারেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের অধিনায়ক লোকেশ রাহুল। আইপিএলের লিগ পর্বের শেষ দুই ম্যাচে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নেতৃত্ব দিতে পারেন সহ-অধিনায়ক নিকোলাস পুরান। বুধবার ম্যাচের পর ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকের ব্যবহারে রাহুল নাকি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে বুধবার দিকে, আগামী বছর আইপিএলের নিলামের আগে রাহুলকে ছেড়ে দিতে পারে লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজিও। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় দলের অভিজ্ঞ উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের নেতৃত্বে ইস্তফা দেওয়া সময়ের অপেক্ষা বলে মনে কর হচ্ছে। আইপিএলে লখনউয়ের পরের ম্যাচ ১৪ মে দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে। তার আগে কয়েক দিন সময় রয়েছে। এর মধ্যেই রাহুল ইস্তফার সিদ্ধান্ত রেকর্ড ১৭ কোটি টাকায় চুক্তি করেছিল লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজি। বুধবারের ম্যাচের পর রাহুলের সঙ্গে গোয়েঙ্কার সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছেন ওই কর্তা। এ বারের আইপিএলে এখনও পর্যন্ত ১২টি ম্যাচ খেলে রাহুল করেছেন ৪৬০ রান। তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৩৬.০৯। বুধবার তিনি ৩৩ বলে ২৯ রান করেন। পাওয়ার প্লের সুবিধা কাজে লাগাতে

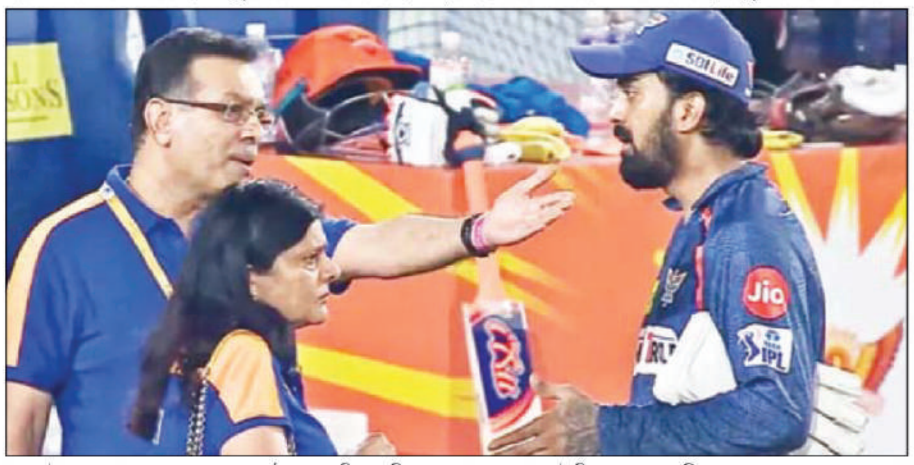

লখনউয়ের পরাজয়ের পর মাঠে নেমে এসে রাহুলকে প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করেন দলমালিক গোয়েঙ্কা। সেই ঘটনার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল রয়েছে। সমালোচনার মুখে পড়েছেন লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষ। প্রশ্ন উঠেছে গোয়েঙ্কার আচরণ নিয়ে। প্রকাশ্যে অপমানিত হয়ে রাহুল নেতৃত্বে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। রাহুল নিজে সম্ভবত গোয়েঙ্কার দলের হয়ে আর খেলতে আগ্রহী নন। অন্য জানিয়ে দিতে পারেন ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষকে। আইপিএলের এক কর্তা বলেছেন, ''দিল্লির বিরুদ্ধে পরের ম্যাচের আগে পাঁচ দিন সময় রয়েছে। কোনও পক্ষই এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। মনে হচ্ছে, রাহুল নেতৃত্বে ইস্তফা দিয়ে দেবে। শেষ দু'টি ম্যাচে আর টস করতে যাবে না। ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষও ওর ইস্তফা গ্রহণ করে নেবে বলেই মনে হচ্ছে।'' উল্লেখ্য, ২০২২ সালে নিলামের আগে রাহুলের সঙ্গে পারেননি রাহুল। হায়দরাবাদের কাছে হারের ফলে আইপিএলের প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনা আরও কঠিন হয়েছে লখনউয়ের। ১৬ পয়েন্টে পৌঁছনোর সুযোগ থাকলেও নেট রান রেটে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে রাহুলের দল। তার উপর হায়দরাবাদ ৯.৪ ওভারে ১৬৭ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয়। দলের এমন হার দেখে উত্তেজিত গোয়েঙ্কা ম্যাচ শেষে মাঠে নেমে এসে ভর্ৎসনা করেন রাহুলকে।

কেকেআর-এ ওপেন করুক রোহিত

পঁচিশের আইপিএলে এমনটা চাইছেন ওয়াসিম আক্রম

লাহোর, ৯ মেঃ চব্বিশের আইপিএল ধীরে ধীরে শেষ হওয়ার পথে। ২৬ মে টুর্নামেন্টের ফাইনাল। এ বারের আইপিএলের প্লে অফের দৌড় থেকে বিদায় নিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। চলতি আইপিএলে ১২টি ম্যাচ খেলে মুম্বই ৪টিতে জিতেছে আর হেরেছে ৮টিতে। হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বে মুম্বইয়ের এ বারের আইপিএলটা ভালো কাটল না। এ বার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে দল পরিবর্তন করতে বললেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক। আগামী আইপিএলে রোহিত শর্মার ঠিকানা আর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স হবে না। সম্প্রতি স্পোর্টসক্রীড়া নামের এক ওয়েবসাইটকে সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ওয়াসিম আক্রম এমনটাই বলেছেন। তাঁর কথায়, ''আমার মনে হয় আগামী আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে রোহিত আর থাকবে না। আমি ওকে কেকেআর টিমে দেখতে পছন্দ করব। গৌতি মেন্টর থাকল, আইয়ার অধিনায়ক থাকল আর রোহিত শর্মা ওপেন করুক। আমি এটা কল্পনা করছি। যদি রোহিত কেকেআরে আসে, তা হলে ওদের ব্যাটিং আরও শক্তিশালী হবে। বিশেষ করে ইডেন গার্ডেন্সে। রোহিত যে কোনও উইকেটে ভালো ব্যাটিং করে। ও একজন অসাধারণ প্লেয়ার। ও কেকেআরে আসলে আরও ভালো লাগবে।'' এ বারের আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের

জার্সিতে রোহিত শর্মা ১২ ম্যাচে ৩৩০ রান করেছেন। তাঁর সর্বাধিক স্কোর ১০৫। মুম্বইয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত ২৫৫টি ম্যাচে ৬৫৪১ রান করেছেন। রয়েছে ২টি শতরান ও ৪২টি অর্ধশতরান। গৌতম গম্ভীর যখন কেকেআরের ক্যাপ্টেন ছিলেন সেই সময় দলের বোলিং কোচ ছিলেন ওয়াসিম আক্রম। তাঁর মতে এ বারের আইপিএলে ভালো ফর্মে এবং সঠিক পথে রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্রাক্তন পাক অধিনায়ক বলেন, ''গৌতমের কেকেআর সঠিক পথে রয়েছে। এই মুহূর্তে ভালো ছন্দে রয়েছে নাইট রাইডার্স।'' চলতি আইপিএলে পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে রয়েছে শ্রেয়স আইয়ারের কেকেআর। প্লে অফের রাস্তা নাইটদের জন্য অনেকটাই সহজ।

৩ মিনিটে ২ গোল করে রিয়ালকে ফাইনালে তুললেন হোসেলু

প্রতিপক্ষের আক্রমণের ঢেউয়ে ভেসে যাওয়ার জোগাড় হলো বায়ার্ন মিউনিখের। তবে দিক হারাল না তারা, শান্ত থেকে ঘর সামলাতে থাকল। দ্বিতীয়ার্ধে জেগেও উঠল, শুরু করল পাল্টা আক্রমণ। আলফুঁস ডেভিসের অসাধারণ গোলে জাগাল দুর্দান্ত এক জয়ের সম্ভাবনা। তখনই অমার্জনীয় এক ভুল করে বসলেন শত পরীক্ষায় বিজয়ী মানুয়েল নয়ার। এরপর রিয়াল মাদ্রিদকে আর ঠেকায় কে? আড়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা হোসেলুর হাত ধরে আরেকটি প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠল কার্লো আনচেলত্তির দল।

মাদ্রিদ, ৯ মেঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে বুধবার রাতে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ২-১ ব্যবধানে জিতেছে রিয়াল, তাদের দুটি গোলই করেন বদলি ফরোয়ার্ড হোসেলু। দুই লেগ মিলিয়ে তাদের জয় ৪-৩ গোলে। প্রথম লেগ হয়েছিল ২-২ ড্র। পুরো ম্যাচে বল দখলে আধিপত্য করা রেকর্ড ১৪ বারের চ্যাম্পিয়নরা আক্রমণেও ছড়ি ঘোরায়। গোলের উদ্দেশ্যে তাদের ১৯টি শটের মধ্যে সাতটি ছিল লক্ষ্যে। আর বায়ার্ন আট শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পারে পাঁচটি। আক্রমণাত্মক রিয়াল, কিছুটা রক্ষণাত্মক বায়ার্ন-শুরুর চিত্র ছিল এমনই। ষষ্ঠ মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগটি পায় আয়োজকরা তবে দানি কারভাহালের গোলমুখে বাড়ানো বলে প্রয়োজনীয় টোকাটা দিতে পারেননি কেউ। পরের মিনিটে পাল্টা আক্রমণে অন্যপাশে ভীতি ছড়ায় বায়ার্ন, তবে সের্গে জিনাব্রির দূরের পোস্টে বাড়ানো বলে শট নেওয়ার মতো কেউ ছিলেন না। ত্রয়োদশ মিনিটে মুহূর্তের ব্যবধানে দুবার হতাশায় পুড়তে হয় রিয়ালকে। প্রথমবার ভিনিসিউস জুনিয়রের শট গোলরক্ষককে ফাঁকি দিলেও পোস্ট এড়াতে পারেনি। ফিরতি বল ছয় গজ বক্সে পেয়ে শট নেন রদ্রিগো, এবার দারুণ ক্ষিপ্রতায় রুখে দেন নয়ার। ২৩তম মিনিটে সতীর্থের পাস ধরে একজনকে কাটিয়ে ডান দিক দিয়ে আক্রমণ শাণান রদ্রিগো। বাইলাইনের কাছ থেকে ডি-বক্সের মাঝে খুঁজে নেন স্বদেশি ফরোয়ার্ডকে কিন্তু ভিনিসিউস বল নিয়ন্ত্রণেই নিতে পারেননি। প্রতিপক্ষের প্রবল চাপে সেভাবে আক্রমণেই উঠতে পারছিল না বায়ার্ন। প্রথম ২০ মিনিটে রিয়াল যেখানে গোলের জন্য চারটি শট নিয়ে দুটি লক্ষ্যে রাখে, সেখানে বায়ার্ন এই সময়ে পারেনি কোনও শট নিতেই। কঠিন এই অবস্থার মধ্যেই ২৬তম মিনিটে বড় একটা ধাক্কা খায় বায়ার্ন। চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন জার্মান ফরোয়ার্ড সের্গে জিনাব্রি। বদলি নামেন ডেভিস। ২৮তম মিনিটে প্রথম শটেই গোল পেতে পারতো সফরকারীরা। বক্সের বাইরে থেকে জোরাল নিচু ভলি করেন হ্যারি কেইন, ঝাঁপিয়ে এক হাত দিয়ে বল বাইরে পাঠান আন্দ্রি লুনিন। ৪০তম মিনিটে আবারও নয়ারের নৈপুণ্যে বেঁচে যায় বায়ার্ন। বক্সের বাঁ দিক থেকে ভিনিসিউসের বাঁকানো শটে বল সবাইকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্যেই ছিল, শেষমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান জার্মান গোলরক্ষক। বিরতির পর খেলা

শুরু হতেই আক্রমণে রিয়াল। বাঁ দিক দিয়ে ভিনিসিউস বক্সে ঢুকে ছয় গজ বক্সের মুখে ফেন্দে ভালভেরদের উদ্দেশ্যে বল বাড়ালেন, তার আগেই প্রতিহত করলেন এরিক ডায়ার। পরের মিনিটে বিপদে পড়তে পারতো রিয়াল, পাল্টা আক্রমণে ডেভিসের শটে কারভাহালের পায়ে লেগে বল উঁচু হয়ে ক্রসবার ঘেঁষে উপরের জালে পড়ে। প্রথম ৪৫ মিনিটে রিয়াল আক্রমণে একচেটিয়া আধিপত্য করলেও, দ্বিতীয়ার্ধে পাল্টে যায় চিত্র। সমানতালে আক্রমণ হতে থাকে দুই পাশেই। ৫৩তম মিনিটে কেইনের আরেকটি প্রচেষ্টা ঝাঁপিয়ে রুখে দেন লুনিন। দুই মিনিট পর ভিনিসিউসের পাস গোলমুখে পেয়ে ফ্লিক করেন রদ্রিগো, দূরের পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায় বল। খানিক বাদে দারুণ দুই সেভ করে জাল অক্ষত রাখেন নয়ার। ৫৯তম মিনিটে প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে রদ্রিগোর রক্ষণপ্রাচীরের ওপর দিয়ে নেওয়া ফ্রি কিক ঝাঁপিয়ে ঠেকান জার্মান গোলরক্ষক। পরের মিনিটে তিনি ভিনিসিউসের জোরাল শট অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় কর্নারের বিনিময়ে রুখে দেন। ৬৬তম মিনিটে দারুণ সুযোগ তৈরি করে বায়ার্ন। বক্সে কারভাহালকে কাটিয়ে জোরাল শট নেন জামাল মুসিয়ালা, দারুণ নৈপুণ্যে কর্নারের বিনিময়ে ঠেকিয়ে দেন লুনিন। এর দুই মিনিট পরই রিয়ালকে স্তব্ধ করে দেয় জার্মান দলটি। পাল্টা আক্রমণে বাঁ দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন ডেভিস, আন্টোনিও রুডিগারকে কাটিয়ে জায়গা বানান। বাধা দিতে ছুটে আসেন কারভাহাল, দুই ডিফেন্ডারের মধ্যে দিয়ে জোরাল কোনাকুনি শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন কানাডার ফরোয়ার্ড ডেভিস। ইউরোপ সেরার মঞ্চে এটাই ডেভিসের প্রথম গোল। পিছিয়ে পড়ার পরপরই একসঙ্গে দুটি পরিবর্তন করেন রিয়াল কোচ টনি ক্রুসের বদলি লুকা মদ্রিচ এবং অহেলিয়া চুয়ামেনির জায়গায় এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গাকে নামান। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি কর্নারের ফলশ্রুতিতে জালে বল পাঠিয়ে সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে ভাসিয়েছিল রিয়াল। তবে বল জালে যাওয়ার আগ মুহূর্তে জসুয়া কিমিখকে মুখে ধরে নাচো ফের্নান্দেস ফেলে দেওয়ায় আয়োজকদের উল্লাস থেমে যায়, ভিএআরের সাহায্যে গোল দেননি রেফারি। ৭৬তম মিনিটে ব্যবধান বাড়তেও পারতো তবে কেইনের বাঁ পায়ের জোরাল শট পাশের জাল কাঁপায়। খানিক বাদে আবারও দ্বিতীয় গোল খাওয়া থেকে বেঁচে যায় রিয়াল। নির্ধারিত সময় শেষ হতে যখন আর মাত্র মিনিট দুয়েক বাকি, তখনই অবিশ্বাস্য ভুলটি করে বসেন তারকা গোলরক্ষক নয়ার। ভিনিসিউসের সোজাসুজি দুর্বল শট ঠেকাতে গিয়ে তালগোল পাকান তিনি, আর ছুটে এসে আলগা বল জালে পাঠিয়ে দেন ৮১তম মিনিটে ভালভেরদের বদলি নামা হোসেলু। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটেই দলকে জয়ের সুবাস পাইয়ে দেন মরসুমের শুরুতে এস্পানিওল থেকে ধারে বের্নাবেউয়ে পাড়ি জমানো হোসেলু। বাঁ দিক থেকে রুডিগারের ছয় গজ বক্সের মুখে বাড়ানো বল দারুণ এক টোকায় জালে পাঠান স্প্যানিশ স্ট্রাইকার। উল্লাসে ফেটে পড়ে পুরো বের্নাবেউ। এরপরও বায়ার্নের ঘুরে দাঁড়ানোর যথেষ্ট সময় অবশ্য ছিল, যোগ করা সময় ৯ মিনিট দিলেও নানা বিঘ্নতায় শেষ পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটায় ১৫ মিনিটে গিয়ে ঠেকে। কিন্তু বায়ার্ন আর পারেনি ঘুরে দাঁড়াতে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে রেকর্ড ১৫তম শিরোপার লক্ষ্যে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের মুখোমুখি হবে রেয়াল মাদ্রিদ। আগামী ১ জুন লন্ডনের ওয়েম্বলিতে হবে ফাইনাল।

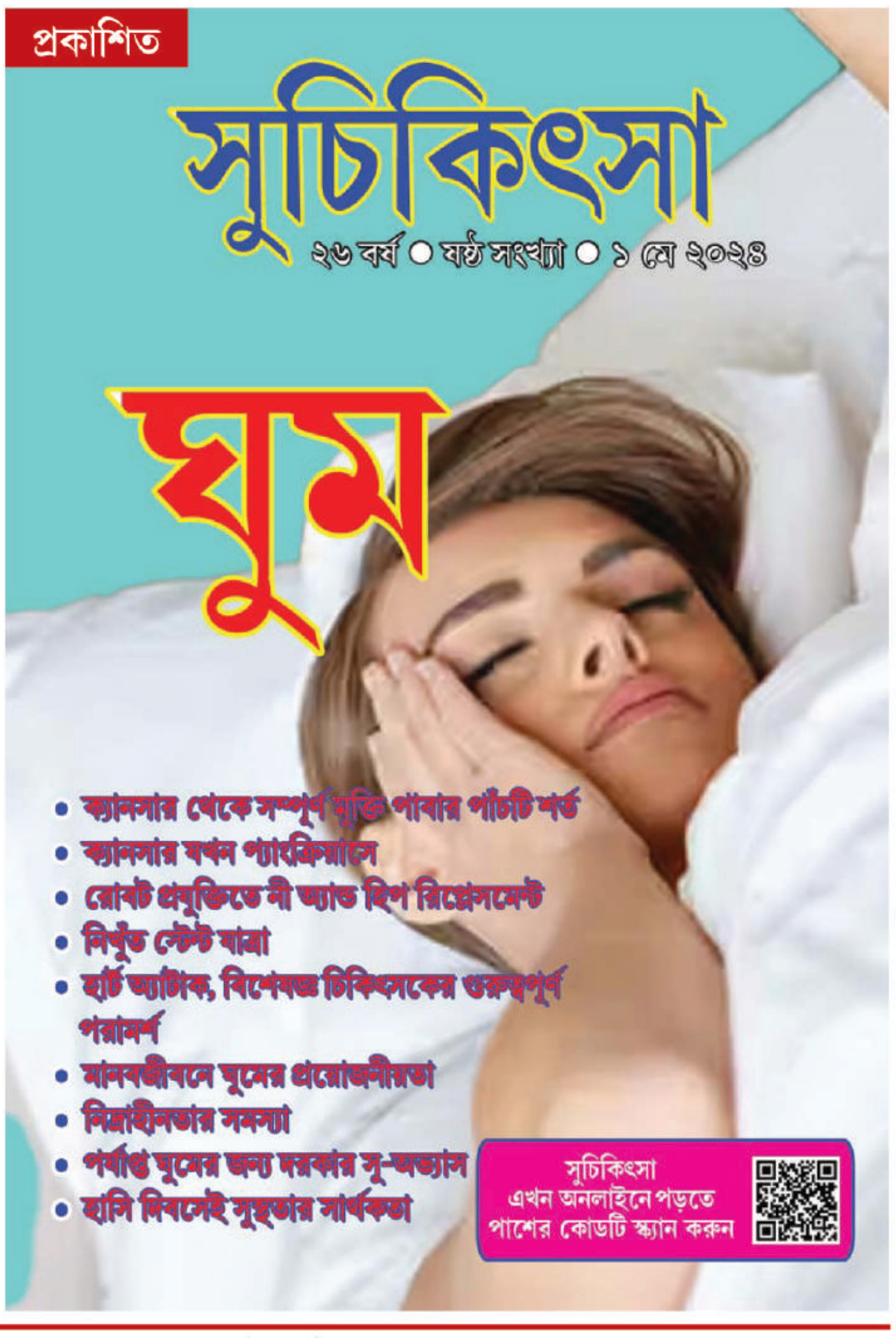

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com